টঙ্ক।

টঙ্ক রাজপুতানার অন্তর্গত একটী সামান্য নগর; তাহা দিল্লীহইতে এক শত নয় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে বুনার নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১৮০৩ অব্দে ইহা পাঠানবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ দস্যু আমীর খাঁর অধিকৃত হয়। তদবধি উহা একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং উহার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রদেশ সকল ঐ রাজ্যের আধার হইয়াছে। এই নগরহইতে ঐ ক্ষুদ্র নদী পার হইবার নিমিত্ত নৌকাদি অন্য কোন জলযানের আবশ্যক রাখে না; কারণ এখানে সার্দ্ধেক হস্ত অপেক্ষা অধিক জল থাকে না, সুতরাং অনায়াসে পদব্রজে তাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই নগরের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর এবং পরিখাদ্বারা দুর্গরূপে বেষ্টিত আছে। ঐ দুর্গের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে আমীর খাঁর বাসভবন। ইনি রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত সম্বল নামক গ্রামে অতি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইনি অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অপর লোকের মনোবৃত্তি যে দিগে ধাবমান হয়, বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুসারিণী হইয়া উঠে। বাল্যাবধি তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তি বলবতী হওয়াতে তিনি এক জন বিলক্ষণ প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও ঘোতর দস্যু হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁর হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। নরকলেবরে বিন্দুমাত্র শোণিত দর্শন করিলে শরীর চমকিত হয়, কিন্তু তিনি স্বহস্তে শত শত নরহত্যা করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না।

যাহা হউক তিনি ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূপাল রাজ্যের রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অব্যবহিত পরেই ঘুরগড় নামক স্থানের এক দস্যুদলে মিলিত হন। দস্যুবৃত্তি ঐ দুরাত্মাদিগের সিদ্ধবিদ্যা ও জীবিকাস্বরূপ ছিল। কিয়ৎকাল এই রূপ দস্যুবৃত্তি করিবার পর আমীর খাঁ ইন্দোরের অধীশ্বর যশোবন্ত হুলকরের নিকট বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অনুগৃহীত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর হুলকর জয়পুরের রাজার নিকট হইতে ঐ টঙ্ক নগর ও তদধিকৃত প্রদেশ সমুদায় বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আমীর খাঁকে অর্পণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে সিরোঞ্জ নগর আমীর খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। সম্প্রতি টঙ্ক নগর তাঁহার অধিকৃত হওয়াতে তিনি ঐ স্থানে স্বীয় বাসভবন ও অন্যান্য রমণীয় হর্ম্ম্যসকল নির্ম্মাণ করাইয়া নগরের বিলক্ষণ সুশ্রীকতা সম্পাদন করিলেন। পরিশেষে তিনি ঐ নগরদ্বয়ের সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মালবের অন্তর্গত পারোয়া ও ছাপরা এবং মিবারের অন্তর্গত নিমরা ও অন্যান্য কএকটী পরগণা আত্মসাৎ করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ আমীর খাঁর প্রতাপ মালবের কুত্রাপি অবিদিত ছিল না; তাহাতে সকলেই কম্পান্বিত কলেবর হইয়া উঠিয়াছিল।

সে যাহা হউক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট যখন মালবের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন আমীর খাঁ তাঁহার নিকট আত্মরক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ক প্রস্তাব করিলে, গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সমুদায় বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক পরিশেষে তাঁহার রক্ষার্থ সম্মত হইয়া এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে “আমরা তোমার সমুদায় সম্পত্তির প্রতিভূ হইতে সম্মত আছি; কিন্তু তোমাকে এই পর্য্যন্ত দস্যুবৃত্তি ও সমুদায় সৈন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে; এতদ্ভিন্ন তোমার যে সকল কামান আছে তাহার ৪০ টী বাদে অবশিষ্ট সমুদায় উপযুক্ত মূল্য লইয়া আমাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে। কেবল তুমি আত্মরক্ষার্থ

একদল সৈন্য রাখিতে পারিবে। তাহাও আমাদিগের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে।” আমীর খাঁ তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, তিনি পূর্ব্বাবধি হুলকরের এই রূপ অসৎ-উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে তাঁহার যাহা ক্ষতি হইবে ন্যায়ানুসারে সে ক্ষতি পূরণ করা হুলকরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদনুসারে তাহাই অনুষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমীর খাঁর সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল, ও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমুদায় সম্পত্তির প্রতিভূ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আমীর খাঁকে রামপুর প্রদেশ ও তত্রস্থ দুর্গ নিষ্করূপে উপহার এবং ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমীর খাঁর যে ৩,০০,০০০ টাকা ঋণ হইয়াছিল তাহাও পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্রের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপভোগের নিমিত্ত পল্লাল-প্রদেশও প্রদত্ত হইয়াছিল।

ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসংস্থাপনের সপ্তদশ বর্ষ পরে ১৮৩৪ অব্দে আমীর খাঁ মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র উজীর মুহম্মদ তৎপদে অধিরূঢ় হইয়া টঙ্ক রাজ্য শাসন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁর পিতা পল্লাল নামক যে প্রদেশ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে লাভ করিয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বৃত্তিস্বরূপ ইহাঁকে প্রতিমাসে ১২,৫০০ টাকা প্রদান করিতেছেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি এক জন যথার্থ মিত্রের মত কার্য্য করিয়াছিলেন।

ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁকে কর প্রদান করিতে হয় না। ইহাঁর সম্মানার্থ সপ্তদশ তোপধ্বনি হইয়া থাকে; এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারির অভাবে মুসলমান ধর্ম্মানুসারে উত্তরাধিকারী লাভ করিবার অনুমতিপত্র পাইয়াছেন। ইহাঁর রাজ্যের পরিমাণ ৯৩২ বর্গক্রোশ; এবং তাহার অধিবাসীর সঙ্খ্যা ১,৮২,৩৭২। এই রাজ্যে সাত লক্ষ অশীতি সহস্র মুদ্রা কর সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে রামপুর ও টঙ্কহইতে ২,০০,০০০, ছাপরাহইতে ১,০০,০০০, পারোয়াহইতে ১,০০,০০০, অলীগড়হইতে ৪০,০০০, সিরোঞ্জহইতে ২,০০,০০০, এবং নিম্বাহইতে ১,৪০০,০০ টাকা উৎপন্ন হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

“গণদর্পণঃ।” জেমোকাঁদির বিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে পাণিনীয় ধাতুপাঠে পঠিত ধাতু সমস্তের রূপ সুপ্রণালীক্রমে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ব্যাঘ্রডাঙ্গার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। যবনাধিকার হওনাবধি ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা দিন দিন শ্রীভ্রষ্টা হইতেছিল; উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তদ্ভাষায় রচিত হইবার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বপণ্ডিতগণরচিত জ্ঞানগর্ভ ও বহুমানাস্পদ গ্রন্থসকল লোপ পাইতেছিল। এক্ষণে ইংরাজ, ফরাসিস্, জর্ম্মন প্রভৃতি ইউরোপীয় মনুষ্যদিগদ্বারা সংস্কৃতভাষা সমাদৃত হওয়াতে তাহার পুনরভ্যুদয় হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার বিষয়সমস্তের মধ্যে সংস্কৃতভাষা নিরূপণ করিয়া রাজপুরুষগণ তদ্ভাষার সম্যগ্ আলোচনার

সোপান প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সময়ে দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যত্নবান হইলে এতদ্দেশের গরিমার আস্পদ সংস্কৃত ভাষা বিহিত সমাদৃত হইতে পারে। তদর্থে লোকে সংস্কৃত ভাষা যাহাতে অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাই প্রথমতঃ আবশ্যক হইয়াছে; কিন্তু সে চেষ্টা বর্ত্তমানের গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় কেহই করেন না। "ধাতুপাঠ," "ধাতুপ্রদীপ," "ধাতুবিবেক" প্রভৃতি যে সমস্ত ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন খানিই সংস্কৃত পাঠকের বিশেষ উপকারী নহে; তাহা বাঙ্গালা-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে উপকারী। কোন বিশেষ গ্রন্থের শব্দার্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকটিত হইলে তাহার উপকারিতা যে রূপ অপ্রশস্ত বলিতে হয়, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসকলের উপকারিতাও প্রায় সেই রূপ। গণদর্পণকার স্বীয় বিজ্ঞাপনে যে কহিয়াছেন "—তন্মার্গকণ্টকীভূত ধাতুকাঠিন্যাপনয়নায় প্রয়াসো-মাভূন্নিষ্ফল—" ইহা যথার্থ। সংস্কৃতভাষাপথে ধাতুকাঠিন্য বিষম কণ্টক-স্বরূপ, এবং তদপনয়নজন্য গ্রন্থকার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থখানি বিশেষ উপকারী হইয়াছে; তদ্দ্বারা কি ছাত্র কি শিক্ষক সকলেই সময়ে সময়ে পরমোপকৃত হইবে। রচনাকালে নব্যেরা এক একটি পদ এরূপ-বিস্মৃত হন যে তাহা কোনক্রমেই আর স্মৃতিপথে আইসে না, সুতরাং রচনার ব্যাঘাত জন্মে; কিন্তু এই গ্রন্থ একখানি নিকটে থাকিলে সেরূপ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; যেহেতু রচয়িতা যেরূপ নিয়মে ধাতুর রূপসকল বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা অতীব সরল ও সুন্দর, এবং তাহার সাহায্যে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সংস্কৃত ধাতুবিষয়ে বেষ্টরগার্ড সাহেব লাটিন ভাষায় যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, এবং ইহা আক্ষেপের বিষয় যে অদ্যাপি এতদ্দেশীয় কোন পণ্ডিত তাদৃশ কোন গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে পারেন নাই, তথা বর্ত্তমান গ্রন্থ দৃষ্টে সে আক্ষেপ তীরোভূত হয় না; পরন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার উন্নতি বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্যকর, এজন্য আমরা তাহার রচয়িতার অভিবাদন করিতেছি॥

২। "তত্ত্ববিদ্যা। দ্বিতীয় খণ্ড।" পূর্ব্বে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম-খণ্ড-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম; এক্ষণে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অল্পমাত্র বক্তব্য আছে। বাঙ্গলা ভাষায় দর্শন শাস্ত্র অত্যল্প প্রকাশিত আছে, এজন্য বর্ত্তমানে তদ্ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি রচনা করিতে হইলে রচয়িতার গ্রন্থের পূর্ব্বে পারিভাষিক শব্দগুলি উত্তম ও সরলরূপে ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থ রচনাকালে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই যে ঐ রচনা-পাঠ করিবেন, আমাদিগের এরূপ বিবেচনা করা অনুচিত; কারণ যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারা তদ্ভাষায় প্রাপ্য মূলগ্রন্থ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী অনুবাদ পাঠ করিবেন না, এবং যাঁহারা কেবল বাঙ্গালী ভাষায় পটু তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যতিব্যস্ত হইলে সুদৃঢ় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ যত্ন করিবেন না; অতএব দর্শন গ্রন্থের উপকারিতা সুপ্রশস্ত করণার্থ বাঙ্গালী পরিভাষার প্রতি গ্রন্থকারদিগের সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। অপর ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে যত্নবান হইবার পূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্রবিরল বাঙ্গালা-ভাষার পাঠকগণের ভ্রমতিমির তিরোহিত করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ সস্নেহ মস্তকে তৈলদানাপেক্ষা নিস্নেহরুক্ষমস্তকে তৈলদান

সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়। "তত্ত্ববিদ্যা" গ্রন্থের রচনা ইংরাজী ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গলা পাঠকগণের পক্ষে দুরূহ হইয়াছে, কারণ কেবল বাঙ্গলা জানিলে ইহার অধিকাংশ বুঝা যায় না। রচয়িতা কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী অর্থ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙ্গলা পাঠকের কোন উপকার হয় নাই। আমাদিগের এই সমালোচন দর্শনে লেখক ক্ষুব্ধ হইবেন না। আমরা তাঁহার যথার্থ গুণানুরাগী; এবং যাহাতে তাঁহার গুণগরিমা বর্দ্ধিত হয় এই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সেই অভিপ্রায়ে ইচ্ছা করি, তিনি তত্ত্ববিদ্যার পর পর খণ্ডে পারিভাষিক শব্দ সমস্তের সরলরূপে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃত গ্রন্থ যথার্থ উপকারী হইবে। পরন্তু তাঁহার কৃত গ্রন্থ যে সুবিজ্ঞসমাজে প্রশংসাস্পদ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থমধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক কএকটী প্রবন্ধ সন্ন্যস্ত করা হইয়াছে। ভবানীপুরস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বক্তৃতারূপ "উপদেশ" বিশেষ আদরণীয়। যদিচ আমরা এতৎপত্রে ধর্ম্মবিষয়ের বিবরণে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত নহি, তথাপি এ প্রকার উপদেশগর্ভ বক্তৃতার মহোপকারিতা অবশ্য স্বীকার করি। সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যে মনুষ্যের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য ইহাই যে বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা, তাহা সদসৎবিবেচনা করিলেই স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায়; এবং সেই সমাজবদ্ধ হওনের বাধাস্বরূপ যে কলহ, তাহা নষ্ট করিতে সুস্বভাবের অত্যন্ত আবশ্যক। সচ্চরিত্র-সংস্থাপনবিষয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিই কৃতী। ধর্ম্মবুদ্ধি না থাকিলে লোক কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচনা করে না, সুতরাং সচ্চরিত্র সংস্থাপন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এবং সচ্চরিত্রাভাবে সমাজ ভগ্ন হয়। এই হেতুতে যে সকল উপদেশে ধর্ম্মবুদ্ধির উন্নতি করে তৎসমুদয় মনুষ্যমণ্ডলীর যথার্থ উপকারী।

৩। "এরাঁই আবার বড় লোক! প্রহসন।" এই গ্রন্থ খানি সমীচীন হয় নাই। গ্রন্থকার রহস্য ব্যঞ্জক বাক্যগ্রন্থনে পটু নহেন, এবং তাঁহার পরিহাস চিম্‌টী কাটিয়া হাস্য করাণর ন্যায় বোধ হয়। অপর তিনি নাটকরচনার নিয়মসকল উত্তমরূপে জ্ঞাত নহেন, এবং সেই জ্ঞানাভাবে অনেক স্থলে প্রহসন খানির ব্যাঘাত হইয়াছে। ইহার নাম পর্য্যন্তও বিহিত হয় নাই। প্রহসনের প্রধান উদ্দেশ্য হাস্যোদ্দীপন, এবং তদর্থে রসব্যঞ্জক বর্ণনার সাহায্যে ক্রমশঃ হাস্যরসের সম্পূর্ণতা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তদন্যথায় গ্রন্থকার এক দুঃখজনক স্ত্রীহত্যাদ্বারা আপন রচনা সমাধা করিয়া তাহার নাম "প্রহসন" রাখিয়াছেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য কুরীতির নিন্দা, তদর্থে রাজাবাবু নামক এক পল্লীগ্রামের বড়মানুষের বর্ণন করিয়াছেন। সে ব্যক্তি জনসমাজে দেশহিতৈষীর ভাণ করিয়া গোপনে অত্যন্ত কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকিত। লোক-সংমোহনার্থে সে দাতব্য বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সৎকার্য্য করিত, সকল চাঁদায় প্রচুর অর্থ প্রদান করিত, যে কোন প্রকারে সংবাদ পত্রে স্বীয় নাম সন্নিবেশিত হয় তাহার উপায়ানুসন্ধানে বিব্রত থাকিত; কিন্তু গোপনে জঘন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত। ইহার সহযোগী জয়কুমার নামা এক ডাক্তার বাবু ছিলেন। তিনি রাজাবাবুর অপেক্ষা পাপসোপানের এক গ্রাম ঊর্দ্ধে চড়িতেন। এই দুই ব্যক্তির প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের অনেক গুলি কুপ্রথা ও কুমতের তিরস্কার করিয়া গ্রন্থকার রাজাবাবু ও তাহার স্ত্রী নির্ম্মলার সাক্ষাত করান। নির্ম্মলা অতি সচ্চরিত্রা, পতিব্রতা স্ত্রী; সে দুষ্টস্বামীর নিকট আপন অকপট প্রেম ও দুঃখ নিবেদন

করাতে ঐ ষণ্ডামার্ক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকে এক বোতল আঘাত করে; তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময়ে তাহার স্বামীর ভগিনী শ্যামালতার নিকট সে আপন আর্ত্তনাদে কহে—

"নির্ম্মলা। (চেতনানন্তর মৃদুস্বরে) দিদি, তুমি কি মনে করেছ আমি আর বাঁচ্‌বো! এ জন্মদুঃখিনী আজ তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হলো! আর কেঁদো না—আমার কপালে এই ছিল। যার হাতে আমি জীবন সমর্পণ করেছিলাম, বিধাতা তারই হাতে আমার মৃত্যু লিখেছিলেন! এখন এক বার দুঃখিনীর বাছাকে এনে দাও! আমি এক বার সে মুখ দেখে প্রাণত্যাগ করি! দিদি, আমি তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি, তা, তুমি সে সকল ক্ষমা কর, সে সকল ভুলে যাও। আমার দুঃখিনী মা আমাকে বড়মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কত সুখেই ভাস্‌ছিলেন। তা, মা, তোমার দোষ কি, আমারই কপালে সুখ নাই! আমি তোমার অতি অপরাধিনী মেয়ে, তাই মরণকালে এক বার তোমার চরণ দেখ্‌তে পেলেম না। দিদি, ঠাক্‌রুণকে আমার প্রণাম জানিও, তিনি যেন এ অভাগিনী বৌকে এক এক বার মনে করেন। কই, দিদি, আমার সোণার শশী কই? ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! দি দি—(মৃত্যু)।"

এই বর্ণনা নিন্দনীয় নহে বলিয়া সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন; এবং আমরা ইহার প্রশংসা করি। পরন্তু আমাদিগকে ইহাও কহিতে হইবে যে, যে নাটক এই প্রকার শোকাবহ নয়নসলিল-নিঃসারক ব্যাপারে শেষ হয় তাহা কদাপি "প্রহসন" পদের বাচ্য নহে।

ডাক্তার বাবুর বিবরণ মন্দ নহে; এবং পল্লীগ্রামে অনভিজ্ঞ ডাক্তারের দোষে যে কি অনিষ্ট হয় তাহার আভাসে ক্ষমানাম্নী এক দুঃখিনী যাহা কহিয়াছে তাহা ভাবশুদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে, তদ্যথা,

"ক্ষমা। (স্বগত) অতি বড় শত্তুর যে সেও যেন ডাক্তারের ওষুধ না খায়। ইস্‌পিন্‌জুরির ফিক্‌চর আর কালকূট বিষ এ দুইই সমান। যাদের খেটে খেতে হয় তারা যেন সর্ব্বনেশে শিশির কাছে না যায়। বড়মানুষদের বড়বড় পেট, তাদের পেটে পিলে যকৃতের অনেক ঠাঁই, দুঃখিপ্রাণীদের তেমন পেট কই, যে কুইনেন্‌ খেয়ে পিলে পুষ্‌বে! কি ছিলেম, আর কি হয়েচি! তখন জ্বর জ্বালা হতো—বদ্দীর বড়ী খেয়ে ভাল হতেম, আর পাঁচ দিনেই গীতোর ফুলে উঠ্‌তো; এ যে, একেবারে গতোরের মাথা খেয়ে বসেচি! দুমাস ভাত খাচ্চি, তবু এখনো পা গুলো যেন ফোঁপ্‌রা হয়ে রয়েচে, মুখ হতে ফোয়ারার মত জল উঠ্‌চে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে ছাই এ বালাই ছিল না, রাজাবাবু শহুরে গোছের বড়মানুষ হয়ে দেশের কি ভালই কচ্চেন, এ হাতুড়ে ডাক্তারকে কেন আন্‌লেন না! দুঃখী লোক, কি করি, একে দেশে মন্বন্তর, তাতে মারীভয়, রাজাবাবুর মাইনে-করা ডাক্তারের কাছে মিনি কড়িতে রোগ ভাল হবে বল্যেই তো এই ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়িচি। ওঃ! এ যমদূতেরা দণ্ডে দণ্ডে মারে।"——

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৫ খণ্ড

ডুঙ্গরপুর।

ডুঙ্গরপুর রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামান্য প্রদেশ। এখানকার রাজা ভারতবর্ষীয় গবর্ণরজেনেরলের আজ্ঞাধীন। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বে উদয়পুর, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বাঁসওয়ারা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গুজরাটের অন্তর্গত মহীকোটা প্রদেশ। এই রাজ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় বিংশতি ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ পঞ্চদশ ক্রোশের ন্যূন নহে। সমুদায়ে ইহার পরিমাণফল প্রায় পঞ্চ শত বর্গক্রোশ। ইহাতে অন্যূন এক লক্ষ লোকের বাস।

এখানকার নরপতিগণ সকলেই উদয়পুরের রাজবংশ সম্ভূত। এককালে এখানকার ভূতপূর্ব্ব নরপতিগণ স্বাধীনাবস্থায় অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালসহকারে মোগল রাজ্যের অবনতির সময়হইতে রাজপুতনার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এই প্রদেশকেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন হইয়া দুর্ব্বহ করভার বহন করিতে হইয়াছে। অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পর এখানহইতে ৩৫,০০০ সহস্র টাকা কর সঙ্গৃহীত হইয়া সিন্ধিয়া, হুলকর ও ধারা এই তিন স্থানে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইত। পরিশেষে কেবল ধারা প্রদেশেরই ইহার উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা হইয়া উঠে। অনন্তর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হুলকরের সহিত যখন ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সন্ধি সংস্থাপন হয় তৎকাল অবধি এই ডুঙ্গরপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ ইংলিষগবর্ণমেণ্টের অধীনে নীত হন। ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রৌষধিবদ্ধবীর্য্য ভোগীর ন্যায় ডুঙ্গরপুরকে যেরূপে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ইংলিষগবর্ণমেণ্টের অধীনে তাদৃশ কোন ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে না।

সে যাহা হউক এই ঘটনার এক বৎসর পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইল যে, পূর্ব্বাবধি যে যে টাকা বক্রী হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিপূরণের নিমিত্ত ৩৫,০০০ হাজার এবং ক্রম-বৃদ্ধিনিয়মে প্রথম বৎসর ১৭,০০০, দ্বিতীয় বর্ষে ২০,০০০ এবং তৃতীয় বর্ষে ২৫,০০০ হাজার টাকা দিতে হইবে। তিন বৎসরের নিমিত্তে এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার পর ১৮২৩ অব্দহইতে ৩৫,০০০ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক কর সঙ্গৃহীত হইতেছে। ১৮২৪ সালে

যশোবন্ত সিংহ রাজ্যমধ্যে সৈন্য রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতিরেকে প্রতিবৎসর আর ৮৪০০ টাকা অধিক করপ্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই।

এই রাজ্যের ইতস্ততঃ পার্ব্বতীয় ভিল্লজাতীয়েরা বাস করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ অসভ্যেরা স্বজাতীয় প্রধান ব্যক্তিদিগকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত। এই কারণে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টকে তথায় সৈন্য সংস্থাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল হইল ঐ অসভ্যজাতীয় প্রধান ব্যক্তিরা ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছে।

অত্রত্য রাজা যশোবন্ত সিংহ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বটে, কিন্তু শাসনকার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র নিপুণতা ছিল না। প্রত্যুত তিনি কুক্রিয়াতে বিলক্ষণ আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইত্যাদি কারণে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার গৃহীতপুত্র দলপতি সিংহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কারণ দলপতি সিংহ প্রতাপগড়ের রাজা সাবন্ত সিংহের দৌহিত্র। সাবন্ত সিংহের অন্য সন্তান-সন্ততি না থাকাতে তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; সুতরাং সাবন্ত সিংহ তাঁহার ডুঙ্গরপুরের সিংহাসনাধিরোহণ বিষয়ে অসম্মত হইলেন। কিন্তু দলপতি সিংহ তদবধি প্রতিনিধিরূপে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অনন্তর সাবন্ত সিংহের পরলোক লাভ হইলে, ১৮৪৪ অব্দে দলপতি সিংহ প্রতাপগড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ঐ সময় এই রূপ নানা আন্দোলন হইতে লাগিল যে, এক্ষণে কি দুই রাজ্য একত্র হইবে? অথবা দলপতি সিংহ দত্তক গ্রহণ করিবেন? কিংবা প্রতাপগড় ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইবে? অনন্তর দত্তক-গ্রহণের অনুমতিই বলবৎ হইলে, দলপতি সিংহ ঠাকুরবংশীয় উদয় সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিলেন, এবং যে কালাবধি উদয় সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি প্রতিনিধিরূপে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এদিকে ঐ সময় সিংহাসনচ্যুত রাজা যশোবন্ত সিংহ পুনরায় রাজ্যমধ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার এবং ঠাকুরবংশীয় হনুমন্ত সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এই ফল লাভ হইল যে তাঁহাকে মাসিক ১০০০ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মথুরা প্রস্থান করিতে হইল।

অনন্তর প্রতাপগড়হইতে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য্য সম্পাদন অতি অসুবিধাজনক হয় বলিয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট দলপতি সিংহের স্কন্ধহইতে প্রতিনিধি ভার অবতারিত করিয়া দত্তক পুত্রের বয়োলাভ পর্য্যন্ত, সেই ভার ডুঙ্গরপুরস্থ জনৈক প্রধান ব্যক্তির স্কন্ধে সমর্পণ করেন।

রাজা উদয়সিংহ এই ক্ষণে ডুঙ্গরপুরের অধিপতি। তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র পাইয়াছেন। ইহাঁর সম্মানার্থ পঞ্চদশ তোপধ্বনি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর নিকট ২০০ দুই শত পদাতি সৈন্য এবং ১২৫ এক শত পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য আছে।

গন্ধক।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে ভূমণ্ডলে বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বসুন্ধরাকে যে অত্যাশ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনুষ্যেরা ভূপৃষ্ঠহইতে বিবিধ প্রকার শস্য ও অন্যান্য আহারোপযোগী দ্রব্যসকল উৎপন্ন করিয়া অনায়াসে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতেছে। নানা জাতীয় বৃক্ষসকল রসপূর্ণ ফলোৎপাদনদ্বারা এবং বহুবিধ সুন্দর সুকোমল পুষ্পসকল সৌরভ প্রদানদ্বারা মানবগণের সুখ সংবর্দ্ধন করিতেছে। পরন্তু ভূপৃষ্ঠে যে প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকৌশল প্রতীয়মান হয়, ভূগর্ভেও সর্ব্বতোভাবে তদ্রূপ কৌশল লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেকানেক আবশ্যকীয় পদার্থসকল ভিন্ন২ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যেরা কেবল বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রমসহকারে ঐ সমস্ত পদার্থ সংগ্রহ করিয়া নানা প্রক্রিয়াদ্বারা বহুবিধ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতেছে। রজত কাঞ্চন হীরকাদি যে সমস্ত বহুমূল্য ধাতু ও রত্নসকল মানবগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন তৎ-সমুদয় ভূগর্ভহইতে উত্তোলিত হয়। বসুন্ধরাকে এই নিমিত্তই আমরা রত্নগর্ভা নামে উল্লেখ করিয়া থাকি। পরন্তু যে সকল খনিজ পদার্থ মানবগণের সৌকর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে গন্ধক নির্ণনীয়, এবং তাহা কোন মতে এক সামান্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

গন্ধক ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে গণনীয় হইতে পারে না, কারণ ধাতুর যে সকল অসাধারণ লক্ষণ আছে, উহাতে তাহার কিছুই লক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ মহাত্মারা উহাকে ধাতু আখ্যায়িকা প্রদান করেন না।

পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণন হইল তাহাতে বোধ হইতে পারে যে, গন্ধক খনিভিন্ন অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না; ফলতঃ তাহা নহে, অনেক বৃক্ষে গন্ধকের অংশ আছে। রাই সরিষায় তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জীবদেহেও তাহা অপ্রাপ্য নহে, এবং হংসের অণ্ডে তাহা প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। পরন্তু বাণিজ্যের নিমিত্ত জীবদেহ বা কোন বৃক্ষহইতে গন্ধক সংগৃহীত হয় না। তদর্থে ভূগর্ভই প্রধান আকর; কোন কোন স্থানে ভূপৃষ্ঠহইতেও ইহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। গন্ধক আগ্নেয়-পর্ব্বত-সন্নিহিত প্রদেশে বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ সিসিলি দ্বীপস্থিত এটনা এবং আইসলণ্ড দ্বীপান্তর্গত হেক্লা এই পর্ব্বতদ্বয়ের পার্শ্বে উহা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

যে সমস্ত গন্ধক সচরাচর বাণিজ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা দ্বিবিধ। প্রথম বাত্তি, দ্বিতীয় চূর্ণ। বাত্তি বা টোটা-গন্ধক নিম্ন লিখিতরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত গন্ধক খনিহইতে উত্তোলিত হইলে অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত করা হয়; ঐ দ্রবীভূত গন্ধক কাষ্ঠনির্ম্মিত নলে নিক্ষিপ্ত করিলে উহা কিয়ৎক্ষণ পরে শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় দণ্ডাকারে পরিণত হয়। ঈদৃশ গন্ধক প্রায় এতদ্দেশীয় পণ্যশালায় সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে। অপর প্রকার গন্ধক প্রস্তুত করণের প্রণালী উপরোক্ত প্রকরণহইতে অনেক বিভিন্ন। তদর্থে প্রথমে অপরিষ্কৃত গন্ধক কোন এক কাচ বা মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপিত করিয়া অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। পরে উহা গলিত হইলে বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া ধূমবৎ উত্থিত

হইতে থাকে। উক্ত ধূমসংহতি এক নলদ্বারা নীত হইয়া অপর এক শীতল পাত্রে ঘনীভূত হইলে অল্পক্ষণ মধ্যে চূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। ঈদৃশাবস্থায় গন্ধক অতীব পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণদ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিলে সূক্ষ্ম অর্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়।

গন্ধক পীতবর্ণ এবং চূর্ণনীয়। ঘর্ষণ করিলে উহাহইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে উহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; আর উহার দীপ্তি ঈষৎ নীলবর্ণ। জল অপেক্ষা গন্ধক দ্বিগুণতর ভারী, এবং তাহাতে উহা দ্রব হয় না।

ভূমণ্ডলমধ্যে যে সমস্ত গন্ধকাকর পরিদৃশ্যমান হয়, তন্মধ্যে সিসিলি দ্বীপস্থিত আকরসকল বিস্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যে প্রদেশে উক্ত খনিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ-ফল প্রায় ৭০০ বর্গ ক্রোশ। তত্রত্য সমতল ভূমির অনেক নিম্নে গন্ধক স্তবকে২ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত দ্বীপে প্রায় সার্দ্ধশত গন্ধকাকর আছে, এবং প্রতি বৎসর প্রায় ২২,০০,০০০ মণ পরিমাণে গন্ধক তথাহইতে উত্তোলন করা হয়। গন্ধকের খনিমধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রম-নিম্ন সোপানদ্বারা সাবধানে গমন করিতে হয়। তন্মধ্যে বহুসঙ্খ্যক শ্রমজীবী ব্যক্তিরা বৃহদাকার অস্ত্রদ্বারা গন্ধক-খণ্ডসকল পৃথক্ করিতে নিযুক্ত থাকে, এবং ঐ খণ্ডসকল সঙ্গৃহীত হইলে খনিহইতে বহির্ভাগে আনয়ন করে।

উক্ত প্রকার আকরোত্তোলিত গন্ধক অধিক পরিমাণে সঙ্গৃহীত হইলে প্রথমে কুম্ভকারের পোয়ানের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে উত্তপ্ত করা হয়। তৎপরে উহা অত্যুত্তাপে মৃত্তিকা বা প্রস্তর পাত্রে দ্রবীভূত করিয়া ইচ্ছামত পূর্ব্বোক্ত দুই আকারের অন্যতর আকারে পরিণত করা হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার গন্ধক সিসিলি দ্বীপহইতে প্রায় ইউরোপের সকল দেশে এবং আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড্ রাজ্যে নীত হয়। গন্ধক পূর্ব্বে বিলাতে কেবল দিয়াশলাই ও বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক হইত, কিন্তু অধুনা রসায়ন-বিদ্যার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে উক্ত আকরীয় পদার্থ বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করণার্থে ব্যবহৃত হইতেছে; এবং তজ্জন্য উহা সিসিলি দ্বীপহইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঙ্গৃহ করা হইতেছে। এতদ্দেশে বহুকালাবধি গন্ধকের ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। উহা বারুদের এক প্রধান অঙ্গ, এবং রসসিন্দূর গন্ধক ব্যতীত প্রস্তুত হয় না। অপর ঔষধার্থেও উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গন্ধকহইতে গন্ধক-দ্রাবকও প্রস্তুত হয়।

মেরিণো মেষের লোম।

মেষের লোম শুনিতে বিশেষ রম্য পদার্থ নহে। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ মনোজ্ঞ প্রস্তাব রচনাও সম্ভাবনীয় হইতে পারে না। বোধ হয় শিরোনামে উল্লেখ দেখিয়া অনেক পাঠক এই পাত ত্বরায় উল্টাইয়া ফেলিবেন; এবং রহস্য-চতুর অনেকে আমাদিগের প্রতি উপহাসও করিতে পারেন। কেহ কেহ কহিবেন রহস্য সন্দর্ভের চরম দশা উপস্থিত, তাহাতে সৎ কথার শেষ হইয়াছে। এবং এই রূপে

মেরিণো মেষ।
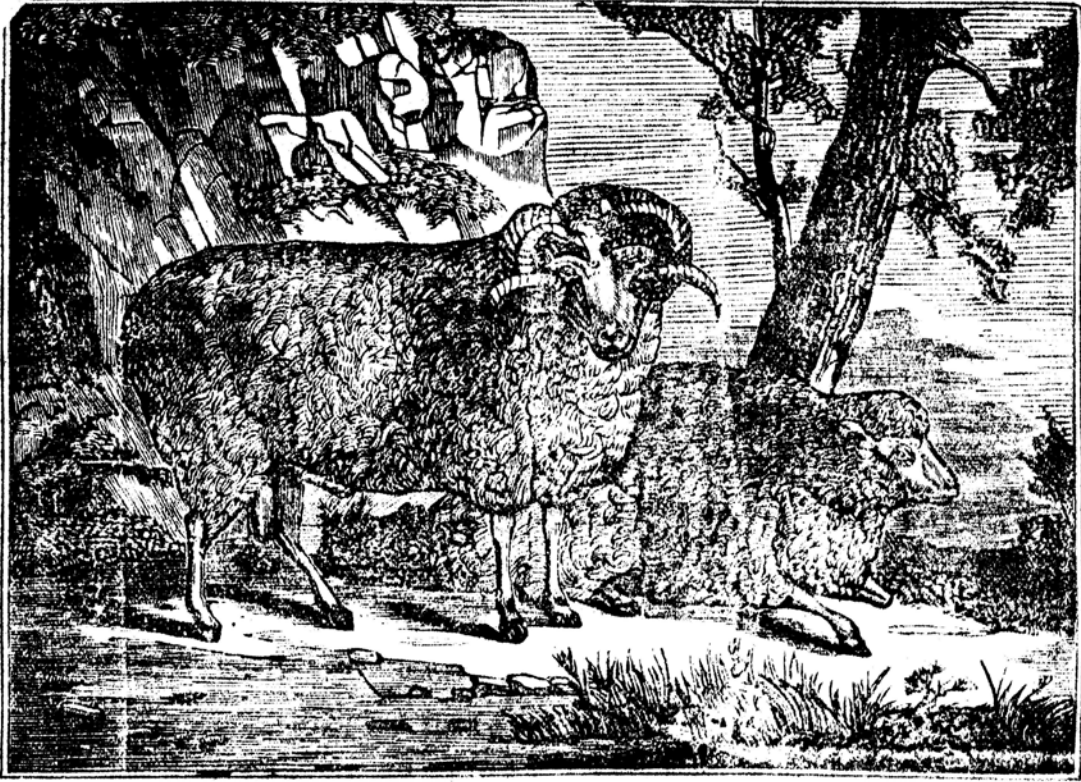
"ভেড়ার লোমে" উহার উপসংহার করিতে হইয়াছে। পরন্তু ঐ অবিতর্কদিগকে নিরস্ত করা কোন মতে দুষ্কর নহে। তাঁহারা সকলেই অর্থের গরিমা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং সেই অর্থের শলাকাদ্বারা তাঁহাদিগের জ্ঞান-চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করা অতি সহজ ব্যাপার। "আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর" লয় না, যেহেতুক আদা অতি সামান্য দ্রব্য, তাহার প্রয়োজন অতি অল্প; সামান্যতঃ লোকে এক পয়সার অধিক মূল্যে আদা ক্রয় করে না; তাহার সহিত বৃহদ্ ব্যাপার জাহাজের কোন সম্পর্ক হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদের ব্যবসায়ীরা পরস্পরের "খবর" লইতে ইচ্ছুক নহে। পরন্তু তণ্ডুল, কি লবণ, কি শোরা, কি চীনী, কি নীল, কি রেশম, আদার ন্যায় সামান্য নহে; তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে; এবং তদ্দ্বারা অনেক জাহাজ সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুল বর্ষে প্রায় দুই কোটি টাকামূল্যের পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয়। বিলাতহইতে আনীত ও এতদ্দেশে প্রস্তুতীকৃত সমস্ত লবণের মূল্য শুল্ক ব্যতীত এক কোটি টাকা হইবে। শোরার ব্যবসায় এই ক্ষণে অতি সামান্য হইয়াছে, বর্ষে ৬০ লক্ষ টাকার অধিক শোরা বিদেশে প্রেরিত করা হয় না। বিদেশে প্রেরণীয় চীনীর বার্ষিক মূল্য ৮০,০০,০০০ টাকামাত্র। নীলের আরম্বড় অধিক, এবং তাহার বার্ষিক মূল্য সার্দ্ধদুইকোটি টাকা, এবং রেশমের মূল্য এক কোটির অধিক নহে। ফলে এতদ্দেশের এই ছয়টী সর্ব্বপ্রধান দ্রব্যের সমষ্টি মূল্য আট কোটি টাকা; আর বিলাতে প্রতিবর্ষে যে মেষ লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ১০,৭৫,০০,০০০ সের, এবং তাহার মূল্যে দশ কোটি টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর বিদেশ-

হইতে বিলাতে প্রতি বর্ষে প্রচুর পরিমাণে লোম আনীত হয়; তদ্বিশেষ—

স্পেন দেশহইতে	৭৬,০০০ সের
জর্মন দেশহইতে	৯০,০০,০০০ সের
উইরোপের অন্যান্য দেশহইতে	১,২৫,০০,০০০ সের
আফরিকাখণ্ডহইতে ..	৭১,০০,০০০ সের
মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের দেশ-হইতে	৭২,০০,০০০ সের
অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপহইতে ..	২,৬৮,০০,০০০ সের
দক্ষিণামেরিকাহইতে ..	৪৮,০০,০০০ সের
অপরাপর দেশহইতে ..	৯,৫০,০০০ সের
সর্ব্বসমেত	৬,৮৪,২৬,০০০ সের

এই প্রায় শাত কোটি সের লোমের মূল্য ৯,৮৩,০০,০০০ নয় কোটি তিরাশী লক্ষ টাকা, ফলে তাহাও আমাদিগের ছয়টী সর্ব্বপ্রধান পণ্য দ্রব্যের অপেক্ষা বহু মূল্য; অতএব মেষের লোম যে হেয় না হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। আমাদিগের চীনী বা রেশমে যে লাভ হয়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে মেষ লোমে প্রায় সেই রূপ লাভ হইয়া থাকে।

ইহা স্বীকর্ত্তব্য যে বঙ্গদেশে মেষ লোমের ব্যবসায় অধিক নাই, এবং তন্নিমিত্তই তাহা জনসমাজে বিশেষ আদরণীয় হয় নাই। পরন্তু সে কারণে তাহার অনাদর না করিয়া বরং বিশেষ আদর করাই উচিত, যেহেতু আদর হইলেই মেষ লোম এতদ্দেশে অধিক উৎপন্ন হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই জনগণের লাভের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে। পঞ্চাশ বৎসর হইল অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে লক্ষ মুদ্রারও লোম উৎপন্ন হইত না, এবং এক শত বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটী মাত্রও মেষ ছিল না। ইংরাজদিগের উৎসাহে অল্প কালমাত্র তথায় মেষ নীত হয়, এবং অধুনা তাহা এত অধিক সঙ্খ্যক হইয়াছে যে প্রতি বর্ষে আড়াই কোটি টাকার লোম বিক্রয় করা সহজ হইয়াছে। উৎসাহ ও ব্যয় করিলে ভারতবর্ষেও মেষ অনায়াসে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং তাহার লোমে আড়াই কোটির পাঁচ গুণ অধিক অর্থ পাওয়া কোন মতে অসম্ভব নহে। এতদ্দেশে স্থানের অভাব নাই, তৃণের অভাব নাই, শস্যের অভাব নাই, মেষপালক মনুষ্যের অভাব নাই, এবং প্রয়োজনীয় অর্থেরও অভাব নাই;—এতৎ সকলই অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কেবল উৎসাহই আমাদিগের এক মাত্র অভাব, এবং তদভাবেই আমরা অনেক বিষয়ে বঞ্চিত রহিয়াছি। উৎসাহ হইলে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় বহুলক্ষ মেষ বিনাব্যয়ে প্রতিপালিত হইতে পারে, এবং তাহাদের মাংস ও লোম ও ত্বক্ বহু মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। বীরভূম, মানভূম, হাজারীবাগ, রাজমহল, ভাগলপুর প্রভৃতি প্রদেশে অনেক পার্ব্বত্য স্থান আছে যথায় শস্যাদি কিছুই হয় না, পরন্তু তথায় তৃণের অভাব নাই, এবং সেই তৃণে বিনা-ব্যয়ে কোটি কোটি মেষ প্রতিপালিত হইতে পারে; এবং সেই মেষে কোটি কোটি টাকাও উৎপন্ন হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? পরন্তু উৎসাহী মনুষ্যাভাবে সেই স্থানসমস্ত ব্যর্থ পড়িয়া রহিয়াছে, অথবা ব্যাঘ্র ভল্লূকের আবাস এবং মারাত্মক ব্যাধির উৎপাদক হইয়া মানবমণ্ডলীর অনিষ্ট করিতেছে। সত্য বটে যে গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশে মেষের যে লোম উৎপন্ন হয় তাহা সমধিক কোমল ও সুচিক্কণ হয় না পরন্তু তাহাতে লাভের ইতর বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার অভাব কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। অপর বিন্ধ্য-গিরির ঊর্দ্ধভাগে অনেক

স্থান আছে যাহা গ্রীষ্মমণ্ডলান্তর্গত হইলেও উচ্চতাপ্রযুক্ত বিশেষ শীতল; তথায় অনেক মেষের প্রতিপালন হইতে পারে; এবং ঐ মেষের লোম শীতপ্রধান দেশের মেষের লোমের প্রায় তুল্য হইবে। তথা, হিমালয়ের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে কাশ্মীরহইতে আসামের উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে কোটি কোটি মেষের প্রতিপালন হইতে পারে; এবং ঐ মেষের লোম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তথাকার এক একটী মেষে ৫-৬ সের লোম উৎপন্ন হয়, ও উত্তম লোমের সের ১০ বা ১৫ টাকায় বিক্রীত হইতে পারে। পরন্তু ইহা স্মর্তব্য যে কেবল শীতের তারতম্যে মেষের লোমের তারতম্য ঘটে না; মেষের জাতিভেদেই ঐ তারতম্য উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের উচ্চশিখরে বঙ্গদেশীয় মেষ লইয়া গেলে তাহা শালের উপযুক্ত লোম উৎপাদন করিবে না; আর শাললোমের ছাগ বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় থাকিলে অশ্বকম্বলোপযোগী লোম ধারণ করে না। উত্তম জাতীয় মেষ উষ্ণদেশেও অপেক্ষাকৃত সুকোমল লোম ধারণ করে। অতএব কেহ মেষ প্রতিপালনের মানস করিলে আদৌ তাঁহাকে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কোন্ জাতীয় মেষ তাঁহার উদ্দেশ্য স্থানে প্রতিপালিত হইতে পারে, এবং সযত্নে সেই মেষ সঙ্গ্রহ করিবেন। মেষ-জাতি-মধ্যে মেরিণো সর্ব্বপ্রধান; তাহার লোম অতি সুকোমল হইয়া থাকে; এবং তাহাতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা "মেরিণো" নামে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ মেষের প্রতিকৃতি ১৩৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

আরাকান।

এই প্রদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে নাফ্‌নাম্নী নদী ও বেলী নামক্ পর্ব্বত ইহাকে চট্টগ্রামহইতে পৃথক করিতেছে। দক্ষিণ দিকে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকৃত পেগুপ্রদেশ, এবং ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই বঙ্গোপসাগর ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তার করিতেছে। এই প্রদেশ দক্ষিণ-উত্তরে ১৪৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ উত্তর দিকেই অপেক্ষাকৃত অধিক। রামুহইতে উমাদং পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রাশস্ত্য ধরিলে ৪৫ ক্রোশের ন্যূন নহে। উহার দক্ষিণ দিক্ ক্রমশঃ এত অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে, যে, সমুদায়ে ইহার প্রশস্ততা পঞ্চদশ ক্রোশ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যাহা হউক সমুদায়ে ইহার পরিমাণফল ৯,৩৪২ বর্গ ক্রোশ।

এই প্রদেশের পশ্চিমবর্ত্তী উপকূলভাগ কতগুলি দ্বীপপুঞ্জে পরিবেষ্টিত। ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে রামরী, চেদুবা ও শাহপুরই সমধিক বিখ্যাত। আরাকান ও নাফ্ নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত উপকূল-ভাগ বালুকাময়। উহার কিয়দ্দূর দক্ষিণে পর্ব্বতময় যেসকল দ্বীপপুঞ্জ আছে, তথায় কৃষিকার্য্যের প্রসঙ্গও নাই। এতদ্ভিন্ন রামরীহইতে কিণ্টালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে উপকূল ভাগ পতিত রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বন্ধুর ও কঙ্করময়। ঐ উপকূলভাগের মধ্যে মধ্যে উপসাগর বহুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কুত্রাপি অর্ণবযানাদি থাকিবার নিরাপদ বন্দর নাই। কুলদায়িনী এবং সাণ্ডওয়ে নাম্নী নদীর মধ্যবর্ত্তী উপকূলভাগ নিরবচ্ছিন্ন বক্রাকৃতি

ক্ষুদ্রনদী ও সাগরশাখাতে-পরিপূর্ণ। সন্নিহিত পর্ব্বত-শ্রেণীহইতে যে সমুদায় নদী নির্গত হইয়াছে তৎসমস্তই ঐ সকল সাগরশাখাকে সংযুক্ত করিতেছে।

এই প্রদেশের প্রাকৃতিক ভাব নানা প্রকার। ইহার কোন স্থান পর্ব্বত ময়, কোনস্থান সমতলক্ষেত্র, এবং কোন স্থান বা উপত্যকায় ব্যাপ্ত। তন্মধ্যে উপত্যকাভাগ সমধিক উর্ব্বর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল ইহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকাতে ঐ উপত্যকা ভূমি কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপযোগী। এতদ্ভিন্ন এখানে জলাকীর্ণ ভূভাগেরও কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। ঐ সকল ভূভাগ নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ; আবার উহার মধ্যে মধ্যে নদী ও পরিখা সকল বক্রাকারে ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌হইতে সমাগত হইয়া পরস্পর মিলিত হওয়াতে অত্রত্য স্থলবর্ত্ম অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি জলযান ভিন্ন স্থানে স্থানে গমনাগমনের কিছুমাত্র উপায় নাই। ফলতঃ স্থলপথ অপেক্ষা এখানকার জলপথই সমধিক প্রবল ও সুবিধাজনক।

এই প্রদেশের পূর্ব্বসীমায় দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। উমাদং তাহারই একটী প্রত্যন্ত পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতদ্বারা আরাকান নগরহইতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত পেগু পর্য্যন্ত ভূভাগসমুদায় সুদৃঢ় দুর্গাকারে পরিণত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর ঊর্দ্ধতন পরিমাণ সকল স্থানে সমান নহে। স্থানভেদে উচ্চতার বিলক্ষণ তারতম্য আছে। সে যাহা হউক ঐ পর্ব্বতবাসী লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এবং উহারা সকলেই স্বস্বপ্রধান। এ কাল পর্য্যন্ত উহারা কখনই কোন গবর্ণমেণ্টের শাসনভার বহন করে নাই। এই জাতীয় মহিলাগণ দেখিতে অতি খর্ব্বাকার; কিন্তু তাহাদিগের শরীর অত্যন্ত সরল ও সুদৃঢ়। কৃষিবিষয়ে ইহাদিগের বিশেষ নৈপুণ্য নাই। ইহারা কেবল নিবিড় অরণ্য ছেদন ও তৃণাদি উত্তোলন করিয়াই বীজ বপন করে। ধান্য ও তুলা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে নদীতটে তামাক ও সুখাদ্য ভোজ্য বস্তুও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বতোপরি চতুর্দ্দিকে বহুতর প্রশস্ত পথ আছে। তন্মধ্যে আয়েঙ্‌নামক পথই অপেক্ষাকৃত সুপ্রসিদ্ধ ও রম্য। পূর্ব্বকালে এই পথে আবা নগরের সহিত আরাকান নগরের বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদিত হইত। এমন কি প্রতিবৎসর চত্বারিংশৎ সহস্র লোক বাণিজ্যের উপলক্ষে এই পথে গমনাগমন করিত। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরহইতে ব্রহ্মদেশের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ হওয়াতে উক্ত বাণিজ্যকার্য্য একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

নদীর মধ্যে মায়ু, কুলদায়িনী, লেমাও, আরাকান, তলাক্ ও আয়েঙ্ নদীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সমুদায় নদী উত্তরহইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৭৫ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে হণ্টর খাড়ীতে নিপতিত হইতেছে। ইহাদিগের পরস্পরের দূরত্ব দশ ক্রোশের অধিক নহে। তলাক নদীর প্রবাহ পর্ব্বতোপরেই অধিক; কেবল শেষ দ্বাদশ ক্রোশ গভীর ও নৌকাসাধ্য। আয়েঙ্ ও তলাক উভয় নদী উমাদং পর্ব্বতহইতে নির্গত হইয়া কম্বর-মিয়র খাড়ীতে নিপতিত হইয়াছে। এখানে হ্রদের প্রসঙ্গও নাই।

এই প্রদেশের জলবায়ু ইউরোপীয়দিগের পক্ষে যেমন অস্বাস্থ্যকর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর পক্ষেও সেই রূপ। ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধের সময় ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অনেক সৈন্য এখানে কালকবলে নিপাতিত হইয়াছিল। ফলতঃ আরাকানের মধ্যভাগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্য-

কর। আকারান সাণ্ডওয়ে ও কায়ুক্‌ফিউ এই কয়েকটী নগর সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। এই প্রযুক্ত ঐ সকল স্থানের জল বায়ু তাদৃশ অস্বাস্থ্যকর নহে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এখানকার প্রধান ঋতু। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই জলদজাল সমুদিত হইয়া ধারা বর্ষণ করিতে থাকে, আশ্বিন মাস গত না হইলে আর নিরস্ত হয় না। কার্ত্তিক মাসের শেষহইতে প্রায় ফাল্‌গুন মাস পর্য্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে; কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে তত্রত্য গ্রীষ্মকাল যেরূপ এখানকার শীতকালও সেই রূপ। এই সময়টী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। ফাল্‌গুন মাসের শেষহইতে এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। পরন্তু সমুদ্রের শীতল বায়ু প্রবাত হওয়াতে সর্ব্বদা কাশী প্রয়াগাদি নগরের ন্যায় এখানে কদাপি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় না, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্নে গ্রীষ্ম অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাপমান-যন্ত্রের ৯০ অংশ পরিমাণ গ্রীষ্ম হইয়া সূর্য্যাস্ত সময়হইতে আবার ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে। কলিকাতায় ঐ সময়ে ৯৫ হইতে ১১০ অংশ পরিমাণ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়া থাকে।

এখানে প্রাকৃত অগ্ন্যুৎপাতের অনেক লক্ষণ লক্ষিত হয়। ১৭৩৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এতৎপ্রদেশে যে দুইটী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শেষোক্তটী অপেক্ষাকৃত ভীষণ। ঐ ভূমিকম্পটীর প্রভাবে ৪টী পর্ব্বত প্রায় ২০ হইতে ৪০ হস্ত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমতলক্ষেত্রের অনেক স্থান বিদীর্ণ হইয়া গন্ধকগন্ধযুক্ত কর্দ্দম ও জল উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং কায়ুক্‌ফিউনগরের নিকটবর্ত্তী নিয়াদং পর্ব্বতহইতে ধূম ও অগ্নিকণা বহুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল।

রামরী ও চেডুবা দ্বীপে লৌহের আকর আছে; কিন্তু, তাহা উৎকৃষ্ট গুণশালী নহে, এবং বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। সাণ্ডওয়ে এবং রামরী দ্বীপে অতি উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গার উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে উৎখাত হয় না। রামরী ও চেডুবা দ্বীপের মৃতৈল অতি সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু অতি অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনবরাহ, বনবিড়াল, বানর ও কএক প্রকার হরিণ এখানকার বন্য, এবং অশ্ব, গো ও মহিষ, গ্রাম্য জন্তু। তন্মধ্যে গো ও মহিষদ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষতঃ ধান্য-মর্দ্দন ও ভারবহনের অনেক সাহায্য হয়। গো ও মহিষের মাংস ভক্ষণ করা এখানকার ধর্ম্মানুগত নহে; কিন্তু অনেকেরই উহাতে আপত্তি নাই। অত্রত্য লোকেরা প্রায়ই আরোহণ ভিন্ন কখন অশ্বকে অন্যবিধ ভারবহনে নিযুক্ত করে না। আবা নগরহইতে এতৎপ্রদেশে টাটু ঘোড়ার আমদানি হইয়া থাকে। যদিও এই অশ্বগুলী দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু তথাপি ইহারা সুদৃঢ়, সবলশরীর, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধঘটনার সময় হস্তী, উষ্ট্র ও গোপ্রভৃতি অন্যান্য সমুদায় জন্তুই ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু অত্রত্য অশ্বগণ উপযুক্ত আহার ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম স্থানের অভাবেও সবল ও সুস্থ শরীর ছিল। গৃহপালিত পক্ষী ও মৎস্য এতৎপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্য ও তণ্ডুল অত্রত্য লোকদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। এখানে শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসা প্রচলিত আছে।

এখানকার পর্ব্বতের উত্তর ও পূর্ব্ববিভাগের সমুদায় অরণ্যই ওক ও সেগুনবৃক্ষে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানহইতে কাষ্ঠ আনয়ন করা বহুব্যয় ও কষ্টসাধ্য বলিয়া পেগুর অন্তর্ব্বর্ত্তী বাসিন্ নগরহইতে উক্ত বাহাদুরকাষ্ঠের আমদানি হয়। এতদ্ভিন্ন জারুল, অশ্বত্থ, তেঁতুল, গর্জ্জন, তুন্দ ও কদলীবৃক্ষ

অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রত্য কদলীবৃক্ষ কেবল ফলের জন্য নয় ক্ষারের নিমিত্তও ব্যবহৃত হয়। গর্জ্জন-বৃক্ষহইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়, উহাকে গর্জ্জন তৈল কহে। এতদ্ভিন্ন তামাক, চিনি, তূলা, নীল, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ কাগচ, তণ্ডুল, গুবাক, লবণ, মহিষের চর্ম্ম ও শৃঙ্গ, হস্তী ও গজদন্ত প্রভৃতি সামগ্রী সমুদায়ও এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। আকিয়াব এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান। ইংলণ্ডহইতে এখানে সূত্র ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্র, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র এবং কাচপাত্র, প্রচুরপরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক এইমাত্র বলিলেই পর্য্যবসিত হইতে পারে যে, আরাকান, আবা, আয়েং, তলাক ও কায়ুক্ফিউ প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই বাণিজ্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রদেশ আরাকান, সাণ্ডওয়ে ও রামরী এই তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে আরাকান বিভাগ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, উপত্যকাময়, নিম্ন ও সমতল। সাণ্ডওয়ে বিভাগ পর্ব্বতময় ও নদীপরীত; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যপ্রদ। আয়েং প্রদেশ এবং রামরী ও চেডুবা এই কয়েকটী দ্বীপকে রামরী-বিভাগ কহে। কায়ুকফিউ চেডুবা দ্বীপের প্রধান নগর।

আরাকানের আদিম নিবাসীদিগকে মগ কহে। যৎকালে এই প্রদেশ ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হয়, তৎকালে এখানকার লোকসঙ্খ্যা এক লক্ষের অধিক ছিল না। কিন্তু ১৮৩৩ হইতে ১৮০৯ অব্দের মধ্যে ২,৪৮,০০০ সহস্র ব্যক্তি তথায় আসিয়া বসতি করে। বাণিজ্য ঐ সঙ্খ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মই এখানকার প্রধান ধর্ম্ম। কেবল এই প্রদেশ কেন, সমুদায় ব্রহ্ম-দেশেই ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত। কিন্তু ইহার উপাসকদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ একেশ্বরবাদী; কেহ কেহ ঈশ্বরের অসাধারণক্ষমতামাত্র স্বীকার করে; এবং কেহ কেহ আবার ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করে না! তাহারা কহিয়া থাকে, যদি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিত, তাহা হইলে কখনই ইহার প্রলয়কাল উপস্থিত হইত না, কারণ তিনি প্রলয়ের পূর্ব্বাহ্ণেই সাবধান হইয়া স্বয়ং সমুদায় রক্ষা করিতেন। সে যাহা হউক জ্ঞান, ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা এই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; অত্রত্য সকল লোকই সদসৎ কার্য্যদ্বারা আত্মার উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনি-পরিভ্রমণ স্বীকার করিয়া থাকে। এখানকার সকল শ্রেণীর লোক পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে দুই বা তিন জন পুরোহিত আছে, তাহাদিগদ্বারা বালকগণের শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হয়। পুরোহিতগণ অনেকেই নির্দ্দোষ, এবং বিশুদ্ধ-স্বভাব, তাহাদের কেহই বিংশতি অপেক্ষা অধিকবর্ষবয়স্ক না হইলে পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। কার্য্যে নিযুক্ত হইলেই পুরোহিতদিগকে অকৃতদার ও মুণ্ডিতমুণ্ড হইতে হয়; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তাহারা ধর্ম্মচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া দারগ্রহণ করিতে পারে; তাহাতে সম্মানের কিছুমাত্র হানি হয় না। পুরোহিতগণ নিরামিষ ভিন্ন ইচ্ছামত অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিতে পারে না, এবং তাহারা নিয়ত মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। প্রত্যেক মন্দিরেই গৌতমের এক এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

অত্রত্য বৈবাহিক নিয়ম প্রায়ই বাঙ্গালীদিগের ন্যায়; কিন্তু ধর্ম্মসাক্ষী-করণ-বিষয়ে কোন আড়ম্বর নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বাগদান মাত্র হয়, পরে বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে বর ও কন্যা একাসনে আসীন হইয়া ভোজন করে, এবং বর কিছু দিন পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে থাকিয়া প্রিয়তমার সহবাস করিয়া পরে তাহাকে গৃহে আনয়ন করে। এই

রূপে সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পর যদি স্ত্রীপুরুষে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইচ্ছামত উভয়েই উভয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে। ঐ ঘটনাটী স্ত্রীর দোষে উৎপন্ন হইলে স্ত্রীকে ২৫ বা ৩০ টাকা দণ্ড দিয়া পতিকে পরিত্যাগ করিতে হয়; আর স্বামীর দোষে ইহা ঘটিলে স্ত্রী স্বীয় সন্তান ও স্বধন লইয়া স্বামীহইতে স্বতন্ত্র হয়; আর যদি উভয়ের দোষ সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে উভয়ে সমুদায় বিষয় সমাংশ করিয়া স্ত্রী স্বীয় কন্যা এবং স্বামী স্বীয় সন্তান লইয়া স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক এখানে বালিকা বিবাহ প্রচলিত নাই, এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

মগদিগকে সচরাচর দীর্ঘজীবী হইতে শুনা যায়। অত্রত্যের ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া গেল যে চেড়ুবা নিবাসী জনৈক মগ ১০৩ বৎসর বয়সে কোন কর্ম্মানুরোধে সাত ক্রোশ দূরে গমন করিয়া সেই দিনই পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। মগেরা বৃদ্ধদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। চরমকাল উপস্থিত হইলে এখানকার ধনী লোকেরা শব দাহ এবং নির্ধন ব্যক্তিরা শব সমাহিত করে। পুরোহিতের মৃতদেহ ঔষধলিপ্ত করিয়া শব-সিন্দুকে সংস্থাপন-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাখিয়া দেয়। অনন্তর প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে যখন সেই দেহ দাহ করিবার নিমিত্ত বাহিরে আনীত করে, তৎকালে পরস্পর দুই দল হইয়া ঘোরতর বিবাদের পর যে পক্ষ জয়ী হয় তাহারাই সেই দেহ দগ্ধ করে। দাহকালে বাজি পোড়ান প্রভৃতি নানাবিধ আনন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

মগদিগের গৃহসমুদয় বংশনির্ম্মিত, এবং দ্বিতল ও উচ্চ। উক্ত গৃহের নিম্নতলে গৃহপালিত পশ্বাদি রাখিবার স্থান থাকে। গৃহগুলি এরূপ প্রণালীতে নির্ম্মাণ করে যে, পবনদেব সহসা তথা প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হন।

আহার-বিষয়ে "ইহাদিগের কিছুই অখাদ্য নাই," এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উহারা মূষিকহইতে গজমাংস পর্য্যন্ত সকল মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

আতিথ্য বিষয়ে ইহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পান্থনিবাস আছে। ইহারা ভূতযোনিকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকে, এমন কি অত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বনিতাদিগের এরূপ সংস্কার আছে যে, তাহারা উন্নত বৃক্ষ ও পর্ব্বত মাত্রই ভূতগণের আবাসস্থান বলিয়া স্বীকার করে। ইহারা অনেকে ভূতযোনির আশঙ্কায় রজনীযোগে একাকী গৃহহইতে বহির্গত হয় না। তথাপি ইহারা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ভীরুস্বভাব নহে, এবং যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আরাকান নিবাসী মগদিগের শিক্ষাকার্য্য পুরোহিতদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; ফলতঃ তাহা অবাস্তবিক নহে। বাল্যাবস্থাহইতে প্রায় সকলেই কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কসিতে শেখে। শিক্ষকেরা শিক্ষাদান-বিষয়ে কি ধনবান কি নির্ধন কাহাকেও ইতর বিশেষ করেন না। তালপত্র ও এক প্রকার বৃক্ষত্বক এখানকার লেখনের প্রধান উপাদান। কিছু কাল হইল ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ হইবার পর আরাকান প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশ ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকার ভুক্ত হইলে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে ৭ সাতটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে তিনটী আকিয়াব নগরে এবং অবশিষ্ট চারিটী রামরা বিভাগে আছে। ঐ বিদ্যালয়স্থ কএকটী ছাত্র তথাহইতে আগমন করিয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নপূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

এই প্রদেশের মধ্যে কায়েঙ নামক এক জাতি

পার্ব্বতীয় মনুষ্য আছে তাহারা অদ্যাপি কি ব্রহ্মদেশবাসী কি ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট, কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই। উহারা নির্দ্দোষী, নির্ব্বিরোধী ও পরিশ্রমী।

আরাকান প্রদেশ সর্ব্বাগ্রে স্বাধীন ছিল। অনন্তর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীদিগের অধীন হয়। পরিশেষে ১৮২৫ অব্দহইতে ব্রিটিষ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজদিগের আধিপত্য হওনাবধি এই দেশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

ফ্লামিঙ্গো বা ব্রহ্মহংস।

এক জাতীয় পক্ষী আছে যাহাদিগকে গ্রন্থকারেরা "জলচারী" নামে এক স্বতন্ত্রগণে নির্ণয় করেন, কারণ তাহারা অগভীর জলে ভ্রমণ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বক, সারস, রামসালিক, লোহাজাং প্রভৃতি পক্ষীসকল তাহার দৃষ্টান্ত। ঐ সকল পক্ষী স্বভাবতঃ অতিদীর্ঘ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে; তৎসাহায্যে উহারা অনায়াসে জলে বিচরণ করিতে পারে, অথচ তাহাতে তাহাদের গাত্র সিক্ত হয় না। অপর জলজ কীট, শম্বূক ও ক্ষুদ্র মৎস্যাদি, ঐ পক্ষীসকলের প্রধান খাদ্য; ঐ আহার আহরণজন্য উহাদিগকে সর্ব্বদা জলে ভ্রমণ করিতে হয়; সুতরাং ঐ দীর্ঘপদ তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। ফলে সকল জীবেরই এই রূপ শরীর ও প্রয়োজনের পরস্পর সাহযোগ্য আছে; দেহযাত্রার নিমিত্ত যাহার যে রূপ প্রয়োজন তাহার দেহও সেই রূপ হইয়া থাকে। আরব দেশের মরুভূমিতে তৃণের অত্যন্তাভাব, ও তথাকার এক মাত্র বৃক্ষ বাবলা; তথায় তৃণাহারী পশু কদাপি স্বভাবতঃ রক্ষা পাইতে পারে না; অতএব জগন্নিয়ন্তা আরবের প্রধান জীব উষ্ট্রকে কণ্টকাহারী করিয়াছেন, এবং উহা বাবলার কণ্টককেই মনোমত খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। কাষ্ঠের অন্তর্নিবিষ্ট কীটই কাটঠোকরা পক্ষীর প্রধান খাদ্য; এবং সেই খাদ্য উদ্ধারার্থে কাষ্ঠভেদী তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োজনীয়; অতএব ভগবান ঐ পক্ষীর চঞ্চুতে সেই অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। শীত-প্রধান-দেশে এতদ্দেশীয় ভল্লুক নীত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতপ্রভাবে মৃত হইত; অতএব এই কৌশল আছে যে তথাকার ভল্লুক দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট হয়, তাহাতে আর তাহাদিগকে শীতের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। অপরাপর অনেক জীবে এই লক্ষণ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রস্তাবিত ফ্লামিঙ্গো পক্ষীর উল্লেখ করা বিধেয়। ঐ পক্ষীর চিত্র দৃষ্টে সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে ঐ পক্ষী ভূমিতে উপবেসনের যোগ্য নহে; তাহার সুদীর্ঘপদ তৎকার্য্যের নিতান্ত প্রতিরোধী; অথচ অণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া তা না দিলে শাবক উৎপন্ন হয় না; এবিধায় প্রস্তাবিত পক্ষীর দেহে এক আশ্চর্য্য কৌশল হইয়াছে। তাহারা বাদা জলার মধ্যে শৈবাল মৃত্তিকাদিদ্বারা এক কোণাকার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে; সেই স্তম্ভ জলহইতে এক হস্ত প্রায় উচ্চ হয়, এবং তাহার সূক্ষ্মাগ্রে এক ছিদ্র থাকে। ফ্লামিঙ্গো পক্ষী ঐ ছিদ্রমধ্যে অণ্ড প্রসব করিয়া স্তম্ভের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিদ্রোপরি পুচ্ছ স্থাপন করত তদ্দ্বারা অণ্ডে তা দিয়া থাকে। এতদর্থে তাহাদের শরীর এরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে যে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকায় কদাপিং ক্লেশ হয় না।

এই পক্ষী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নহে। ইহার আবাস

ফ্লামিঙ্গো বা ব্রহ্মহংস।

স্থান আফ্রিকা খণ্ডের গ্রীষ্ম-মণ্ডল ও দক্ষিণামেরিকার উত্তর ভাগ। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ কোন কোন দ্বীপেও উহার আবাস আছে। পরন্তু এক অত্যন্ত শীতল স্থানেও ইহার আবাস দৃষ্ট হইয়াছে; ঐ স্থান মানস সরোবর। ভ্রমণকারীরা তথায় অনেক ফ্লামিঙ্গো দেখিয়াছেন; তাহারা তত্রত্য হিম ও শীতের প্রাখর্য্যে যে কোন ক্লেশ সহ্য করে এমত বোধ হয় না। ঐ সরোবরের সন্নিকট হিমালয়-বাসী লোকেরা এই পক্ষীকে "হংস" শব্দে বর্ণন করে, এবং কহে যে এই পক্ষীই ব্রহ্মার বাহন হংস। ঐ প্রবাদের পরবশ হইয়া আমরা এই পক্ষীর নাম "ব্রহ্ম-হংস" রাখিয়াছি, বোধ হয় তাহাতে কাহার আপত্তি হইবে না।

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্র দৃষ্টে অনায়াসেই ব্যক্ত হইবে যে ব্রহ্মহংসের অবয়ব সারসের সদৃশ, পরন্তু সারসহইতে উহা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। উহা চঞ্চুহইতে পদশেষ পর্য্যন্ত চারি হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে পদ ও গ্রীবাই অধিকাংশ, মস্তক ও কাণ্ডের আয়তন অল্প মাত্র। পদের পরিমাণ পৌনে দুই হস্ত, এবং গ্রীবা প্রায় দেড় হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার পদদ্বয় সূক্ষ্ম ঈষৎ বক্র ও উজ্জ্বল রক্ত বর্ণ, এবং নখ সকল সামান্য হংসের ন্যায় ত্বচে লিপ্ত।

ব্রহ্মহংসের বর্ণ উজ্জ্বল ঘোর পদ্ম বর্ণ, এবং নিতান্ত রমণীয়। এই পক্ষী পদাতিক সৈন্যের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, এবং স্বদলস্থ একটীকে নায়কের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে রাখে। কোন আপৎ উপস্থিত হইলে ঐ নায়ক দুন্দুভির ধ্বনির ন্যায় অত্যন্ত উচ্চশব্দ করে, তৎ শ্রবণমাত্র সমস্ত পক্ষীদল উড্ডীয়মান হইয়া পলায়ন করে। এই পক্ষীর আলক্ত বর্ণ, দীর্ঘ পদ, এবং ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হয়, এই সকল কারণে এক বার এক কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের পরস্পর যুদ্ধের সময় এই রূপ এক জনতা হয় যে ইংরাজেরা ফরাসীদিগের সেণ্ট ডোমিঙ্গো দ্বীপ আক্রমণ করিবে। এই অবকাশে এক ব্যক্তি কাফরী দূরহইতে সমুদ্রতটে এক দল ব্রহ্মহংস পক্ষী দেখিয়া মনে করিল যে লালকুর্ত্তি-ধারী ইংরাজ সৈন্যই দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। এই বোধে সে নগরে গিয়া ঐ সমাচার প্রচার করাতে তত্রত্য সেনাপতি তৎক্ষণাৎ বহুসঙ্খ্যক অশ্ব পদাতি ও কামান লইয়া আগত শত্রুর প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং দূরহইতে পক্ষীশ্রেণী দৃষ্টে শত্রুবোধে কামানধ্বনি করিলেন। তাহাতে পক্ষীসকল তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল, এবং সেনাপতি সসৈন্যে উপহাসাস্পদ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আরব দেশ।

(এই প্রস্তাবটী "ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল" নামক বিদ্যালয়ের এক ষোড়শী ছাত্রীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তাহার উৎসাহার্থে প্রকাশ করা গেল।)

রব দেশ বালুকাপূর্ণ প্রান্তর। অতি প্রাচীনকালাবধি অনেকে এদেশে পর্য্যটন করিয়াছে। তথাকার লোকেরা তাম্বুতে বাস এবং মেষ ও ছাগাদি লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমাদের তুল্য নগর-বাসিগণও আছে; তাহারা সাতিশয় ভীষণ এবং অসভ্য; এই প্রযুক্ত পর্য্যটকেরা আরব দেশের মধ্যদিয়া যাইতে ভীত হন, পাছে তত্রস্থ দস্যুগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করত প্রাণে নিহত করে। মাৎসর্য্য তাহাদিগের প্রধান দোষ, এজন্য কোন প্রকার অসভ্যতা সহ্য করিতে পারে না। যদি

এক জন অন্যকে কহে "তোমার উষ্ণীষ বিপরীত দিকে বক্র রহিয়াছে," তাহাও সে বিস্মৃত হয় না, সুযোগ পাইবামাত্র তৎপরিশোধার্থে কোন না কোন অনিষ্ট করে। আরব্যেরা এমত হিংস্রক যে এক বৎসরান্তেও শত্রুতাপ্রযুক্ত অমঙ্গল সাধন করে। কোন সময় এক ব্যক্তি এক আরব্যের কটিদেশে খড়্গ ঝুলিছে দেখিয়া তৎকারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল, "আমার বৈরির দেখা পাইলেই তাহাকে বধ করিব এই অভিলাষে ইহা কটিতে রাখিয়াছি।" ঐ দেশবাসিগণ মুহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী। মুহম্মদ নিজে আরবীয় ছিলেন। যে সকল লোকেরা তাঁহার বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা হারিতবর্ণ উষ্ণীষ পরিধান করে; আর সে যদি অতীব দুঃখী হয়, তথাচ তাহার গর্ব্বের ইয়ত্তা থাকে না। আরব্য স্ত্রীলোকেরা সচরাচর অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের তুল্য অন্তঃপুরে থাকে, কিন্তু স্থানান্তরে যাইবার কালে অতি স্থুল পরিচ্ছদ পরিধান ও মুখাচ্ছাদন করে, কেবল দুইটা ছিদ্র রাখে তদ্দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয়। দুঃখী লোকদিগের ভার্য্যাগণ একটি কুর্ত্তি পরে, কিন্তু মধ্যবিত এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের পত্নীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শালদ্বারা অঙ্গাবরণ করে।

অঙ্গ শোভান্বিত করিবার জন্যে তাহারা চক্ষে অঞ্জন, নখাগ্রে মেহদী, এবং নাসিকা ও কর্ণে স্বর্ণালঙ্কার পরে। তাহারা ঘর সাজাইতে বড় ভাল বাসে, আর যে বাটীর প্রাচীর ও ছাদ কাচনির্ম্মিত তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করে; তাহাদিগের পক্ষে তত্তুল্য মনোরম পদার্থ আর কিছুই নাই।

আরব্যদের তাম্বু ছাগের লোমদ্বারা প্রস্তুত হওয়াতে কৃষ্ণবর্ণ হয়। তাহা এতাদৃশ বৃহদাকার' যে তাহাতে তিনটি ভিন্ন২ কুঠরী থাকে। তাহার প্রথমটিতে পুরুষ, দ্বিতীয়টিতে স্ত্রীলোক, এবং তৃতীয়টিতে মেষ প্রভৃতি পশু থাকে।

উক্ত দেশীয়েরা ভূমিতে উপবেশন ও মেজের পরিবর্ত্তে একখানি পাদপীঠ ব্যবহার করে। আহারের সময় একটি পাত্রে মাংস আর অন্ন আনীত হইলে সকলেই ঐ পাত্রহইতে ভোজন করিতে থাকে; পৃথক্ ব্যক্তির নিমিত্ত পৃথক্ পাত্রের ব্যবহার নাই। ঐ এক পাত্রের অন্নে সকলের প্রতুল না হইলে যদবধি আহারকারিগণ পরিতৃপ্ত না হয়, পর পর এক এক পাত্র আনীত হয়। এই প্রকারে কখন কখন তের কিংবা চৌদ্দখান পাত্র আনীত ও শূন্য হয়। আরব্যেরা বড় শীঘ্র আহার করে, এবং এক ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজের ভোজন সাঙ্গ হইলে প্রস্থান করে। তৎপরে বারি দুগ্ধ এবং চীনীহীন কাওয়া পানে তৃষ্ণা দূর করে। তাহাদিগের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত আহার করিবার প্রথা প্রচলিত নাই, কারণ তাহাদের দৃষ্টিতে উদরম্ভরি লোক অতিশয় ঘৃণার্হ।

আরব দেশের অনেক স্থানে কোন নদী বা স্রোত নাই। আর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহা গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, এই নিমিত্ত উক্ত দেশে বড় জলকষ্ট হয়। সময়ে২ ঝাঁকে২ পঙ্গপাল আসিয়া হরিদ্বর্ণ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ সমূহ গ্রাস করে। পথিকগণ কখন২ বালুকাঝড়ে প্রাণে বিনষ্ট হয়, এজন্য যখন ঐ রূপ ঝড় আসিবার চিহ্ন দেখে তখন পাছে তদ্দ্বারা নাসিকা অবরুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের রোধ হয়, এই ভয়ে মুখ আবৃত করিয়া মৃত্তিকার উপর উপুড় হইয়া শয়ন করে। এরূপ ঝড়ের সময়ে অনেকানেক অশ্ব এবং মনুষ্যগণের প্রাণ বিয়োগ হয়। আরোহণার্থ যে সকল পশু ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে আরব দেশের

জন্তুদের তুল্য সুচারুজীব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ইংলণ্ডে অশ্ব এবং গর্দ্দভ পাওয়া যায়. কিন্তু উষ্ট্র তথায় জন্মে না। এই পশু প্রান্তরে আরব্যদিগের পক্ষে বড় উপকারী, একারণ তাহা "মরুভূমির জাহাজ" নামে বিখ্যাত আছে। ইহাদিগের স্থূলাগ্র পদ বালুকার উপর চলিতে বিশেষ উপযুক্ত। ফলতঃ পদচতুষ্টয় মাংসল না হইয়া বরং ইণ্ডীয় রবরের ন্যায় স্থিতিস্থাপক বোধ হয়। উষ্ট্রের ওষ্ঠাধর এমত কঠিন যে তাহারা যখন প্রান্তরান্তঃপাতি স্থানদিয়া গমন করে তখন তাহারা কণ্টকবিশিষ্ট সামগ্রী আহার করিতে বেদনা পায় না। পৃষ্ঠস্থিত উচ্চ অস্থিতে যদি অধিক পরিমাণে মেদ থাকে তবে অল্পাহারে তাহারা অনায়াসে ভারবহন করিয়া দিনপাত করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের উদর অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঠিত হইয়াছে। তদভ্যন্তরে অনেক জল থাকে। তাহাতে তাহারা তিন চারি দিবস তৃষ্ণার্ত্ত হয় না। তত্রত্য অশ্বগণ অতি বলবান ও বেগবান হইলেও সুবোধ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ক্ষুদ্র২ বালকেরা যেরূপ গর্দ্দভারোহণ করে এস্থানে অল্পবয়স্ক বালকেরা তদ্রূপে অশ্বে আরোহণ করে; তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই।

কাওয়া, খর্জ্জুর, এবং গঁদের নিমিত্ত আরবদেশ অতি সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাওয়া এক প্রকার ক্ষুদ্র তরুর ফল। তথাকার ক্ষুদ্র পর্ব্বতসমূহ ঐ তরুদ্বারা আচ্ছাদিত আছে। বৃক্ষসকল শ্বেতবর্ণ পুষ্প এবং লোহিতবর্ণ ফলবিশিষ্ট হইলে সাতিশয় মনোরম বোধ হয়। আরবদেশের প্রধান উপজীবিকা খর্জ্জুর। যে স্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর সে স্থানে উহারা অবস্থান করিতে ভাল বাসে না। আরবের বহুবিধ বৃক্ষহইতে সুগন্ধবিশিষ্ট অনেক নির্য্যাস নির্গত হয়। তন্মধ্যে "আরব্য গঁদ" অতি প্রসিদ্ধ। উক্ত বৃক্ষাদির বর্ণনাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আরবদেশ সম্পূর্ণরূপে মরুময় প্রান্তর নহে। ফলে কেবল তাহার উত্তরসীমা বালুকাদ্বারা পরিপূরিত আছে; তন্নিমিত্ত উক্তাংশ "প্রান্তর আরব" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আরবের মধ্যাংশের নাম "প্রস্তরময় আরব," তথাচ তথায় বহুবিধ উত্তম২ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাংশ "সুখী আরব," নামে বিখ্যাত। ঐ স্থানে নানাবিধ সৌরভান্বিত মসলা এবং উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মক্কা মদিনা এবং মোকা এই তিন নগরের জন্যে আরবদেশ বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মক্কানগর সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ মুসলমানদিগের ধর্ম্মপ্রণেতা মুহম্মদ্ এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত পৃথিবীর সকল অঞ্চলহইতে অসংখ্য লোক মক্কার মন্দিরে সমাগত হইয়া থাকে। কোন কোন সময় তথায় এত অধিক লোক আইসে যে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন মৌচাকহইতে মৌমাছি বাহির হইতেছে। এই যাত্রিকগণ এক খানি কাল পাথর পূজা এবং সাত বার তাহা চুম্বন ও প্রদক্ষিণ করে। কথিত আছে যে স্বর্গহইতে কোন দূত মুহম্মদকে তাঁহার গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনার্থে ঐ প্রস্তর দিয়াছিলেন। অস্মদ্দেশীয় গঙ্গাস্নানের প্রথানুসারে এই যাত্রিকগণ একটী কূপের সলিলে অবগাহন করে। মদিনা নগরে মুহম্মদের কবর আছে। কিন্তু ঐ নগর মক্কাতুল্য সমৃদ্ধিশালী নহে। বোধ হয় মুসলমানেরা স্বীকার করিতে চাহে না, যে মুহম্মদ অপর মনুষ্যের ন্যায় মৃত্যুভোগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্তে মদিনার গৌরব অল্প।

শ্রীমনোমোহিনী রায়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৩ খণ্ড

মার্কুইস্ অফ্ করন্ওয়ালিসের জীবন-চরিত।

চারলস্ করনওয়ালিস ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সসেকস্প্রদেশস্থ এক প্রাচীন প্রসিদ্ধ সদ্বংশ-সম্ভূত। তাঁহার ষষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষ কুলীনপদে অভিষিক্ত হইয়া "বেরন্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহার পিতা বেরন্হইতে এক পদ উচ্চ "আরল" উপাধি প্রাপ্ত হন। চারলস্ ইটন্ নামক বিদ্যালয়ে প্রথমে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং তৎপরে কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত "সেণ্ট জেমস্" নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় অল্পকাল অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করেন। বিদ্যানুশীলনে তিনি সবিশেষ তৎপর ছিলেন না; কিন্তু অতি শীঘ্রই যুদ্ধ-বিষয়ে সাতিশয় আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি সৈনিক-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দুই বৎসর মধ্যে কাপ্তেন পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেজর পদে অভিষিক্ত হইয়া মার্কুইস অব্-গ্রান্বির সমভিব্যাহারে ইউরোপ পরিভ্রমণে যাত্রা করেন, এবং তথাহইতে প্রত্যাগত হইলে লেফটেনেণ্ট করণেল পদ উপার্জ্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি হাউস্ অফ্ কমন্স্ সভার সভ্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তিনি পৈত্রিক ধন সম্পত্তি এবং আরল্ উপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ তৃতীয় জর্জ্জের পারিষদ-পদে মনোনীত হইয়া অনতিবিলম্বে করনেল-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৩৩ পদাতিক-সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই রূপে লর্ড করন্ওয়ালিস্ রাজ-প্রসাদে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট পদে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন; ও তদীয় সৌভাগ্যসূর্য্য পূর্ব্বা-

হ্নের তপনের ন্যায় ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। এতাদৃশ অপরিচ্ছন্ন সম্পদভোগে করন্‌ওয়ালিসের চরিত্র কোনরূপে দূষিত হয় নাই। তিনি স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণের মঙ্গলসাধনে সতত তৎপর থাকিতেন, এবং নিঃশঙ্কচিত্তে রাজমন্ত্রিদিগেরও দোষ পার্লিয়মেণ্ট-মহাসভার সভ্যদের নিকটে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজপারিষদ হইবার দুই বৎসর পরে তিনি জেমস্ জোন্স্ নামা এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা জেমিমার সহিত পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তদীয় সহবাসসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আমেরিকা-খণ্ডে এক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। তত্রত্য অনেকানেক প্রদেশে ইংরাজেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহুসংখ্যক উপনিবাস সংস্থাপন করে। উপনিবাসিরা অল্পকাল-মধ্যে পরিশ্রম-সহকারে প্রভূত-ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জন করণপূর্ব্বক সম্যগ্ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ইংলণ্ডদেশীয় মন্ত্রিদিগের বিবিধ ন্যায়বিরুদ্ধ-নিয়মে তাহারা সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, স্বাধীনতালাভ মানসে আদিম মাতৃভূমির অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদন করিতে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। ঐ বিদ্রোহিদিগকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিতে করন্‌ওয়ালিস্ প্রথমাবধি পার্লিয়মেণ্ট সভায় অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু যখন উপনিবাসিদিগের সহিত সমরানল কোনরূপে নির্ব্বাপিত হইল না তখন তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে অস্বীকার করেন নাই।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ আমেরিকায় উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজসৈন্যাধ্যক্ষ সর্ উইলিয়ম হাউর্ অধীনে মেজর্ জেনরেল্ পদে নিউ-জেরসী-নামক প্রদেশে যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইলে বিপক্ষ-সৈন্য উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিল, এবং করন্‌ওয়ালিস্ সহজে ঐ প্রদেশ আপনার অধীনে আনিয়াছিলেন। করন্‌ওয়ালিস্ উক্ত বৎসরের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার মানসে ইঅর্ক টাউন্-নামক নগরে প্রস্থান করেন, কিন্তু রাজসৈন্যদের দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউজেরসীহইতে চিসাপিক-প্রদেশে যাত্রা করেন, এবং ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহা হস্তগত করেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি সর হেনরি ক্লিণ্টনের সমভিব্যাহারে কারোলিনা প্রদেশে গমন করিয়া চার্ল্‌স্টন্-নামক নগর আক্রমণ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গেটস্-নামা সুবিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষকে ঘোরতর সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছিলেন। পরন্তু যদিও তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি আমেরিক বিদ্রোহিদিগকে সম্যগ্‌রূপে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। বৎসরেক পরে জগদ্বিখ্যাত অসামান্যধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী আমেরিক-সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াসিঙ্‌টন্, তাঁহাকে ইঅর্ক-টৌন্-নগরে অবরুদ্ধ করেন। এই অবস্থায় করন্‌ওয়ালিস্ নানা-যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিলেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না, অগত্যা বিপক্ষদিগের নিকটে বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পরে অপদস্থ ও হতমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদীয় পরাজয় অবধি আমেরিকার বিগ্রহ একপ্রকার শেষ হইয়াছিল। কারণ ইংরাজেরা আর তথায় কিছুই করিতে পারেন নাই।

আমেরিকাহইতে প্রত্যাগত হইয়া করন্‌ওয়ালিস্ বৎসরদ্বয় প্রায় অপ্রকাশিত ছিলেন; কিন্তু যখন দুর্বিখ্যাত হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, আর যখন তদীয় ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যসকল পার্লিয়মেণ্ট-সভার সভ্যদের নিকটে স্পষ্ট বিদিত

হইল, তখন সর্ব্বসাধারণে করন্ওয়ালিস্‌কে ভারতবর্ষের শাসন-পতি-পদে নিযোজিত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে করন্ওয়ালিস্ ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের অবিবেকতা, কার্য্যাক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার সন্দর্শনে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত করিতে প্রথমাবধি সমধিক যত্ন ও আয়াস পাইয়াছিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্যাংশে যে সমস্ত অনিয়ম ও মন্দ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তিনি তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং রাজকর্ম্মচারিদিগের দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বিবিধ বিগর্হিত অনিষ্টোৎপাদক ব্যাপারসকল নিবারিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি নিষ্কর্ম্মা বৃত্তিভোগিদিগকে রাজ্যের ভারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদের বৃত্তিসকল লোপ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং অর্থলোলুপ স্বার্থ-পর রাজপুরুষগণকে প্রজাপীড়নহইতে নিবারণ করিলেন। এই রূপে রাজকার্য্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

অতঃপর লর্ড করন্ওয়ালিস্ এক তুমুল সংগ্রামে জড়ীভূত হইয়াছিলেন। মহীসূরাধিপতি সুবিখ্যাত সম্রাট্ টীপু ইংরাজদিগের পরাক্রমের সর্ব্বদা ঈর্ষ্যা করিতেন, ও পরস্পর অসদ্ভাব থাকায় সর্ব্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত। মলবার তীরে ত্রিবঙ্কুরনামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। টীপু উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অশেষবিধ উদ্যোগ করিতেছিলেন। ত্রিবঙ্কুরের অধীশ্বর টীপুর অভিসন্ধি বুঝিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, এবং স্বীয় রাজ্যের রক্ষাহেতু এক সুদীর্ঘ প্রাচীর ও নানা দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সংগ্রামার্থে প্রস্তুত হন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীসূরেশ্বর বহুসৈন্য-সমভিব্যাহারে ত্রিবঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং তদবধি ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। লর্ড করন্ওয়ালিস্ টীপুর সহিত সমর অপরিহার্য্য দেখিয়া দক্ষিণ দেশের ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় মহামন্ত্রী নানা ফরনবীস্ * ও হাইদ্রাবাদের অধীশ্বর নিজামের সহিত সন্ধি স্থির করিয়া, মান্দ্রাজের গবর্ণর মিডোস্ সাহেবকে সেনাপতিপদে নিযোজিত করেন, এবং কলিকাতাহইতে এক দল সৈন্য করনেল্ ম্যাক্সোয়েল্ সাহেবের অধীনে প্রেরণ করেন। টীপু নানা-বুদ্ধি-কৌশলে ও অসীম-পরাক্রম-সহকারে উভয় সৈন্যাধ্যক্ষের উদ্যম নিষ্ফল করিয়াছিলেন। করন্ওয়ালিস্ সেনাপতিদ্বয়ের পরাজয় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে টীপু ফরাসীদিগের সহিত মৈত্রতালাভাশয়ে ত্রিচিনপল্লীনগরের সমীপে কালব্যয় করিতেছিলেন। করন্ওয়ালিস্ শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিবার মানসে বেলোর নগর অতিক্রমণপূর্ব্বক আম্বুর উপত্যকা দিয়া গমন করিলেন, এবং পথিমধ্যে বাঙ্গালোর দুর্গ অবরোধ করিয়া অল্প কাল মধ্যে তাহা হস্তগত করিলেন। টীপু এই সকল সমাচার অবগত হইয়া তদীয় রাজধানীর অনতিদূরে কাবেরী নদীর তীরস্থ এরিকারা-নামক স্থানে ইংরাজ-সৈন্যের আগমন-প্রত্যাশায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। করন্ওয়ালিস্ তথায় উপস্থিত হইলে এক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়। টীপু অসামান্যসাহস ও যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিলেও অবশেষে

* ইহার জীবন-বৃত্তান্ত রহস্যের এই পর্ব্বের ৪১ পৃষ্ঠায় আছে।

পরাস্ত হইয়াছিলেন। করন্‌ওয়ালিস তদনন্তর শ্রীরঙ্গ-পট্টনাভিমুখে গমন করেন, কিন্তু আহারোপযোগী দ্রব্যসকলের অত্যন্ত অভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে পথহইতেই প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ও নিজামের সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যের সহিত মিলিত হইল, এবং করন্‌ওয়ালিস্ তাহাদের সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গ-পট্টন আক্রমণ করিতে পুনঃ যাত্রা করিলেন। পরে কএকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীর অনতিদূরে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকৃত করেন। মহীসূরেশ্বর ভয়াকুল হইয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। রাজধানী-রক্ষণে অশক্ত হইলে একেবারে রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন ইহা তিনি বিলক্ষণ দেখিতে পাইলেন, অথচ বীর্য্যবান্ ইংরাজদিগের হস্তহইতে নগর রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুঃসাধ্য ছিল। তিনি এই সমস্ত বিবেচনাপূর্ব্বক করন্‌ওয়ালিসের সমীপে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, এবং যদিও উহা তাঁহার পক্ষে বিষম লজ্জাকর বোধ হইল, তথাপি তিনি অগত্যা অর্দ্ধেক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিসমাধা করিলেন।

লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ এই রূপে মহীসূরের বিগ্রহ সমাধান করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতি-সাধনে ও প্রজাবর্গের সুখ-সম্বর্দ্ধনে সাতিশয় যত্নবান্ হইলেন। বিশেষতঃ রাজকর আদায়ের কোন সুপ্রণালী না থাকাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হওনাবধি রাজকর আদায়ের বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত প্রজাবর্গের ক্লেশের একশেষ হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা রাজকর আদায়ের জন্য প্রায় প্রতিবৎসর নূতন নিয়ম করিতেন, তাহাতে অনেকে ক্লেশ পাইত, কেহ২ বা অত্যল্প কর দিয়া অনেক ভূমি ভোগ করিত। প্রায় দ্বিশত বৎসর-পূর্ব্বে মোগল বংশোদ্ভব জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপরাক্রমশালী সম্রাট্ অকবরের মন্ত্রী টোডরমল্ল বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে করাদান-বিষয়ে একপ্রকার নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন। ইংরাজীকর্ম্মচারিগণ সেই নিয়ম অন্যথা করিয়া প্রজাবর্গের বিষম দুর্গতি ও দুরবস্থার কারণ হইয়াছিলেন। লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ তৎসমুদায়ের প্রতীকার করিবার মানসে ইংলণ্ডীয় কার্য্যাধ্যক্ষদিগের মতানুসারে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভূম্যধিকারিদিগকে ভূমির স্বত্ব ও অধিকার এককালে প্রদানপূর্ব্বক দশ বৎসরের নিমিত্ত এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। পরে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া ঐ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দেন। এই প্রযুক্ত এই-ক্ষণকার বঙ্গদেশের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "দশ শালা বন্দোবস্ত" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্দ্বারা জমীদারগণের অধিকার ও স্বত্ব দৃঢ়ীকৃত হয়, কারণ তৎসময়ে যে কর নির্দ্ধারিত হইল তাহাহইতে কদাপি অধিক চাহিবেন না, রাজপুরুষেরা এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন; অথচ প্রাচীন গৃহস্থ প্রজার কর বৃদ্ধি না করিতে ভূম্যধিকারীরা স্বীকৃত হওয়াতে প্রজাবর্গের যে অশেষ উপকার হয় ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। জমীদারগণ এই বন্দোবস্তে যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; পরন্তু করন্‌ওয়ালিস্ সাহেব কেবল রাজস্বের সুপ্রথার জন্য এই বন্দোবস্তে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কি এতদ্দেশীয় জমীদারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্ট হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয় বলা কঠিন; কারণ যদিও তাঁহার আইনের ভূমিকাতে জমীদারের মঙ্গল-বিষয়ক কথার উল্লেখ আছে, তথাপি ইহা মন্তব্য যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা রাজকীয় নানা উচ্চপদের কর্ম্ম ও গুরুবেতন প্রাপ্ত হইত, তিনি আসিয়া একেবারে তাহা রহিত করিয়া কোন বাঙ্গালীকে ২৫ টাকা বেতনের অধিক

দেন নাই। তাঁহার আধিপত্যের শেষ বৎসরে আইন হইবার প্রথা হয় এবং তিনি যে সকল আইন করিয়া যান তাহা অত্যুত্তম হইয়াছিল, এবং তাহাতে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। ঐ সকল আইনের কএকটী গ্রন্থ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ ভারতবর্ষ-পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উপনীত হন। রাজা তাঁহার সম্মানার্থে তাঁহাকে মার্কুয়িস্‌পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ড-দেশে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, করন্‌ওয়ালিস্‌কে তত্রত্য রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি তথায় বুদ্ধিকৌশল-সহকারে নানাবিধ অনিষ্টোৎপাদক উপদ্রবসকল নিবারণ করেন। একোনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি-সংস্থাপনার্থে তিনি ফ্রান্স-দেশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হন, এবং তথায় আমিয়েঁ-নগরে এক পরিপাটী সন্ধি-সমাধাদ্বারা প্রভূত যশঃ লাভ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

এইরূপে করন্‌ওয়ালিস্ রাজকার্য্যে ও স্বদেশের হিতার্থে প্রায়ঃ জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত করেন। পরে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি পরিজন-বেষ্টিত হইয়া আত্মীয়গণের সহবাস-সুখে কালাতিপাত করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সে আশায় বঞ্চিত হন। তদীয় প্রস্থান-সময়াবধি ভারতবর্ষীয় মহাকার্য্যক্ষেত্রে নানা অশুভ ও অনিষ্টোৎপাদক ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎসমুদায় নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহাকে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গবর্ণর-জেনরেলপদে নিযুক্ত করা হয়। করন্‌ওয়ালিস্ যখন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার উপনীত হন, তখন রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, এবং এতদ্দেশীয় রাজন্যবর্গেরা অনেকে ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ঐ সকল উপদ্রবের নিবারণার্থ তাঁহাকে বিশেষ প্রযত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সময়ে তদ্রূপ শ্রমের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম তৎকালে ৬৫ বৎসর হইয়াছিল; তথা শারীরিক ক্লেশ মানসিক পরিশ্রম, এবং দীর্ঘ প্রবাসে, তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি গুরুতর রাজ্যভার বহন করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থায় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ১৮০৫ অব্দে ৫ ই অক্‌টোবর গাজীপুর-নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতিসমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা বর্ত্তমান ছিল।

ত্রিপুরা।

পূর্ব্বে এই ত্রিপুরা-রাজ্য "কিরাত" নামে বিখ্যাত ছিল। পরে চন্দ্রবংশীয় জনৈক ত্রিপুর-নামক রাজার রাজত্ব-সময়ে এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়। ত্রিপুর সুপ্রসিদ্ধ রাজা যযাতির পুত্র। যযাতির সময়ে শৈবমতের বহুলপ্রচার ছিল; কিন্তু ত্রিপুর স্বীয়-শাসনসময়ে ঘোরতর ধর্ম্মদ্বেষী হইয়া শৈবমত বিলুপ্ত করিবার জন্য, এমন কি প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, সুতরাং প্রজাগণ একান্ত ভীত হইয়া স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাছাড়ে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। তথায় তত্রত্য নরপতির কোন সাহায্য না পাওয়াতে পাঁচ বৎসর পরে প্রজাগণকে অগত্যা পুনর্ব্বার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইল। গল্প আছে যে ঐ প্রজা দৃঢ়তর-ভক্তিসহকারে শিবের উপাসনা আরম্ভ করিলে মহাদেব সদয় হইয়া

আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, অচিরাৎ ত্রিপুরের নাশ, এবং উহার পত্নীর গর্ব্ভে ত্রিলোচননামে এক কুমার উৎপন্ন হইবে। তখন উপাসকগণ শিব-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। কিছু-কাল-পরে শিববাক্যের ফলোদয় হইলে প্রজাগণ পরমাহ্লাদিত হইয়া ত্রিলোচনকে সিংহাসনে আরোহিত করিল। অনন্তর মহাসমারোহে কাছাড়ের রাজতনয়ার সহিত ত্রিলোচনের বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। রাজতনয়ার গর্ব্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্র জন্মে। পরে কাছাড়ের নরপতি মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার দ্বাদশ দৌহিত্রের অন্যতম এক জন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। এদিকে ত্রিপুরার রাজা ত্রিলোচনও কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র দক্ষিণ, পিতার আদেশ ও প্রজাবর্গের মতানুসারে সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাছাড়হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই ব্যাপার-দর্শন ও শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভ্রাতা দক্ষিণের প্রতিকূলে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিলেন। সপ্তাহ-যুদ্ধের পর তিনি জয়পতাকা উড্ডীন করত স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক খালান্‌সা নদীর উপকূলে গিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিল। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিরুপদ্রবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কালসহকারে তিনি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলে বিদ্রোহ-ঘটনার সূচনা হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে যেমন তিনি সিংহাসন-পরিত্যাগের বাসনা করিতেছিলেন অমনি মৃত্যুই তাঁহার আনুকূল্য সাধন করিল।

অনন্তর এই ত্রিপুরা-রাজ্যের সিংহাসনে ক্রমে ক্রমে ত্রিসপ্ততিতম রাজা অতীত হইলে চতুঃসপ্ততিতম রাজা জেরাফা রাজপদে আসীন হইয়া উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। উদয়পুরের রাজা নিকা সহস্রসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য এবং কুকি-সৈন্যের সহায়তায় প্রাণপণে স্বীয় নগর রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে ত্রিপুরারাজ জয় লাভ করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। এই জয়লাভে তাঁহার উৎসাহ এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে, তিনি সমস্ত বঙ্গদেশ পরাজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই।

সে যাহা হউক, অনন্তর ষণ্ণবতিতম রাজা সন্তফারের শাসনসময়ে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি গৌড়-দেশের নরপতিকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত কতগুলি মুদ্রা ও মহামূল্য হীরকাদি লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে ত্রিপুরা-রাজের আদেশানুসারে তৎসমুদায় বিলুণ্ঠিত হইলে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত গৌড়-রাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সমরানল সন্দীপিত করিবার জন্য কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ত্রিপুর-রাজ একান্ত ভীত হইয়া সন্ধিসংস্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলে তাঁহার প্রধানা মহিষী কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া তাঁহার ভীরুতার যথোচিত তিরস্কার করত সৈন্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন; "তোমাদিগের রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় আছেন বটে, কিন্তু শৃগালের ন্যায় কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন; অতএব যদি তোমাদিগের বাসনা থাকে, আমি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে সমবতীর্ণ হইতেছি, তোমরাও আমার অনুবর্ত্তী হও।" সৈন্যগণ রাণীর এই বীর্য্যপ্রোৎসাহকবাক্যে সমধিক-উৎসাহিত হইয়া সকলেই সম্মত হইল। অনন্তর রাজমহিষী সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ

হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর গৌড়াধিপতির সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিলেন। সাহস অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ।

অষ্টনবতিতম রাজা খিসঙ্গফার শাসন-সময়ে রাজমহিষী সূচি-কার্য্যে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যমধ্যেও সূচিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হয়। উক্ত রাজার অষ্টাদশ পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণ থাকাতে, রাজা তাঁহাকে সিংহাসনভাগী করিবেন বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু নরপতির মৃত্যুর পর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে দেশভ্রমণার্থে প্রেরণ করিলে তিনি বহুকাল গৌড়ের রাজধানীতে অবস্থান করেন। অনন্তর প্রত্যাগমনকালে কতগুলি মুসলমান-সৈন্য-সমভিব্যাহারে স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক সহোদরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি অপহৃত স্থান-সমুদয় হস্তগত করিবার জন্য গৌড়ের রাজার নিকট ৪,০০০ সৈন্য এবং "মাণিক" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ত্রিপুরার রাজবংশধরেরা "মাণিক" এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

গল্প আছে যে ধর্ম্মমাণিক প্রথমতঃ সন্ন্যাসি-বেশে নানা-দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে যখন বারাণসী-তীর্থে সমুপস্থিত হন, সেই সময় একটী সর্প তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া মস্তকোপরি ফণা ধারণ করে। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকলেই বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অচিরাৎ রাজপদে অভিষিক্ত হইবে। ফলতঃ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরাহইতে এক রাজদূত আসিয়া কহিল, "মহারাজ। নরপতি বসন্তরোগে স্বর্গলাভ করিয়াছেন; অতএব জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠকে রাজপদে বরণ করা প্রজা ও সৈন্যগণের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে আপনি স্বীয় রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করুন।" ধর্ম্মমাণিক তদনুসারে ত্রিপুরা-গমনপূর্ব্বক ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তিনি চতুরধিকশততম রাজা, তাঁহার রাজত্ব-সময়ে ৩২ বৎসর কাল রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রব ছিল না। অনন্তর তিনি মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিলে ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে অধিরোহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অচিরাৎ তিনি নিহত হইলে ধর্ম্মমাণিকের ভ্রাতা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৎকালে রাজ-মনোনীতকরণবিষয়ে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্মমাণিকের ভ্রাতা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি সেনাপতিদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ থাকাতে, তাহারা তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে; কিন্তু ধর্ম্মের এমনি কর্ম্ম, তিনি বিনষ্ট না হইয়া সেনাপতিগণই নিহত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার কিছু কাল পরে তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, গৌড়াধিপতি কতগুলি সৈন্যকে বন্দীকৃত করিয়া হস্তি-পদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। এদিকে ত্রিপুরাধিপতি গৌড়ের অধিকৃত থান্দেল প্রদেশ-গ্রহণপূর্ব্বক এরূপ নিষ্ঠুররূপে বিলুণ্ঠন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তত্রত্য লোকদিগকে বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিতে হইয়াছিল। অনন্তর তিনি কমিল্লার মধ্যে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। ঐ দীর্ঘিকা ধর্ম্মসাগরনামে প্রসিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বে থানাসিনামে একটী নগর ত্রিপুরার অধিকারস্থ ছিল, কিন্তু কুকিদিগের একান্ত উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে ঐ নগর তাহাদিগের অধিকৃত হয়। থানাসিমধ্যে ত্রিপুরাধিপতির এক শ্বেত হস্তী ছিল। কুকিদিগের নিকট ঐ হস্তী প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিলে তাহারা অস্বীকৃত হওয়াতে ত্রিপুরা-পতি থানাসি অবরোধ করিতে অনুমতি করেন।

তদনুসারে সেনাপতি রায়চাচগ সৈন্যসমভিব্যাহারে থানাসির দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু ক্রমাগত ছয় মাস অবরোধের পর রায়চাচগ বিরক্ত হইয়া কি উপায়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাহারই অনুসন্ধান এবং নানা প্রকারে স্বীয় সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দিন গায়েনা-নামক একটী ক্ষুদ্র গৌ দুর্গহইতে নির্গত হইয়া বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতেছিল। সৈন্যগণ তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার গল-দেশে রজ্জুবন্ধনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিল। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত গৌ যে পথে দুর্গে প্রবেশ করিবে সৈন্যগণও অনায়াসে সেই পথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। ভাগ্যক্রমে ঐ কৌশল ফলবৎ হওয়াতে সকলেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎকালে দুর্গের দ্বাররক্ষকগণ সুরাপানে একান্ত উন্মত্ত হওয়াতে সুবিধার পরিসীমা ছিল না। রায়চাচগ প্রবেশ করিবামাত্র দুর্গস্থিত পুরুষদিগকে বিনষ্ট এবং অবলাগণকে বন্দীকৃত করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবার পর অন্যান্য প্রদেশ সমুদায় অধিকৃত হইয়া উঠিল। ত্রিপুরাধিপতি ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়াধিপতির সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে বঙ্গদেশের অধিপতি হোসেন শাহ সৈন্যসঙ্ঘট্ট করণ পূর্ব্বক গৌর মাণিককে সেনানায়ক করিয়া ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। উক্ত সেনাপতি প্রথম যুদ্ধে মেহরকুল দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়-দুর্গাধিকারের সময়ে পরাভূত হন। হোসেন শাহ পুনরায় হিতেন খাঁকে সেনাপতি করিয়া রাঙ্গামাটী আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরা-রাজ শ্রীধর্ম্মের সৈন্যগণ পলায়ন করে। পরে নরপতি কৌশলক্রমে নদীস্রোত রুদ্ধ করিয়া মুক্ত করিয়া দিলে শত্রুসৈন্য একেবারে জলস্রোতে ভাসিয়া যায়, সুতরাং হিতেন খাঁকে শিরে করাঘাত করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে হইল। প্রত্যাগমন করিয়াও তাঁহার শিরে করাঘাতের নিবৃত্তি হয় নাই। আসিবামাত্র গৌড়-নরপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। এ দিকে ত্রিপুরাধিপতি শ্রীধর্ম্ম রাজধানী-আগমনপূর্ব্বক মহাসমারোহে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতিবৎসর সহস্র নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই সময়-অবধি তিন বৎসরের অন্তর এক একটী নরবলির নিয়ম নিরূপিত হইল। শ্রীধর্ম্মের সময়ে সঙ্গীত শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। তিনি এক মণ পরিমিত স্বর্ণে ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎকালে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ-বয়সে বসন্ত রোগ, তাঁহাকে হস্তাবলম্ব-প্রদান করিলে, তৎকালের সতীধর্ম্মানুসারে তাঁহার পত্নীও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহার পুত্র দেবমাণিক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। অনতিকালবিলম্বে তাঁহাকে যুদ্ধার্থে চট্টগ্রামে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ করিলে এক জন ব্রাহ্মণ কৌশলক্রমে তাঁহার চৌদ্দ জন সেনাপতিকে পূজিত দেবদেবীর নিকট বলিপ্রদান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে তাহাই অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু পরক্ষণেই ব্রাহ্মণের দুরভিসন্ধিক্রমে এই বলিদান-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজা দেবমাণিক সেই রূপে ঐ ব্রাহ্মণকে বলিদান করিতে উদ্যত হইলেন। পরে রাজা দেবমাণিক ঐ ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে

না পারিয়া তাহার কূটবুদ্ধিজালে জড়িত হইয়া স্বয়ং কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ এই প্রচার করিয়া দিল যে, পূজাঙ্গের ব্যতিক্রম ঘটাতে দেবতারা কুপিত হইয়া নরপতিকে বিনাশ করিয়াছেন। ঐ সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণ মৃত রাজার কনিষ্ঠা পত্নীর সহযোগে রাজ্যভার স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা সহ্য হইবে কেন? অনতিবিলম্বেই প্রজাগণ মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই বিনষ্ট এবং একত্র প্রোথিত করিল। অনন্তর দেবমাণিকের পুত্র ব্রজমাণিক নব নরপতি হইলে, অমাত্যদ্বারা সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল: তিনি কেবল পুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে আসীন থাকিতেন। ক্রমে নৃপতি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কৌশলক্রমে অমাত্যের বধ সাধন করিলেন। পরিশেষে তিনি সমরবেশে যাত্রা করিলে অনেক স্থলে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ঐ সময়ে কসাই এবং শ্রীহট্টের নরপতি তাঁহাকে উপহার প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের নরপতির প্রদত্ত উপহার নিতান্ত সামান্য দেখিয়া মনোমধ্যে অপমানবুদ্ধির উদয় হওয়াতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোদালী অস্ত্রধারী ১,২০০ মেহতর সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহাতে শ্রীহট্টরাজের অপমানের অবধি রহিল না। অনন্তর তিনি কাছাড়ের ভূপালদ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করাইলে ব্রজমাণিকের রোষানল উপশামিত হইল। তখন মেহতর সৈন্য-সকল প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জয়ন্তী-নগরে প্রস্থান করিল।

ঐ সময়ে সহস্র-সঙ্খ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বেতন না পাওয়াতে ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করা তাহাদিগের একান্ত অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু তাহা না ঘটিয়া তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট হয়। এদিকে গৌড়াধিপতি ত্রিপুরা-আক্রমণ-জন্য ৩,০০০ অশ্বারোহী এবং ১০,০০০ হাজার পদাতি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে গৌড়ের সেনাপতি ধৃত ও বন্দীকৃত হওয়াতে সমরানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তৎপরে যখন বিজয়মাণিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন তিনি ২৬,০০০ পদাতি ৫,০০০ অশ্বারোহী এবং কতকগুলি গোলন্দাজ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং লক্ষ্মী ও পদ্মানদী উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিলেন। অনন্তর সমরবিজয়ী হইয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দানপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানী রাঙামাটিতে প্রত্যাগত হন। ঐ সময়ে এক জন গণক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তমাণিক রাজ্যাধিকারী হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তীর্থযাত্রাচ্ছলে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন। এ দিকে অনন্তমাণিক যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। কিয়দ্দিন-পরে বৃদ্ধ রাজা বসন্তরোগে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। এ দিকে গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় জামাতা অনন্তমাণিকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ, এবং উদয়মাণিক এই নামধারণ করিলেন। তৎকালে রাঙামাটী রাজধানী উদয়পুর-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিছু কাল রাজ্য-শাসন করিবার পর এক স্ত্রীজনপ্রদত্ত বিষবটিকা ভক্ষণ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পুত্র জয়মাণিক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা না থাকাতে তাঁহার পিতৃব্য রুনাগনারায়ণদ্বারাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূতপূর্ব্ব রাজা বিজয়মাণিকের উপপত্নীগর্ভজাত পুত্র

অমরমাণিক সাতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি জয়মাণিক ও রুনাগনারায়ণের বধসাধনপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এ দিকে শ্রীহট্টের জমীদারদিগের মধ্যে অনেকেই, তিনি প্রকৃত রাজপুত্র নহেন, বলিয়া তাঁহার নিদেশ-প্রতিপালনে এবং কর-প্রদানে অসম্মত হইলেন; কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই বৈতসীবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত প্রদেশস্থ সকলেই কর-প্রদ হইল। অনন্তর তিনি আরাকান্ প্রদেশ আক্রমণ করিলে মগ-সৈন্যগণ পোর্তুগীজদিগের সহায়তায় প্রথমে তাঁহাকে পরাজিত করিল। পরিশেষে তিনি স্বীয় তনয়ত্রয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলে মগসৈন্যেরা সন্ধিসংস্থাপনে বাধ্য হইল; কিন্তু অল্পকালপরে প্রকারান্তরে অমরমাণিকের অন্যতম পুত্রের প্রাণ-সংহারপূর্ব্বক ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরামধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে অমর-মাণিক রাজধানী-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দমদম অরণ্যে পলায়ন করিলেন। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অপমানের অবধি রহিল না; সুতরাং তিনি অধিক পরিমাণে আফিম ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

যাহা হউক তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজ্যধরমাণিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি ঘোরতর বৈষ্ণব ছিলেন। প্রায় তিন বৎসর রাজ্য-শাসন করিবার পর তিনি গোমতী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। অনন্তর ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে যশোধরমাণিক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পাঠানরাজ হুসেন শাহের সহিত ক্রমাগত একবিংশতিবর্ষ যুদ্ধ চলিতেছিল। এ দিকে জহাঙ্গীর বাদশাহ হস্তী ও অশ্বলাভের লোভে ফতেঃজঙ্গকে ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সেনাপতি ফতেঃজঙ্গ তথায় গমনপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া পরিশেষে যশোধরকে বন্দীকৃত করত দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে ত্রিপুররাজ বার্ষিক করস্বরূপ হস্তী ও অশ্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিলে পুনরায় রাজ্যলাভে অনুমতি পাইলেন। অনতিকালবিলম্বে তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া স্বর্গলাভ করেন। অনন্তর ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণমাণিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহার শাসনসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভূরিপরিমাণে ধনাদি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্বনাম ও শিবনামে অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ ভূতপূর্ব্ব রাজার অঙ্গীকৃত হস্ত্যশ্ব-লাভে বঞ্চিত হওয়াতে পুনরায় ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কল্যাণমাণিক ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে উড়িষ্যা মথুরা বৃন্দাবন ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। এ দিকে গোবিন্দমাণিক সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক মুরসিদাবাদের নবাবের সাহায্যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। ঘটনাক্রমে অত্যল্পকাল-মধ্যে বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন গোবিন্দ মাণিক পুনরায় সিংহাসনলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক ইহাঁর পর রত্নমাণিক, নরেন্দ্রমাণিক, ধর্ম্মমাণিক, ও সত্যমাণিক প্রভৃতি কতিপয় নরপতির শাসনসময় অতীত হইলে, যৎকালে কৃষ্ণমাণিক ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সহায়তায় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তৎকালে তিনি মহাসমারোহে তুলাকার্য্য সম্পাদন করিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজ্য-শাসনের পর রাজেন্দ্র

মাণিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুনির্ম্মিত এক দেবমূর্ত্তি অদ্যাপি বৃন্দাবনে বিদ্যমান রহিয়াছে। মণিপুরের রাজতনয়ার সহিত ইহাঁর পরিণয়-কার্য্য সমাধিত হয়। ইনি একোনবিংশতি বৎসর রাজ্য করিবার পর ক্রমাগত চারি মাস বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া দেবোপাসনা করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভূরিপরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। তজ্জন্য ইহাঁর ভ্রাতা ঋণগ্রস্ত হওয়াতে চাঁদাদ্বারা অর্থসঙ্গ্রহপূর্ব্বক ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরা-রাজ্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইহার উত্তর-পশ্চিমে মেঘনা নদী, পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম, দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বাকরগঞ্জ ও ঢাকা। এই রাজ্য দক্ষিণোত্তরে ৫৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ফল ২,৪২৫ বর্গ ক্রোশ। ইহাতে অন্যূন ১,৪০৩,৯৫০ লোকের বাস আছে।

চন্দ্র।

ন্দ্র কি? এ প্রশ্ন করিলে এতদ্দেশীয় অনেকে আমাদিগের প্রতি উপহাস করিতে পারেন; কারণ তাঁহারা কহিতে পারেন যে "চন্দ্র একটি গ্রহ ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জ্ঞাত আছে, ভদ্রের নিকট এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি?" পরন্তু এ কথায় আমাদিগের প্রীতি জন্মাইতে পারে না; উহার শ্রবণে গ্রহ কি? এই প্রশ্নটি আমাদিগের মনে উদিত হয়। আর গ্রহকে জ্যোতিষ্ক-বিশেষ বলিলেও ঐ প্রশ্নের উপসংহার হয় না। পুরাণে চন্দ্রকে দেবতা-বিশেষ বলিয়া বর্ণনা আছে; এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে ঐ পরম সুন্দর দেবপুরুষের গাত্রে আমাদিগের বাল্যকালের কুলগাছের নীচে বুড়ী চরকা কাটিতেছে ইহা ঘটে না। অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ঋষি প্রজার উৎপাদনে অনুরক্ত হইয়া তিন সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিলে তাঁহার নেত্রদ্বয়হইতে বীর্য্য নির্গত হয়, তাহাই চন্দ্র। পরন্তু তাহা হইলে ঐ বীর্য্যরূপ চন্দ্র কলঙ্কী হইয়া শশক বা মৃগী কোলে করিয়া কান্দিবে কেন? এইরূপ অনেক আপত্তি মনে হয়। বিলাতে অজ্ঞ স্ত্রীরা কহিয়া থাকে চন্দ্র "সবুজ পচা ছানায়" নির্ম্মিত; এ মীমাংসা মন্দ নহে; উহা এতদ্দেশীয় সংবিৎশৌণ্ডের "চাঁদ আধাছানার মোণ্ডার তাল" এই বাক্যের প্রতিরূপ বোধ হয়; পরন্তু ঐ পচা ছানা গলিয়া পড়িয়া যায় না কেন, অথবা মণ্ডা পচিয়া কাল হয় না কেন মনোমধ্যে এইরূপ ভাবনা উদ্ভাবিত হয়। আমাদিগের ধাত্রীর উপদেশানুসারে চন্দ্র আমাদিগের প্রাচীন "চাঁদামামা" ইহা বিশ্বাস আছে; পরন্তু ঐ নিষ্ঠুর মাতুল এক দিন ভাত দেওয়া দূরে থাকুক অনবরত আহ্বানে এ পর্য্যন্ত "টিপ্‌" দিতেও আইসেন নাই; এই প্রযুক্ত আমরা আর তাঁহাকে মাতুল বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহি। কোন ধাত্রী চন্দ্রকে "সোণার থাল" বলিয়া আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন; কিন্তু আকাশে এক খান সোণার থাল রাখিবার প্রয়োজন কি, ও তিথিভেদে তাহার হ্রাস,বৃদ্ধি এবং এক এক দিন লোপের অভিপ্রায় কি? এইরূপ নানা সন্দেহে বিব্রত হইতে হয়। এতদবস্থায় আমাদিগকে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আশ্রয় স্বীকার করিতে হইল; এবং ঐ অবলম্বনে কথায় যে বলে "মুরারেঃ তৃতীয়ঃ পন্থাঃ" আমাদিগের তাহাই ঘটিয়াছে। ঐ শাস্ত্রে না "সোণার থাল," না "আধাছানার মোণ্ডা" না "পচাছানা," না "চাঁদামামা," না "দে-

পৃথিবীহইতে দৃষ্ট চন্দ্রের প্রতিকৃতি।

চন্দ্রহইতে দৃষ্ট পৃথিবীর প্রতিকৃতি।

বত্তা," না "কলঙ্ক" না "শশক," না "মৃগী" না "বুড়ির কুলগাছ," কিছুরই পোষকতা করে না; উহার মতে আমাদিগের পূর্ব্ব সংস্কার সকলই অমূলক, ও পূর্ব্ব উপদেষ্টারা সকলেই প্রতারক। ঐ শাস্ত্রে কহে যে চন্দ্র একটী গোলাকার বৃহৎ পার্থিবপিণ্ড বা ভাঁটা; তাহার ব্যাস ২,১৫৩ ইংরাজী ক্রোশ, এবং তাহা পৃথিবীহইতে ২,৩৭,৩২১ ইংরাজী ক্রোশ অন্তরে গড়াইতে গড়াইতে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলে চন্দ্র আর একটী পৃথিবী বা পৃথিবীর পারিষদ—পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণন করিতেছে। ঐ ভ্রমণ অতিবেগে সম্পন্ন হইতেছে; এক এক ঘণ্টায় ২,৩০০ ইংরাজী ক্রোশ, বা এক মিনিটে ৩৮ ক্রোশ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া প্রায় দুই মিনিটে এক ক্রোশ ধাবন করে; তাহার তুলনায় চন্দ্র ৮০ গুণ অধিক বেগবান্; এবং ঐরূপ বেগে ভ্রমণ করিয়া তাহা ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট সময়ে পৃথিবীকে এক এক বার পরিবেষ্টন করে। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে চন্দ্রের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাতে চন্দ্র পৃথিবীর প্রায় চতুর্থাংশ বোধ হয়; এবং পৃথিবী যেমন স্থল-জল-পর্ব্বত-গুহাদিতে পরিপূর্ণ, চন্দ্রও সেই রূপ; তাহার কোন স্থান হিমালয় পর্ব্বতহইতেও উচ্চ শৃঙ্গে মণ্ডিত, কোন স্থান বালুকাময় মরুভূমিতে আকীর্ণ, ও কোন স্থান বা ভীষণ গভীর গুহায় অবনত।

কোন কোন জ্যোতির্বিশারদ কহেন, চন্দ্রে জল নাই, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ুও নাই। অপরে তদন্যথায় চন্দ্রে জল বায়ু উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যাঁহারা জলবায়ুর অভাব মানেন তাঁহারা অগত্যা কহেন, চন্দ্রে প্রাণী নাই; কারণ জল বায়ুর অভাবে প্রাণী থাকিতে পারে না। যাঁহারা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহারা চন্দ্রে মনুষ্য-পক্ষ্যাদি সকলপ্রকার প্রাণী আছে, ইহা স্বীকার করেন। কেহ কেহ কহেন যে, চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে জল বায়ু নাই, সুতরাং প্রাণীও নাই; পরন্তু অপর পৃষ্ঠে জল বায়ু ও প্রাণী সকলই প্রচুর আছে। এই তিন প্রকার মতের পোষকতায় অনেক প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু তাহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ইহা আমরা নির্দ্দিষ্ট করিতে অশক্ত; কেবল "চরকা কাটা বুড়ী" ও "মামার" প্রত্যাশায় আমরা যেধ

করি যে যাঁহারা চন্দ্রে মনুষ্যপশুপক্ষী আছে স্বীকার করেন তাঁহারাই যথার্থবাদী।

চন্দ্রের কলঙ্ক কিসে উৎপন্ন হয়, ইহার মীমাংসায় জ্যোতির্বেত্তারা কহেন, চন্দ্রের আলোক তাহার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে; চন্দ্র স্বয়ং অত্যন্ত-ক্ষীণপ্রভ, তাহার অল্প প্রভা পৃথিবীহইতে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্তু নিষ্প্রভ চন্দ্রের গাত্রে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া তাহা উজ্জ্বল হয়। ইহার প্রকৃত পরীক্ষাদ্বারা নিরূপণ করিতে আমাদিগের ধীমতী পাঠিকা কেহ অনুরাগিণী হইলে তেঁহ তাঁহার মুকুর রৌদ্রে তীর্য্যগ্‌ভাবে ধরিলে দেখিবেন যে যে রৌদ্র ঐ মুকুরে পতিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া নিকটস্থ নিষ্প্রভ প্রাচীরে পড়িয়া তাহা উজ্জ্বল করে। সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রে পড়িয়া তাহা আলোকিত করিবে, এবং তাহাহইতে ঐ রূপে পৃথিবীতে আসিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর, ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে ঐ প্রতিবিম্বিত আলোক অসম প্রাচীরে পড়িলে তাহার সকল স্থান তুল্যরূপে প্রদীপ্ত হয় না, উচ্চ স্থান অধিক ও নিম্ন স্থান অল্প উজ্জ্বল হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চন্দ্রের গাত্র অত্যন্ত অসম, কোন স্থান উচ্চ-পর্ব্বত, কোন স্থান সমতল-ক্ষেত্র, কোন স্থান বা অত্যন্ত নিম্ন-গহ্বর, সুতরাং তাহার উপর আলোক পড়িলে তাহার সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল হইতে পারে না, কোন স্থান অধিক উজ্জ্বল ও কোন স্থান বা অল্প উজ্জ্বল হইবে, এবং ঐ উজ্জ্বলতার তারতম্যে চন্দ্রের কলঙ্ক বা "বুড়ীর কুলগাছ" উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণার্থে জ্যোতির্বেত্তারা পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে কিরূপ কলঙ্কিত দৃষ্ট হইবে তাহার অনুভব করিয়া চন্দ্র ও পৃথিবীর কলঙ্কের ছবি বানাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা ঐ ছবি পূর্ব্বপৃষ্ঠার শিরোভাগে মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু ইহাতে আমাদের বাল্যকালের "চাঁদামামা" ও "বুড়ীর কুলগাছের" অপলাপ হয় বলিয়া ইহাতে কোন মতে আস্থা করিতে পারি না। বোধ করি, পাঠকবৃন্দ আমাদিগের ন্যায় বাল্য-সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১। "খগোল বিবরণ। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত-প্রণীত।" বহুকাল হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ইংরাজী খগোল বিবরণের কএক খানি চিত্র বর্ণনার সহিত প্রকটিত করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর এক খানি খগোলের বাঙ্গালী পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ চিত্র ও পুস্তক দীর্ঘকালাবধি বিলুপ্ত হইয়াছে। তৎপরে তিন চারি খানি পুস্তক জ্যোতিষ্কগণের বর্ণনায় বঙ্গভাষায় বিন্যস্ত হয়; তন্মধ্যে একখানিমাত্র আমাদিগের মনোনীত হইয়াছিল। পাইকপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ ঘোষজ তাহার প্রণেতা; এবং প্রকৃত-বর্ণনা-বিষয়ে তাহা সুচারু হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থও সেই রূপ; পরন্তু ইহাতে গ্রহদিগের বর্ণন তদপেক্ষায় অধিক বিস্তাররূপে বিন্যস্ত আছে; এবং ঐ বর্ণনও সুচারু হইয়াছে মানিতে হইবে। ইহাতে যে সকল চিত্র আছে তাহাও মন্দ নহে। পরন্তু গ্রন্থকার এক বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ মনোবেদনা দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের পরিবর্ত্তে কল্পিত বা ইংরাজীর অনুবাদ শব্দ প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থ খানি দূষিত করিয়াছেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে আমাদিগের বিশেষ গরিমা আছে; আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষেরা জ্যোতিঃশাস্ত্রের সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহারা প্রয়োজনীয় অনেক পারিভাষিক শব্দ প্রস্তুত করেন। আমাদের শাস্ত্রে সেই পারিভাষিক

শব্দ প্রচুর থাকিতেও এবং তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে গ্রন্থকার অপ্রসিদ্ধ কল্পিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অ-পরামর্শসিদ্ধ হইয়াছে। এই আপত্তির প্রমাণার্থে আমরা একটী শব্দের উল্লেখ করিতেছি। দণ্ডজ এক তারকামণ্ডলীর নাম "বড় ভালুক" রাখিয়াছেন। ঐ বড় ভালুক কি তাহা এতদ্দেশের কোন লোক বুঝিতে পারিবেক না, সুতরাং তাহাতে তাহাদের কোন মতে আস্থা হইবে না। ঐ শব্দটী দৃষ্টে আমাদিগের মনে একটী উদ্ভট কথার উদয় হয়। একদা এক জন হিন্দু কোন মুসলমানকে এক খাদ্য দ্রব্যের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তদুত্তরে সে কহিল "আরে, কড়ুয়া হেয়, কড়ুয়া হেয়।" হিন্দু ঐ উত্তর না বুঝিতে পারিয়া খাদ্যটী মুখে প্রদান করিল; কিন্তু অবিলম্বে তাহার তিক্তরসে বিরক্ত হইয়া নিষ্ঠীবন-পূর্ব্বক "মর, শালা, বলে 'কেড়ো কোড়া,' যদি বল্‌তিস্ তেতো, তা হলে আর খেতুম না।" আমাদিগের গ্রন্থকারের "বড় ভালুকও" তদ্রূপ। ঐ শব্দের পরিবর্ত্তে যদ্যপি গ্রন্থকার এতদ্দেশ-প্রসিদ্ধ "সপ্তর্ষি" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দিষ্ট তারকগণকে সকলেই জানিতে পারিত। ফলে ঐ তারকার ইংরাজী নাম সংস্কৃত নামের ভ্রম মাত্র। সংস্কৃত "ঋক্ষ" শব্দে তারকা, এবং সপ্তর্ষিতে সাতটী তারকা একত্র আছে বলিয়া তাহার নাম "সপ্তর্ক্ষ" হয়; পরে রূপকে সপ্তর্ক্ষের পরিবর্ত্তে "সপ্তর্ষি" শব্দ উৎপন্ন হয়। যে সময়ে রোমীয় জাতীয়েরা আমাদিগের গ্রন্থহইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র অনুবাদ করেন তৎকালে "সপ্ত ঋক্ষ" শব্দে সপ্ত তারকা না বুঝিয়া ঋক্ষ শব্দের অপর অর্থ ভল্লুক জানিয়া সপ্তর্ষির নাম "অর্সা" বা "ভল্লুক" রাখেন, ও অপর এক তারকামণ্ডলীহইতে তাহার প্রভেদ করিতে "মেজর" বা "বৃহৎ" বিশেষণ প্রয়োগ করেন। আমাদিগের গ্রন্থকার সেই ভ্রমের পুনরনুবাদে "বড় ভালুক" উৎপাদন করিয়াছেন। এই ভ্রম এবং এতাদৃশ অপর কএক ভ্রম দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থকার কেবল ইংরাজী-গ্রন্থ-দৃষ্টে আপন অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন: আকাশের প্রতি কদাপি নেত্রপাত করেন নাই; সুতরাং গ্রহনক্ষত্রদিগের সহিত পরিচিত নহেন।

২। "চণ্ডকৌশিকম্। আর্য্যক্ষেমীশ্বর-প্রণীতম্।" এই নাটকখানি কলিকাতা-সংস্কৃত-কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশোধন-কার্য্য সুচারু হইয়াছে, এবং তর্কালঙ্কার মহাশয় এই-গ্রন্থ-প্রকটনে সংস্কৃতানুরাগীদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় দৃষ্ট হইতেছে যে গৌড়াধিপ শ্রীমহীপাল দেবের রাজ্যসময়ে উহা প্রস্তুত হইয়া ঐ রাজার সন্তোষার্থে অভিনীত হয়; সুতরাং উহা নয় শত বৎসর প্রাচীন বলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ভ্রমবশতঃ ইহার অন্যথায় গ্রন্থখানি চারি শত হইতে দশ শত বৎসরের মধ্যে কার্ত্তিকেয় নামা কোন রাজার বর্ত্তমান কালে প্রস্তুত হইয়াছিল লিখিয়াছেন। এরূপ অস্থিরতার প্রয়োজন দৃষ্ট নহে। এই নাটকে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যান বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ থাকায় এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এই নাটক দক্ষিণ দেশে "অরিচন্দ্র" নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে; এবং সম্প্রতি সিংহলদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত মতুকুমার স্বামী ইহার ইংরাজী অনুবাদ একখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) "বর্ণশিক্ষা।" কলিকাতা নর্ম্মাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বর্ণশিক্ষা" এই নামে শিক্ষাপ্রণালী-সম্মত যে দুই খণ্ড বালকদিগের প্রথম পাঠ্য

পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার ইহাতে বালকদিগের সুকুমার বুদ্ধির অনায়াস-গ্রহণীয় শব্দ ও ভাবাদির প্রয়োগ-জন্য যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন।

(৪) "দুর্ভিক্ষ-দমন-নাটক।" নগরে নিত্য নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের গর্জ্জনের বিশ্রাম ছিল না, এবং তন্নিঃসৃত "গোলাপকান্ত," "নলিনীকান্ত," "কামিনীবিলাস," "দূতীবিলাস," প্রভৃতি কাব্য করকাভিঘাতে বাগ্‌দেবীর অস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহৃদয় বঙ্গভাষানুরাগী-মাত্রেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিপদ্‌হইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলা-বৃষ্টিতে প্রায় সেই রূপ আপদ্ উপস্থিত; প্রায় প্রত্যেক গলীতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্ম্ম-লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেচ্ছামত অঙ্গভঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন; এবং এমত লোকও বর্ত্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর জ্বর-বিকার ভলাউঠা প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না।

(৫) "চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা।" বহরমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস সেন এই গ্রন্থের রচয়িতা। আমরা তাঁহার কৃত "কবিতালহরী" নামক গ্রন্থের সমালোচনকালে আশা করিয়াছিলাম যে ইনি সময়ে উত্তম লেখক হইবেন; এবং এই গ্রন্থ-পাঠে আমাদিগের ঐ আশা সত্বরে ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। প্রস্তাবিত গ্রন্থে ৫০ টী কবিতা লিখিত আছে, এবং তাহার প্রায় সমস্তের বিষয় গুলি সুচারু এবং নীতিগর্ভ। "কবিতালহরীতে" ভাব ও রচনার দোষ যে পরিমাণে দেখা যায় বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার অনেকাংশে ন্যূন বোধ হয়। যদিও তৎকৃত-গ্রন্থপাঠে এরূপ অনুভব হয় যে রচয়িতা স্থানে স্থানে ভাব প্রকাশ করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছেন, তথাপি কবিতা-গুলিকে উত্তম বলিতে হইবে। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে অমিত্রাক্ষর কবিতা এতদ্দেশে নূতন সৃষ্ট হইয়াছে; নীর মিলের গুণে ইহাতে ভাবের অভাব ঢাকিবার উপায় নাই; সুতরাং ইহাতে রস-রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। শ্রীযুক্ত সেনজ সে কাঠিন্য সম্যক্ খণ্ডন করিতে পারেন নাই; তাঁহার মিত্রাক্ষর আমাদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত আদরণীয়। আদর্শস্বরূপে তাঁহার দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী॥"

"স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল!
সমুদ্র মন্থনে যাহা দেবতা সকল,
উঠাইলা যত্ন করি। পিতার আদেশ
পালিবারে, হলাহল, স্মরিয়া মহেশ,
মুহূর্ত্তেকে করি পান আহ্লাদ অন্তরে।
দেখুন আমার কার্য্য দেবতানিকরে॥
পরিণয় কালে নারী বরণ-ভূষণে
স্বসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; বিবিধ রঞ্জনে
রঞ্জে সুকোমল তনু; আমিও তেমন
পরিয়াছি চেলি বস্ত্র সুবর্ণ রতন,
সাধিতে পিতার আজ্ঞা! দেশের মঙ্গল
হয় যদি মোর হতে, জীবন সফল॥
বিসর্জ্জি পরাণ করি সর্প-বিষ পান।
মৃত্যু অন্তে যেন ঈশ স্বর্গে পাই স্থান!"

"কৃষ্ণকুমারীর মরণান্তে মহারাণা ভীমসিংহের প্রতি সর্দ্দার সগস্ত সিংহের উক্তি।"

"ক্ষত্রোচিত কার্য্য কি হে মিবারাধিপতি
এই হে তোমার! চিন্তিলে অশ্রুতপূর্ব

অদ্ভুত ঘটনা, শোক রাগ-হৃদি মধ্যে
হয় উপস্থিত; দহিতে জীবন মোর।
যবন লম্পট আমীরের উপদেশ
শুনি তুমি, কলিকালে এই বীরপনা
দেখাইলা আর্য্যগণে! এমন দুর্ম্মতি
কেন দিলা ভীমসিংহে একলিঙ্গ হর!
স্থাপন করিতে সন্ধি রাজপুতনায়,
সুবর্ণ-পুত্তলী কৃষ্ণা হৃদয়ের ধন
বিসর্জ্জিলা জন্মমত। ধিক্ হে তোমায়!
অদ্যহতে সূর্য্যবংশে দিলে তুমি কালি।
রাজপুত্র কুল-লক্ষ্মী এ ঘটনা হেরি;
অবশ্যই ত্যজিবেন তব পাপপুরী।"

৩। "ক্ষেত্রতত্ত্ব। দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ ইউক্লিডের চতুর্থ, পঞ্চ ও ষষ্ঠ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশের প্রয়োজনীয়াংশ অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা সহিত। শ্রীকালীকুমার দাস সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত।" যদিচ ইহা বালকপাঠ্য পুস্তক, তথাপি ইহার দর্শনে আমরা সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি, কারণ বঙ্গভাষায় ইউক্লিডের রেখাগণিতের দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠের সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহা স্বদেশের পরম সৌভাগ্যের বিষয় মানিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে দুই শত বৎসর হইল আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে রাজা সবাই জয়সিংহের আদেশে পারশ্যহইতে ইউক্লিডের রেখাগণিতের সংস্কৃত অনুবাদ প্রস্তুত হয়; কিন্তু অনুবাদক সম্রাট্ জগন্নাথ আপন গ্রন্থ অনুবাদমাত্র স্বীকার না করিয়া লিখিয়াছিলেন; "এই শিল্পশাস্ত্র আদৌ ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে প্রদান করেন, এবং পারম্পর্য্যক্রমে ধরণীতে আনীত হয়। পরে তাহা উচ্ছিন্ন হইলে গণকদিগের আনন্দের নিমিত্ত মহারাজ জয়সিংহের আজ্ঞায় আমাদ্বারা সম্যক্ পুনঃ প্রকাশিত হয়।"* এই অনুবাদক এক জন সুবিজ্ঞ জ্যোতিষী ছিলেন, এবং ইহাঁর কৃত "সম্রাট্ সিদ্ধান্ত" সুবিখ্যাত হইয়াছিল। ইনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অবিকল অনুবাদ করিয়া আপন নামে প্রচার করায় ইহাঁর কি অভিপ্রায় ছিল তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর; বোধ হয় তিনি যবনভাষাহইতে ইউক্লিডের অনুবাদ করিয়াছেন বলিলে পাছে হিন্দুরা তাঁহার গ্রন্থে অনাস্থা করে এই ভয়ে ঐ ছলনা করিয়াছেন। তিনি মহাহিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ পাদশাহ হিন্দুধর্ম্মোচ্ছেদের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন। তাহাতে হিন্দুরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল; ঐ সময়ে সেই যবনের ভাষাহইতে কোন শাস্ত্র অনুবাদ করিলে হিন্দুরা তাহা গ্রাহ্য করিতে সন্দিগ্ধ হইবেন এই সন্দেহ-নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত মিথ্যাবাক্য ও চাতুরী প্রয়োজনীয় হইয়া থাকিবেক। পরন্তু ইহা যে চাতুরী, এবং ঐ চাতুরী নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সে যাহা হউক, জগন্নাথের সংস্কৃত অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচলিত হয় নাই। এই ক্ষণে বাঙ্গলায় তাহা পাঠ্য হওয়াতে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে ইহার আশা হইতেছে। বাঙ্গলায় ইহার প্রথম চারি অধ্যায়ের অনুবাদ শ্রীযুক্ত পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহার সংশোধন ও দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন করান। এই ক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দাস অবশিষ্ট অধ্যায় গুলি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীতে রেখাগণিত সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থের অনুবাদ সরল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে।

* শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥ ৮॥
তদুচ্ছিন্নং মহারাজ জয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দহেতবে॥ ৯॥
রেখাগণিত।০

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব]   প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।   [৪৭ খণ্ড
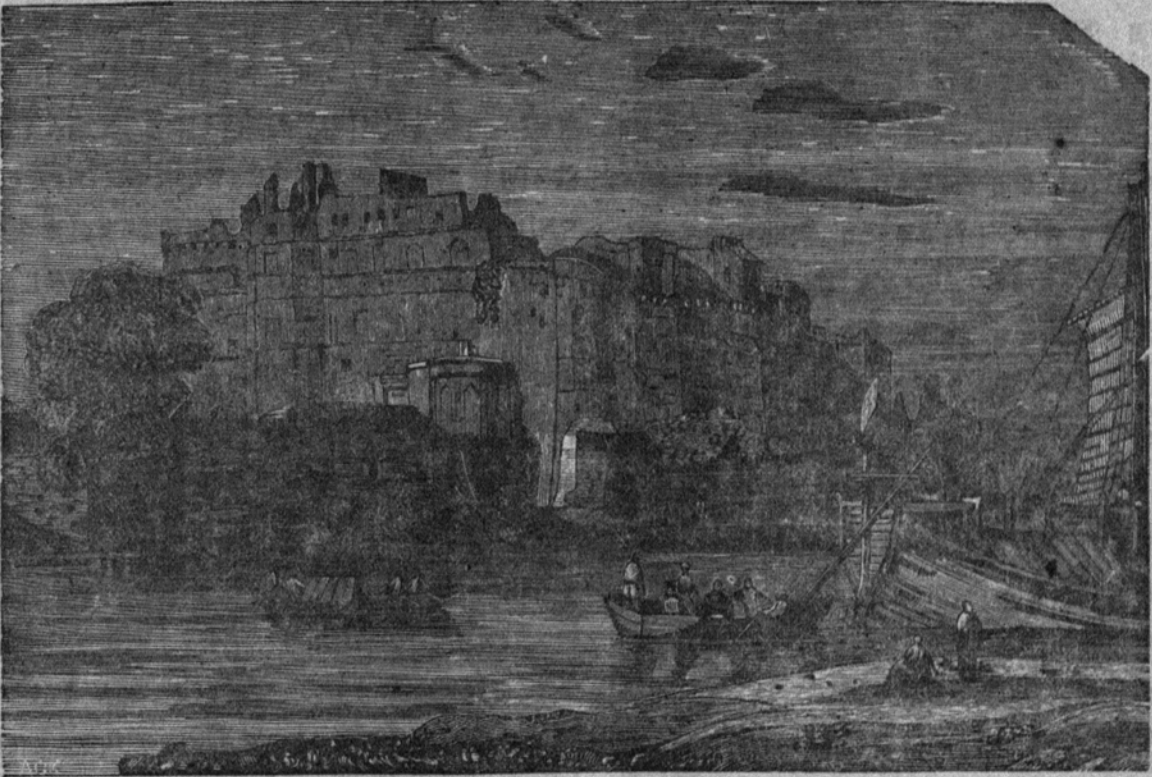
মথুরার প্রাচীন দুর্গ।

মথরা নগরী।

থুরা নগরী স্বনাম-প্রসিদ্ধ জিলার অন্তর্গত যমুনা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। অতিপ্রাচীন-কালাবধি এই নগরী সাতিশয়-সমৃদ্ধিশালিনী ও পরম পবিত্রা বলিয়া পরিগণিত আছে। হিন্দুদিগের মতে ভগবান্ বাসুদেব ভূভার-হরণ এবং বিপুল যদুবংশের ধ্বংস করিবার জন্য এস্থানে বসুদেবের আলয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের মতেও ইহা একটী পবিত্র স্থান, এবং পূর্ব্বে এস্থানে অনেক বৌদ্ধমন্দির ছিল। যে জিলায় উক্ত নগরী স্থিত আছে তাহার পরিমাণফল প্রায় ৪০২ বর্গ ক্রোশ। তাহার উত্তর-সীমা গুড়্গাঁও এবং আলিগড় জিলা, পূর্ব্ব সীমা, আলিগড় এবং মৈনপুরী জিলা, দক্ষিণ-সীমা আগরা জিলা, এবং পশ্চিম-সীমা ভরতপুর-রাজ্য। প্রস্তাবিত জিলার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত ভূমি সমতল, কেবল পশ্চিমপার্শ্বে

ভরতপুরের সন্নিকটে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন-গিরি সর্ব্ব-প্রধান, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাচল নামে প্রসিদ্ধ। যমুনা নদী ভুজঙ্গগত্যবলম্বনপূর্ব্বক এই জিলার মধ্যদিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়াছে। কারবার এবং ঈশুন নাম্নী আর দুই ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী উক্ত প্রদেশের পূর্ব্ব-পার্শ্বদিয়া প্রবণ করে। এখানকার জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্য-কর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন নদী এবং অন্যান্য জলাশয়সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-দিক্‌হইতে বিষমোত্তপ্ত-বায়ু-সঞ্চলনে মানবদেহ দগ্ধপ্রায় হয়, তখন এস্থলে বাস করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। মথুরা-জিলা সাতিশয় উর্ব্বরা নহে, কারণ তত্রত্য মৃত্তিকা কঙ্কর ও বালুকায় পরিপূর্ণ। তথায় গোধূম, যব, সর্ষপ, এবং অন্যান্য উত্তর-পাশ্চাত্য-প্রদেশীয় শস্যসকল সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত্রত্য লোকসঙ্খ্যা প্রায় ৭,০১,৩৮৮।

মথুরা নগরী প্রাচীনকালে অত্যুচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, কিন্তু কালসহকারে উহা ধরাশায়ী হইয়া প্রভূত-ইষ্টক-রাশিরূপে পরিণত হইয়াছে, কেবল স্থানে২ উহার ভগ্নাংশ এবং তিনটী বৃহ-ত্তোরণমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই নগরীতে বহু-সঙ্খ্যক দেবালয় দৃষ্ট হয়, এবং প্রশস্ত ঘাটসকল যমুনা নদীর তটে বিরাজিত আছে। প্রাতঃ-কালে বহুসঙ্খ্যক স্ত্রীপুরুষেরা অবগাহনার্থে ঐ সকল ঘাটে আগমন করিয়া থাকেন, এবং স্নাতারা সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন করেন। পরন্তু ঐ ঘাটে অসঙ্খ্য কূর্ম্ম সর্ব্বদা বিচরণ করে, এবং স্নানকারীদিগকে অনবধান পাইলেই দংশন করিতে ত্রুটি করে না। দিবাব-সান হইলে যখন সমস্ত প্রকৃতি অন্ধকাররূপ অব-গুণ্ঠনে সমাচ্ছাদিত হয়, যখন গগনমণ্ডলে নক্ষত্র-সকল অগ্নিকণার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে, যখন যমুনার প্রবাহে তীরস্থ দীপশিখার প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, তখন ঐ স্রোতঃস্বতীর গর্ভহইতে মথুরার পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন করা যায়।

মথুরা নগরীতে অনেক অট্টালিকা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনটী অতি প্রাচীন বা চমৎকৃত বা সুন্দর বলিয়া গণ্য নহে। সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে পার-খজী কুঠিওয়ালদিগের দেবালয় ও বসতবাটীই প্রধান। অপর সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের নির্ম্মিত এক মস্‌জিদ্ তথায় বৃহদ্ব্যাপার বলিয়া বিখ্যাত আছে। উহার চতুষ্কোণে চারিটী উচ্চ স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। রাজা বীরসিংহ দেব ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে এক সুন্দর দেবালয় তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাহা বিনষ্ট করিয়া তৎস্থলে এবং তদুপকরণে উক্ত মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

অপর এস্থলে একটী বৃহৎ দুর্গেরও ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রতিরূপ চিত্র প্রস্তাব-শিরোভাগে প্রকাশিত হইল। রাজপুত-বংশো-দ্ভব সুবিখ্যাত রাজা জয়সিংহ উক্ত দুর্গের নি-র্ম্মাণ করেন। তিনি ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অম্বর-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কয়েক বৎসর পরে দিল্লীর অধীশ্বর মুহম্মদ শাহের বিশেষ অনুগ্র-হের ভাজন হন। প্রচণ্ড পরাক্রমে প্রগাঢ় বি-দ্যানুরাগে এবং স্বদেশহিতৈষিতায় তিনি তাৎকা-লিক ভূপতিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সম্যক্ সমুন্নতি-সা-ধনে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। নক্ষ-ত্রাদি-নিরীক্ষণ করিবার জন্য তিনি উক্ত দুর্গের মধ্যভাগে এক জ্যোতির্গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তথায় যে সমস্ত জ্যোতির্যন্ত্র ব্যবহৃত হইত তৎ-সমুদায় অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

কিরূপে বা কি উপায়ে ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহা উত্তমরূপে নির্ণীত হয় নাই। প্রস্তাবিত দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। উহা এক সময়ে অতিশয় দৃঢ় ও দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

এই নগরীর রাজপথসকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত, এবং গৃহাদিসকল সাতিশয় উচ্চ। বারাণসীর সহিত এই নগরীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা বহু-জনাকীর্ণ, ইহার লোকসঙ্খ্যা প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র।

এই নগরীতে বানরসকল দলবদ্ধ হইয়া কোন দেবালয়ের সন্নিকটস্থ বৃক্ষোপরি কিংবা গৃহস্থের গৃহের প্রাচীরে অবস্থান করে, এবং যাত্রী ও পথিকদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিয়া থাকে। তথায় বৃহদাকারবৃষ সকল রাজমার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং কখন২ পান্থদিগের গতায়াত অবরুদ্ধ করে। ময়ূরও তথায় অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার পণ্যশালায় নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং মিষ্টান্নসকল প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মথুরা নগরী পূর্ব্বকালে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিল। গজননাধিপতি সুবিখ্যাত যোদ্ধা মুমহ ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত নগরী আক্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য দেবালয়সকল লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করেন। কথিত আছে, তিনি স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তিসকল এবং তাহাদিগের রত্ননির্ম্মিত চক্ষুঃসকল, বহুসঙ্খ্যক উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যান। মথুরা জিলা এবং তদন্তর্গত প্রধান নগরসকল কিঞ্চিৎ কাল স্বাধীন থাকিয়া ঘোর-বংশোদ্ভব মুহম্মদের রাজ্যমধ্যে বিলীন হয়, এবং উহা তদবধি দিল্লীর অধীশ্বরের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ দুরাণী উক্ত নগরী আক্রমণ করেন, এবং তদীয় আফগান্ সৈন্যদিগের হস্তে মথুরা-নিবাসিরা যার পর নাই ক্লেশ পাইয়া তদীয় অত্যাচারে বিপ্লব হইয়াছিল। এক সময়ে মাধাজী সিন্ধিয়া নামে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ নগরী হস্তগত করিয়া পেরন্‌নামক এক জন ফরাসী-দেশীয় সেনাপতিকে সমর্পণ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষ সৈন্যাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত লর্ড লেক ফরাসী-সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া উক্ত নগরী ইংরাজদিগের অধিকারস্থ করেন, এবং উহা তদবধি ব্রিটিষ-রাজ্যভুক্ত রহিয়াছে।

প্লাটিনা ধাতু।

রসায়ন-বিদ্যা-বিসারদ পণ্ডিত মহোদয়েরা সাধারণ ধাতুসকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকেন। যেসকল ধাতু জল, বায়ু, এবং উত্তাপে অনায়াসে মলিন হয়, তাহা ইতর বা নিকৃষ্ট; আর যাহা জল, বায়ু, এবং উত্তাপে মলিন না হইয়া পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল থাকে, তাহা উৎকৃষ্ট। লৌহ তাম্র এবং সীসা ইতর-ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে, এবং রজতকাঞ্চনাদি উৎকৃষ্ট-ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে। প্লাটিনা ধাতু শেষোক্ত শ্রেণী-মধ্যে নিবেশিত হয়।

প্রায় সার্দ্ধৈকশত-বৎসর-পূর্ব্বে প্লাটিনা ধাতু সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে আলুয়ানামা সুবিখ্যাত স্পেনদেশীয় এক জন পর্য্যটক দক্ষিণ আমেরিকাহইতে উক্ত ধাতু ইউরোপে প্রথমে আনয়ন করেন। স্পেন-দেশ-বাসিরা উহাকে "প্লাটিনা" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছিল, কারণ উহা দেখিতে রৌপ্যের সদৃশ, এবং "প্লাটা" শব্দ

স্পেনীয় ভাষায় রৌপ্য-বাচক। ইংরাজী রাসায়নিকেরা উক্ত ধাতুকে "প্লাটিনম্" শব্দে উল্লেখ করেন।

প্লাটিনা ধাতু দেখিতে প্রায় রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র, কিন্তু তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। পরন্তু উহার অসামান্য লক্ষণ উহার গুরুতা। ভূমণ্ডলে যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে তৎসর্ব্বাপেক্ষা উহা গুরুতর-পদার্থ। জল অপেক্ষা উহা ২১৷৷০ সার্দ্ধৈক-বিংশ-গুণ, এবং লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ ভারী। দুর্গলনীয়তা উহার অপর এক অসাধারণ লক্ষণ। যে উত্তাপে ইস্পাত জলবৎ দ্রব হইয়া যায় তাহাতে ইহার কোমলতাও ঘটে না। ফলে অগ্নিকুণ্ডে ইহা দ্রব হয় না, কেবল অক্সিজিন্ এবং হাইড্রুজিন নামক বায়ুদ্বয় একত্রে দগ্ধকরণ-সময়ে যে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে নিবেশিত হইলে, ইহা দ্রবীভূত হইয়া থাকে। বৈদ্যুত যন্ত্রের সংযোজক তার যদি সাতিশয় সূক্ষ্ম ও প্লাটিনা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্লাটিনার তার তাড়িত পদার্থের গতি অবরোধ করাতে অল্প ক্ষণ মধ্যে প্রজ্বলিতপ্রায় হয়। এই ধাতুতে আঘাত-সহত্বশক্তি বিলক্ষণ আছে; এবং তান্তবত্বেরও অভাব নাই, সুতরাং উহার সূক্ষ্ম পত্র ও তার অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণের ন্যায় ইহা সামান্য দ্রাবকসকলে দ্রব হয় না, কেবল যবক্ষার-দ্রাবক দুই অংশ এবং লবণ-দ্রাবক এক অংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উহা নিঃক্ষেপ করিলে দ্রবীভূত হয়।

অপরিষ্কৃত প্লাটিনা ধাতু দক্ষিণ আমেরিকার তরঙ্গিণীসকলের তটস্থ বালুকামধ্যে ক্ষুদ্র২ রেণুরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাঙ এবং কাঞ্চনকণার ন্যায় উহা ধৌত করিয়া বালুকাহইতে পৃথক্কৃত হয়, এবং তৎপরে নানাবিধ প্রক্রিয়াদ্বারা অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থহইতে স্বতন্ত্র করা হয়। আশিয়া-খণ্ডের পশ্চিমাংশে ইউরাল পর্ব্বতে উক্ত ধাতু প্রচুরপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং সিংহল দ্বীপেও উহা অপ্রাপ্য নহে।

প্লাটিনা ধাতু পরিশোধন করিবার প্রণালী অতিশয় কঠিন নহে; ধাতু-খণ্ড সঙ্গৃহীত হইলে এক কাচের পাত্রে স্থাপন করিয়া লবণদ্রাবক মিশ্রিত যবক্ষার-দ্রাবকে উক্ত পাত্র পরিপূর্ণ করা হয়। দ্রাবকদ্বয়ের সংযোগে অপরিশুদ্ধ প্লাটিনা তাহার সহিত যে সকল অপর পদার্থ মিশ্রিত থাকে তৎসমুদায় দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং অল্পক্ষণ-মধ্যে ঐ জলবৎ পদার্থ ঈষৎ লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে উহাতে নিসাদলের জল সংযোগ করিলে সমস্ত প্লাটিনা দ্রাবকের ক্লোরিন্ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া পাত্রের নিম্নদেশে অধঃপতিত হয়। এই বস্তু ধৌত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে ক্লোরিন বায়ু পৃথক্ হইয়া উড়িয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ প্লাটিনা চূর্ণাবস্থায় পাত্রতলে পড়িয়া থাকে। ঈদৃশাবস্থায় উক্ত ধাতু কোন শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তদর্থে প্লাটিনা-চূর্ণ জলদ্বারা পিণ্ডাকারে পরিণত করিয়া প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিবেশিত করিতে হয়। যদিচ প্লাটিনা ধাতু অগ্নিকুণ্ডে দ্রব হয় না, তথাপি অধিককাল অত্যুত্তাপে থাকাতে উহা নরম হইয়া যায়। তখন বৃহদাকার লৌহ মুদ্গরদ্বারা উহাকে অনুক্ষণ আঘাত করিতে হয়। এই রূপে প্লাটিনা-চূর্ণসকল পুনঃ২ আহত হওয়াতে দৃঢ়পিণ্ডাবয়বে পরিণত হয়; এবং তদনন্তর ইচ্ছামত স্বর্ণ বা রৌপ্য বাটের ন্যায় দণ্ডাকারে প্রস্তুত করা যায়। এই সকল বাটহইতে প্লাটিনার তার এবং প্লাটিনার পাত অনায়াসেই নিষ্পাদিত হয়।

ইদানীং এই ধাতু অনেক শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত করিবার জন্য প্লাটিনা-নির্ম্মিত কটাহ বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে লৌহ বা তাম্রের কটাহে উক্ত দ্রাবক অত্যুত্তাপে

ঘনীভূত করা হইত, কিন্তু ঐ সকল ধাতু গন্ধক-দ্রাবকে দ্রবীভূত হইয়া কখন২ বিষম অনিষ্টোৎপাদন করিত। এ জন্য প্লাটিনা ধাতু উক্ত ধাতুদ্বয়ের অপেক্ষা অধিকতর মহার্ঘ হইলেও উল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন২ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিমিত্ত প্লাটিনা-নির্ম্মিত মূষা বা মূচী বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং মুদ্রা-নির্ম্মাণেও উহা প্রচলিত হইতেছে। রাসায়নিক-তাড়িত-প্রস্তুত-করণার্থে তাম্র বা রৌপ্য পাতের পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত ধাতুর পাতসকল নিয়োজিত হইলে তাড়িত পদার্থের সমধিক উদ্ভাবন হয়। এজন্য ডানিয়াল সাহেব তদীয় তাড়িত-যন্ত্রে প্লাটিনার পাত ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধুনা প্লাটিনা-নিষ্পন্ন তার অন্যান্য শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ধাতুর চূর্ণদ্বারা সহসা অগ্ন্যুৎপাদন করা যাইতে পারে। অক্সিজিন এবং হাইড্রজিন্ বায়ুদ্বয়ের সংযোগ করিয়া কোন এক ছিদ্রদ্বারা উক্ত চূর্ণোপরি নিঃসারিত করিলে, উহা অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়। ফলে উপর্য্যুক্ত প্রণালীদ্বারা দীপশলাকার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু উহা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হওয়াতে সাধারণের ব্যবহার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

নেপাল।

এই রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-সীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে তিব্বত দেশ; পূর্ব্ব দিকে সিকিম ও দার্জিলিং; দক্ষিণে পূর্ণিয়া, ত্রিহুত,সারণ,গোরক্ষপুর; দক্ষিণ-পশ্চিমে অযোধ্যা-প্রদেশ,এবং পশ্চিমে কুমায়ুন। এই রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিশত ক্রোশ বিস্তৃত; ও প্রশস্ত-পরিমাণে পঞ্চ-ষষ্টি ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহার পরিমাণ-ফল ২৭,২৫০ বর্গ ক্রোশ। এই রাজ্য, স্বাধীন। ইহার পশ্চিম-সীমাবর্ত্তিনী কালী-নদীহইতে পূর্ব্বসীমাবর্ত্তিনী মহানন্দা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে অপ্রশস্ত পাহাড়তলি ভূমি আছে, উহা "তরিয়ানী" নামে প্রসিদ্ধ। সামান্য লোকে তাহাকে "তরাই" শব্দে কহে, এবং ইংরাজেরা ঐ শব্দের অপভ্রংশে টেরাই কহিয়া থাকেন। ঐ তরিয়ানী বা তরাই নেপাল রাজ্যকে অযোধ্যা-প্রদেশ ও বঙ্গদেশহইতে বিভক্ত করিয়াছে। তরাই-ভূভাগ অরণ্যে আকীর্ণ, এবং তাহার প্রশস্ততা ৪-৫ ক্রোশের ন্যূন নহে। এই বনে নানাবিধ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু উহার বায়ু বিষ-দূষিত, এবং তাহার দ্রাণে মনুষ্য জ্বরাদিরোগে অচিরাৎ পীড়িত হয়। এই তরাইর উত্তরে সমস্ত স্থান নেপাল-রাজ্য। তাহার কিয়দংশ বিস্তৃত উপত্যকা; অপরাংশ এরূপ পর্ব্বতপরিপূর্ণ যে দেখিবামাত্র বিশ্বশিল্পীর কত যে আশ্চর্য্য মহিমা তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই স্থানের ন্যায় উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ ভূমণ্ডলের কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ভূগোল-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এবরেষ্ট, কাঞ্চনঝঙ্ঘা প্রভৃতি যে সকল উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে পর্ব্বতের প্রশস্ততা বিংশতি ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহার কোন স্থানে উন্নত শৃঙ্গ, এবং কোন স্থানে বা পর্ব্বতগুচ্ছসকল শিখাকারে উপর্য্যুপরি অবস্থান করিতেছে। যখন তুহিনরাশি নিপতিত হইতে থাকে, তখন এই স্থান সমুদায় তুষারমণ্ডিত হইয়া কিছুকাল শুভ্রাকার ধারণ করে। পরন্তু অত্রত্য উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গসকল সর্ব্বদাই নীহারপিণ্ডে আবৃত থাকিয়া উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় বোধ হয়। তৎপ্রযুক্তই উহার একটীর নাম "ধবলগিরি" হইয়াছে। এখানে স্রোতস্বতীসকল চির প্রবাহিত থাকে, এবং প্রস্রবণ-সমুদায় জলপূর্ণ

থাকাতে কখনই জলকষ্ট উপস্থিত হয় না, সুতরাং শস্য যে প্রচুর-পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য।

যাহা হউক অত্রত্য চন্দ্রগিরিহইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই স্থান দেখিতে অতিরমণীয়। ইহার সুবিস্তীর্ণ উপত্যকাভাগ বীচিমালার ন্যায় তরঙ্গিত। চতুর্দ্দিকে গ্রাম ও নগর এবং মধ্যস্থলে অতীব উর্ব্বর শস্য-ক্ষেত্র। এরূপ প্রথিত আছে, পূর্ব্বকালে এই রাজ্যমধ্যে অনেক হ্রদ ছিল; কিন্তু কালক্রমে তৎসমুদায় ক্রমশঃ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত সুবিস্তীর্ণ উপত্যকার পশ্চিম সীমার পর্ব্বতোপরি শম্ভুনাথের এক মন্দির আছে, ঐ মন্দির দুই শত হস্ত উর্দ্ধে অবস্থাপিত। নিম্নদেশহইতে পর্ব্বত-বিদারণ-পূর্ব্বক উহার সোপানসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেক দূরদেশহইতে ঐ মন্দিরের উজ্জ্বল চূড়া ও কলস-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। কর্ণালী, গণ্ডকী, ত্রিশূলগঙ্গা ও বাঘমতী এখানকার প্রধান নদী। পূর্ব্বে এই প্রদেশে সুবর্ণের আকর আছে, এইরূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল থাকাতে অত্রত্য রাজকীয় আজ্ঞানুসারে অনেক স্থান খনন করা হয়; কিন্তু কুত্রাপি সুবর্ণ লাভ হয় নাই। যাহা হউক এই উপলক্ষে তাম্র ও লৌহ আকর অনেক প্রকাশিত হইয়াছিল। অত্রত্য লৌহ ও তাম্র অত্যুৎকৃষ্ট; কিন্তু আকর-খনন-প্রণালী বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত না থাকাতে অধিক-পরিমাণে ধাতু উত্তোলিত হয় না। গৃহাদি নির্ম্মাণ-জন্য এখানে প্রস্তরের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। হস্তী, ব্যাঘ্র ও গণ্ডার এখানকার প্রধান বন্য জন্তু। বর্ষে বর্ষে এখানে অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

অত্রত্য লোকসঙ্খ্যা ১৯,৪০,০০০ সহস্রের ন্যূন নহে। তন্মধ্যে গোর্খা ও নেওয়ার জাতিই সর্ব্বপ্রধান। নেওয়ারেরা নেপালের আদিম নিবাসী। গোর্খারা সমরবিজয়ী হইয়া ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দহইতে নেপালমধ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই দুই জাতির রীতি নীতি আচার ব্যবহার আকৃতি ধর্ম্ম ও ভাষাগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। গোর্খারা সমরদক্ষ, এবং নেওয়ারেরা শিল্পনিপুণ। এতদ্ভিন্ন ভোট ও ধাঙ্গড় প্রভৃতি হীনজাতির বসতি এস্থলে আছে; তাহারা মৎস্যজীবী ও কৃষি-ব্যবসায়ী।

বঙ্গদেশ, তিব্বত ও অযোধ্যা প্রদেশ ভিন্ন প্রায় আর কুত্রাপি ইহার বাণিজ্য-কার্য্যের বিস্তার নাই। তণ্ডুল, হস্তী, বাহাদুরী কাষ্ঠ, আদ্রক, কস্তূরী মধু ও বিবিধ ফল অত্রত্যের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। ছুরী, কাঁচা বন্দুক গুলি ও অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য তথা বিলাতী বস্ত্র অত্রত্য প্রধান আনয়নীয় দ্রব্য।

নেপালের ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ নাই। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোর্খারা যখন তথায় স্বাধিপত্য স্থাপন করে, তাহার পূর্ব্বের সুশৃঙ্খল বিশ্বসনীয় পুরাবৃত্ত পাওয়া যায় না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালীরা তিব্বত-দেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক সমরবিজয়ী হইয়া তত্রত্য মন্দির-সমুদায় ভয়ানকরূপে বিলুণ্ঠন করে। তাহাতে তিব্বতবাসী লামারা নিরুপায় ভাবিয়া চীন-সম্রাটের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, উক্ত সম্রাট্ নেপাল-বাসীদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ৭০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর নেপালরাজ পরাস্ত হইয়া চীন-সম্রাটের অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হন। কিন্তু এই অধীনতা-শৃঙ্খল অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

অনন্তর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাণিজ্যোপলক্ষে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত নেপাল-রাজের সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হয়। তাহার কিছুকাল পরেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অন্য এক সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয় তৎকালে নেপালপতি স্বীয়

পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কাশীবাসী হন; এবং ঐ উপলক্ষে ঐ সন্ধিপত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছিল যে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কাশীবাসের যাবতীয় ব্যয়ই প্রদান করিবেন। কিন্তু অর্থের পুনঃপ্রাপ্তি জন্য কোন উপায় উদ্ভাবিত ছিল না; সুতরাং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে স্বব্যয়িতার্থ-লাভে বঞ্চিত হইয়া বিলক্ষণ বিরক্ত হইতে হইল। তৎপরে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দহইতে তাঁহাদিগের পরস্পরের সন্ধিভঙ্গ হয়। অতঃপর নেপালীরা মধ্যে মধ্যে ব্রিটিষ-সীমাবর্ত্তী স্থান-সকল বিলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক জন দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইল না। ঐ সময়ে গোর্খারা অকস্মাৎ এক দিন ভূতোয়ান নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় ইংরাজদিগের যে সমস্ত পুলিষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ছিল তাহাদিগের অধিকাংশকে বিনষ্ট করিয়া প্রস্থান করে। অবশেষে ১৮১৪ অব্দে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করাই স্থিরীকৃত হইল। তখন চারি জন রণদক্ষ সেনাপতির অধীনে কতিপয়-সহস্র-সৈন্য-প্রদান-পূর্ব্বক নেপাল-দেশাক্রমণের অনুমতি হইলে সেনাপতিরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনপূর্ব্বক সমরানল সন্দীপিত করিলেন। তৎকালে গোর্খাদিগের প্রধান সামন্ত দুর্দ্দান্ত আমীর সিংহ স্বীয় অধিকারের পশ্চিমভাগে প্রধান প্রধান দুর্গগুলি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য সমরকুশল জিলেস্পিকে সেই দিকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জিলেস্পি সর্ব্বাদৌ কমায়ুন-প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য দেহরাহন নগর অধিকার করিলেন; সুতরাং গোর্খাসেনাপতি বলবন্ত সিংহ পরাজিত হইয়া কালঙ্গার দুর্গে গমনপূর্ব্বক অতি সাবধানে ঐ দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অতিহৃষ্টমনাঃ ইংরাজ-সেনানী জিলেস্পিও উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ তাঁহাকে অধিক কাল সমরব্রতে দীক্ষিত থাকিতে হয় নাই, অত্যল্প দিনের মধ্যেই তিনি কালকবলে নিপতিত হইলেন। অন্যান্য বিষয়েও ইংরাজদিগের ক্ষতি হইতে লাগিল। অনন্তর অন্যতম ব্যক্তি সেই সেনাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু তিনিও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহাতেও বিস্তর ক্ষতি হইল। এইরূপে সমূহ ক্ষতির পর সারডেবিড্ অক্টরলনি যে ভাগে নেপাল-রাজের প্রধান সামন্ত অমরসিংহের সহিত সমরানল সন্দীপিত করিয়াছিলেন সেই স্থানে অতি কষ্টে জয়লাভ করাতে কথঞ্চিৎ ব্রিটিস-গবর্ণমেণ্টের সম্মান রক্ষা হয়। এই জয়লাভে নেপাল-পতি ভীত হইয়া সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। অনন্তর কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে আসিয়া উক্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু নেপাল-রাজধানী কাঠমাড়োঁ নগরীতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ হইয়া উঠিল, সুতরাং পুনর্ব্বার রক্তস্রোত প্রবাহিত না হইলে আর কোন নিষ্পত্তি হইবার উপায় রহিল না। তখন সেনাপতি অক্টরলনি পুনরায় রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তরাইর ভূমি অতিক্রমণপূর্ব্বক যখন পার্ব্বতীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন নেপালী সৈন্যেরা ঘোরতর উৎসাহসহকারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে নেপাল-গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া সৈন্যদিগকে সমরহইতে অপসারিত করত পূর্ব্বকৃত-সন্ধিপত্র-সমভিব্যাহারে ব্রিটিষ-শিবিরে এক দূত প্রেরণ করিলেন; এবং তথায় পূর্ব্বকৃত সন্ধিপত্রানুসারেই কার্য্য সাধিত হইল। এতদ্দ্বারা নেপাল-রাজধানীতে এক জন ইংরাজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন, এবং তরাই ভূমির কিয়দংশ ইংরাজাধি-

কারভুক্ত হইল। কালী নদীর পশ্চিমাংশে গোর্খা-দিগের সম্পর্কমাত্র রহিল না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর অক্টরলনি সাহেব নেপাল-যুদ্ধে বিলক্ষণ-সমর-পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া "সার" পদবী এবং তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ডময়রা "মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইবার পর গার্ডনর সাহেব রেসিডেন্ট হইয়া নেপাল-রাজ্যে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভীমসেন থাপা প্রধান-মন্ত্রি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া একাধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার উপস্থিতির কিছুকাল পরেই রাজা গীর্ব্বাণযুদ্ধ-বিক্রম-শাহ কালকবলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক ছিল না; এবং তাঁহার পুত্রেরও বয়ঃক্রম ২ বৎসরের অধিক ছিল না বলিয়া উল্লিখিত মন্ত্রী ১৮৩২ অব্দ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্য-শাসন করিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ ভীমসেনের প্রভাব প্রতিহত হইতে লাগিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সহসা রাজার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে এইরূপ জনরব হইয়া উঠিল যে ভীমসেন অথবা তাঁহার ভাগিনেয় মাতবর সিংহ বিষপ্রয়োগ করিয়া রাজকুমারের বধসাধন করিয়াছে। তদনুসারে উভয়েই ধৃত ও বন্দীকৃত হইলেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই উভয়ে মুক্ত হইয়া ভীমসেন স্বভবনে গমন করিলেন, এবং মাতবর সিংহ পঞ্জাবে গমন করিয়া তথায় লাহোরের বিচারাসনে বিচারপতি হইলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে থাপা-বংশীয়েরা বিদ্বেষী হইয়া উঠিলে নেপালরাজ পুনর্ব্বার পূর্ব্বতন মন্ত্রী ভীমসেনকে আনয়ন করিয়া কারাবাসের অনুমতি প্রদান করিলেন। তথায় উক্ত মন্ত্রির অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়াতে তিনি আত্মঘাতী হইলেন। পরে তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরের আহারার্থ রাজপথে বিক্ষিপ্ত হইল।

এইরূপে ভীমসেন থাপার মৃত্যু হইবার পর পুনরায় নেপালরাজ্যমধ্যে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধের ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। রাজপুত্রের বিবাহ ভাণ করিয়া যোধপুর, গোয়ালিয়র, নাগপুর ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে দূত প্রেরিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আপন সীমায় একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু শারদীয় জলধরের ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর মাত্র হইয়া ১৮৩৯ অব্দে নেপালরাজ আর যুদ্ধার্থ ষড়যন্ত্র করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। এবং ব্রিটিষ-সৈন্যসকল প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু পরিশেষে সে প্রতিজ্ঞা নামমাত্র হইয়াছিল। নেপালবাসীরা পুনরায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত রামনগর জমীদারীর কয়েকটী গ্রাম অধিকার করিল। সুতরাং ব্রিটিষ-গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় সৈন্যদল প্রেরণ করিতে হইল। তখন নেপালীরা অধিকৃত কয়েকটী গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিল। পরে যাবৎ নেপালরাজের সহিত আন্তরিক সন্ধিসংস্থাপন না হইয়াছিল তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইংরাজ-সৈন্যদল সীমা-প্রদেশে অবস্থিত ছিল। অনন্তর ১৮৪২ অব্দে ঐ সৈন্যদল প্রতিনিবৃত্ত হয়। পরিশেষে মহারাণীর পুত্র নগর মধ্যে অত্যন্ত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ আরম্ভ করাতে নাগরিক লোকসকল নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুযোগে অন্যতর রাণী তাঁহার উভয় পুত্রের অন্যতরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষিণী হইয়া অনিবার্য্য গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিলেন। ইত্যবসরে তিনি পঞ্জাবহইতে মাতবর সিংহকে আনাইয়া প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৪৫ অব্দে মহারাণীর অনুগৃহীত গগন-সিংহ নামক এক ব্যক্তি কৌশলক্রমে মাতবর

সিংহের প্রাণ সংহার করিলে ঐ ব্যক্তি মহারাণীর অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল; সুতরাং আর অধিক-কাল তাঁহাকে মন্ত্রিপদে বঞ্চিত থাকিতে হইল না।

সে যাহা হউক মাতবর সিংহ এবং কয়েক জন প্রধান-পদস্থ ব্যক্তি বিনষ্ট হওয়াতে জঙ্গ বহাদুরের উন্নতির দ্বার একেবারে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। তিনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অমাত্য-পদে অভিষিক্ত করাতে মহারাণীর অভীষ্ট-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে লাগিল; অতএব তিনি তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার সে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্বীয় তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া বারাণসী-নগরে প্রস্থান করিলেন। তিনি অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। এদিকে এই ব্যাপারের পর ১৮৫০ অব্দে জঙ্গ বহাদুর ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রত্যাগমনের পর ১৮৫৫ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাবসম্বলিত এক সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৩ অব্দহইতে নেপালপতি জঙ্গ বহাদুরকে দুইটী প্রদেশের উপর সর্ব্বতোমুখী-প্রভুতা-সংযুক্ত রাজপদবী প্রদান করিয়াছেন, এবং রাজপরিবারমধ্যে জঙ্গ বহাদুরের এক তনয় ও দুই তনয়ার পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের রাজবিদ্রোহের সময় মহারাজা জঙ্গ বহাদুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তচ্যুত গোরক্ষপুর ও লখ্নৌ নগর পুনরায় হস্তগতকরণ-ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। উক্ত সহায়তা ও মহত্ত্বনিবন্ধন মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী জঙ্গ বহাদুরকে "নাইট গ্রাণ্ড ক্রস অব্ বাথ্" এই উপাধি প্রদান, এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী যে প্রদেশ ব্রিটিষ অধিকারভুক্ত হইয়া সন্ধিসংস্থাপন হইয়াছিল, সেই প্রদেশ নেপাল-রাজকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সম্রাট্ অক্বরের সমাধি-মন্দির।
(সিকন্দরা।)

রতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে যে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদ উপাসনাস্থান এবং সমাধি-মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই মহাপ্রতাপশালী মোগল সম্রাটদিগের প্রতিষ্ঠিত। সেই অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের নির্ম্মিমিৎসায় তদীয় রাজধানী ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। ঐ নৃপতিগণের সুরম্য হর্ম্ম্যে, তথা হুমায়ুন-মক্বরা, তাজমহল, জুম্মামসজিদ প্রভৃতি সুন্দর সমাধি-মন্দির ও উপসনাগৃহে দিল্লী এবং আগরা মহানগরদ্বয় পরমরমণীয় শোভাসম্পন্ন হইয়া ভারতবর্ষের রাজধানী হওনের যথার্থ যোগ্য হইয়াছিল। নির্দ্দয়-কালসহকারে যদিও সেই মনোহর অট্টালিকাসকলের অনেকে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, এবং যদিও স্থানে২ ভগ্নাংশসকল নিপতিত হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে, তথাপি এখন পর্য্যন্তও তৎসমুদায় অবলোকন করিলে দর্শক দিগের মনে এক অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতার উদয় হইয়া থাকে।

যে স্থানে জগদ্বিখ্যাত অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী মহাতেজা মোগল সম্রাট্ অক্বরের দেহ সমাধিস্থ হইয়া ধরাশয্যায় শয়িত আছে, যেখানে তদীয় কীর্ত্তিকলাপসকল শশধরের ন্যায় বিমল-জ্যোতিঃ-প্রদান-পূর্ব্বক দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এবং যথায় নির্ম্মল শুক্ল প্রস্তরময় শবাধারোপরি ঐ মহাপুরুষের নাম অদ্যাপি বিমল জ্যোতি বিস্ফারিত করিতেছে, সেই মনোরম সুগঠিত সমাধি-মন্দিরের চিত্র অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল। আগরাহইতে
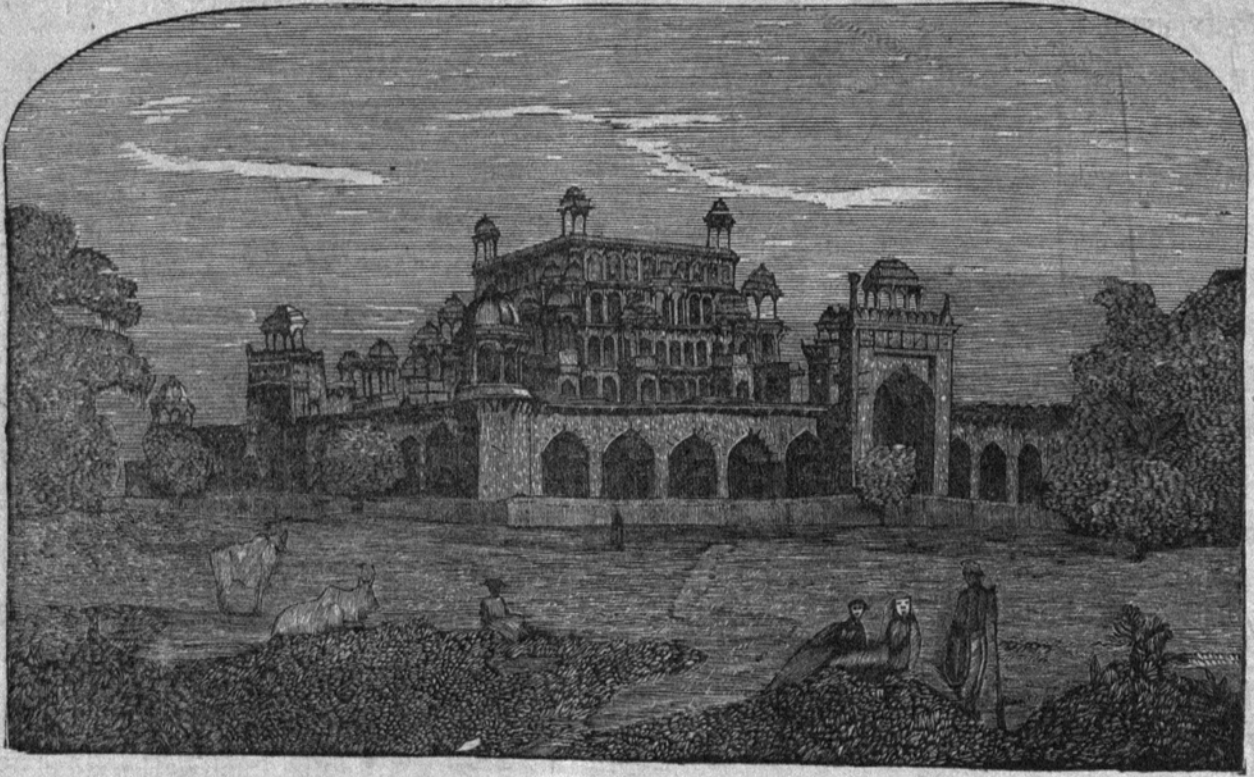
প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে, সিকন্দরা নাম্নী এক ক্ষুদ্র পল্লীর এক সুবিস্তৃত সুরম্য উদ্যান-মধ্যে সেই সুচারু প্রাসাদ উন্নতচূড় হইয়া যার পর নাই বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। ঐ রমণীয় উপবন চতুর্দ্দিগে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, এবং তাহার চতুষ্কোণে চারিটী উন্নত প্রাসাদশিখর আছে। বসন্তকালে যখন তরু-লতাদি-সকল নির্ম্মল নভোমণ্ডলের প্রীতিসাধনার্থে নব হরিদ্বসনে পরিবৃত হইয়া পরমরমণীয় রূপ ধারণ করে, বর্ষর্তুর সমাগমে যখন পাদপচয় ফলপুষ্প পরিপূর্ণ হইয়া ঘনাবৃত গগণের নিকট অবনতশিরঃ হয়, তখন সেই নিকুঞ্জবনের শোভার আর ইয়ত্তা থাকে না। তখন নবীনপল্লবাকীর্ণ বৃক্ষসকলের মধ্যদিয়া সেই লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ অসদৃশ বর্ণের সম্মিলনে বিশেষ সৌন্দর্য্যশালী বোধ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত নয়ন-রঞ্জক উদ্যানের চারিটী অপূর্ব্ব বৃহত্তোরণ আছে, তন্মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিস্ময়জনক। এই উৎকৃষ্ট বহির্দ্বার অপর তোরণের ন্যায় লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত; কিন্তু উহার প্রকাণ্ড-খিলান-বিশিষ্ট প্রশস্ত পথ, এবং শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত অত্যুচ্চ-চূড়াচতুষ্টয়ও তাহার গঠনের অনুপম শিল্প-নৈপুণ্য প্রযুক্ত তাহা অপর সকল তোরণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষীয় শিল্পিদিগের বিবেচনায় ঐ উন্নতচূড় বহির্দ্বার যে রাজপ্রাসাদের এক প্রধান অংশ তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে,এবং সিকন্দরার বৃহত্তোরণ-দৃষ্টে তাহা বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে। কথিত চূড়াচতুষ্টয় শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহার এক একটী কলিকাতার অকটর্লনী মনুমেণ্ট নামক স্তম্ভের সদৃশ বৃহৎ; পরন্তু তাহা তোরণের উপরিভাগে স্থাপিত হওয়াতে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ হইয়াছে। পরন্তু

এই ক্ষণে ঐ স্তম্ভসকলের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেহ কহে ঐ ঘটনা বজ্রপাতদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে; অপরে কহে যে হুলকর আগরা-আগমন-করণ-কালে তোপদ্বারা তাহা বিনষ্ট করেন।

প্রস্তাবিত সমাধি মন্দির দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান। অন্যান্য যাবনিক অট্টালিকাহইতে ইহার বৈলক্ষণ্য অনেক আছে। ইহার অন্তর্ভাগ শ্বেত প্রস্তর ফলকে আবৃত। আর ইহার নির্ম্মাণার্থে যে সমস্ত উপকরণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় অতি সুন্দর এবং মহামূল্য। ইহা চতুস্তলবিশিষ্ট। সর্ব্বপ্রথম তলে সম্রাট্ আক্‌বরের মৃতদেহ শ্বেতবর্ণের প্রস্তরাধারে সন্নিবেশিত আছে।

ঐ সমাধির উপরিভাগে এক দীপশিখা অনুক্ষণ প্রজ্বলিত থাকে। তথায় কতকগুলি মুসলমান ফকীর সেই দীপের রক্ষা হেতু অহরহঃ অবস্থিতি করে। তাহারা দূরদেশহইতে সমাগত পর্য্যটকদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-সহকারে মৃত সম্রাটের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং স্পষ্টই প্রকাশ করে, যে অকবরের ন্যায় সুদক্ষ এবং বিচক্ষণ সম্রাট্ কখন হয় নাই, আর কখন হইবেক না। উপর্য্যুপরিতন তলে এক এক প্রস্তর শবাধার আছে, এবং সর্ব্বোপরি ছাদে এক অতি উৎকৃষ্ট মনোহর শ্বেতবর্ণের মৃতদেহাধার দৃষ্ট হয়। তাহাতে মৃত সম্রাটের নাম খোদিত আছে। এই ছাদের সর্ব্বাংশ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে অতীব কমনীয় শ্বেত প্রস্তরের জালি আছে। দিবাকরের প্রখর করে ঐ প্রস্তরসকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের ন্যায় সমুজ্জ্বলিত হইয়া, আর চতুষ্পার্শ্বস্থচূড়োপরি রঞ্জিত প্রস্তর-ফলকসকল সৌররশ্মি প্রতিবিম্বিত করিয়া, দর্শকদিগের যৎপরোনাস্তি প্রীতিসাধন করিয়া থাকে।

পদ্মপুষ্পের প্রতি।

আমরি! আমরি! একি শোভা মনোহরা,
সরোবরে সমুদিত অপূর্ব্ব অপসরা!
নীলকান্ত-মণি-নিভ সরসীর নীর,
তাহে পদ্মরাগ-প্রভা প্রকাশে রুচির।
প্রসারিত মরকত পুঞ্জ পুঞ্জ দল,
পরাগের রাগ যেন বৈদূর্য্য বিমল।
অপরূপ অয়স্কান্ত মধুপ-মণ্ডল
উড়ে পড়ে আকর্ষণে বিলাসে বিহ্বল।
আহা মরি! কি মাধুরী ধরে কর্ণিকার!
ঈষৎ বীজের শ্রেণী দশন আকার!
এমন হাস্যের ছটা কোথা দৃশ্যমান?
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

সকল সৌন্দর্য্যসহ তুমি উপমেয়;
সকল সৌভাগ্য দেখি তোমার আধেয়।
মূর্ত্তিমতী প্রজ্ঞা সতী, দেবী সরস্বতী,
হে নলিনি, তোমার নিকুঞ্জে নিবসতি।
শ্রীরূপিণী সিন্ধুবালা, চঞ্চলা কমলা,
তোমার নামেতে তাঁর খ্যাতি সমুজ্জ্বলা।
নিরবধি তোমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান —
দুই কর কমলেতে তুমি শোভমান।
তুমি সেই কামিনীর ছিলে হে আধার,
কমলদহেতে যেই করিল বিকার;
নিরখি শ্রীমন্ত সাধু হারাইল জ্ঞান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কুসুমের সার তুমি, শোভার নিধান,
নিজে নিরুপমা, উপমার উপাদান।
ললিতলাবণ্যবতী ললনার সহ
উপমার উপযোগী আর কেবা কহ?
অতুল রাতুল তব, সাদৃশ্য শোভন,
অভিলাষি কর, পদ, নয়ন, বদন।

নব কলিকার সুকুমার সে আকার
ধরিবারে উরসিজে বাসনা অপার।
মৃণাললালিত্য লভ্যে বাহুতে প্রয়াস;
তব মধু সঞ্চয়নে অধরের আশ।
বিফল প্রয়াস আশ; সবে হতমান;
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

যে কালে ছিল না এই জগত প্রকাশ;
নাস্তি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, আকাশ;
সকলের মূলাধার, সর্ব্ববীজ যেই,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মতে মাত্র আবির্ভূত সেই;
পুরাণে প্রসিদ্ধ সেই পুরুষ প্রধান,
করিবারে এই সব সৃষ্টির বিধান,
অনন্তে অনন্তশায়ী ক্ষীরোদ সাগরে,
তোমারে করিলা সৃষ্টি নাভি-সরোবরে।
তুমি আদ্যসৃষ্ট তাহে শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
তোমাতে প্রজাত প্রজাপতি মহাশয়।
সর্ব্বজন পিতামহ তোমার সন্তান।
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

তীর্থগণমাঝে যথা পুরী বারাণসী,
গোপীগণ মাঝে যথা রাধা গরীয়সী,
নক্ষত্র-সমাজে যথা রোহিণী রূপসী,
অপ্সরার মধ্যে যথা প্রধানা উর্ব্বসী,
অমরীমণ্ডলে যথা বাসব-প্রেয়সী,
পুষ্পরাজ্যে কমলিনী সেরূপ শ্রেয়সী।
কুমুদ মন্ত্রিণী তব, তুমি হে মহিষী;
তোমার সুষুপ্তি-কালে জাগে সেই নিশী।
সহদলবলে যবে থাক হে বিকসি,
ইন্দ্রের অমরাবতী হয় সে সরসী।
প্রণত তোমার পদে হয় হে ধীমন, *
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

* কোন জর্মণ জানিপ্রবর পদ্ম পুষ্পকে প্রথম নিরীক্ষণ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

গণনায় দুই পুষ্প ধরাতে প্রধান,
শোভা আর সুরভির নিয়ত নিধান।
উভয়েই সর্ব্ব অগ্রে জাত এই দেশে; *
উভয়েই এক নামে বিখ্যাত বিশেষে।
শ্বেত রক্ত উভয়েই দুই বর্ণ ধর;
উভয়ের নালে আছে কণ্টকনিকর।
উভয়েই কবিজনগণ-মনোহর;
কালে কালে কত কাব্যে কলিত সুন্দর।
কিন্তু তব তুলনায় মানিয়া লাঘব
দেশান্তরে গোলাবের বাড়িল গৌরব।
সর্ব্বকালে সমভাবে তোমার সম্মান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

সুখের পদার্থ তুমি অসুখের নও;
তাপ আর হিম সমতায় সুখে রও।
বরষায় প্রপীড়িত হও হে নলিনি;
হেমন্ত-শিশিরে তব প্রতিভা মলিনী;
বসন্তে বিপুল শোভা বাড়ে অতিশয়,
সরোবর হয় যেন কমলা-নিলয়।
কি আর বর্ণিব শোভা, ওহে শতপত্র,†
শরদের শিরে যবে হও আতপত্র,
মরকত দণ্ডোপরে রক্ত মখমল্,
নীহারের মুক্তা হারে করে ঝল্ মল্।
কাঞ্চনকলস কর্ণিকার জ্যোতিষ্মান্,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

প্রেমের ভাণ্ডার তুমি, এই সে কারণ
তব অনুগত কত হেরি জীবগণ।
চিরকাল তব প্রেমে মত্ত মধুকর,
ধূর্ত্তশিরোমণি বলি খ্যাত চরাচর,
মধুস্বরে চাটুবাদে করি গুঞ্জরণ,
মধুক্ষয়ে অন্য ফুলে করে পলায়ন।
পাতকী কখন কর্ম্ম-ফল কি এড়ায়?
কেতকী-কণ্টকে তার ছিন্ন ভিন্ন কায়।
অপর কৃতঘ্ন করী, সুবাসিত বারি
পান করি, তব মূল উচ্ছেদন-কারী।
সে কলুষে অঙ্কুশে ললাট খান খান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কবির সর্ব্বস্ব তুমি, ভারতে বিশেষ;
তোমা ধরি ধরামধ্যে ধন্য এই দেশ;
বিরহ-অনল শান্ত সুকোমল দলে;
তব বীজ,জপমালা সিদ্ধ-করতলে;
সুজনে সুজনে প্রেম যদি ভঙ্গ হয়,
তব সূত্র সহ তবু উপমান রয়।
বর্ণিবারে কেবা পারে, ওহে কোকনদ,
তোমার সুরভি-ভার ইন্দ্রের সম্পদ;
মলয়-পবন হরি সেই সব ধন
কেন বা অরণ্য-দেশে করে বিতরণ।
তব মকরন্দ অন্ধে করে দৃষ্টিদান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

স্বপ্নদর্শী কাল্পনিক তন্ত্রীর কল্পনা,
ভীষণ ভাবনা তার, কত বিভাবনা,
দেহ মধ্যে ফুটাইল কত বা কমল।
দুই, চারি, ছয়, আট, দশ, বারো দল।
তিন-গুণ-ময়ী নাড়ী, মৃণালিকা তায়
খেলিছে মরালবর, বর্ণনে না যায়।
কে দেখেছে এসব কাল বিচিত্র সরোজ,
দেহ চিরি অস্ত্রবৈদ্য না পাইল খোজ।
প্রাকৃতিক মানসিক দুই রূপ তব।
মানসিক রূপ কভু দর্শন সম্ভব!
সে জেনেছে যে পেয়েছে সে রূপসন্ধান,

* ইউরোপীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা-বিশারদ কোন কোন মহাশয়ের মতে গোলাব ভারতবর্ষীয় পুষ্প।

† "শতপত্র" এই নাম পদ্ম এবং গোলাব উভয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নিরুপম পুষ্প তুমি, কেতব সমান?

বিগত-যামিনীযোগে স্বপনসঞ্চার,
কি হেরিনু অপরূপ, দেখিব কি আর?
হে মিত্র, * মোহিনী তুমি এক সরোবরে
ভাসিতেছ যেন প্রফুল্লিত কলেবরে।
মিত্রের নির্দ্দেশে আমি নামিলাম জলে,
ধাইলাম ধরিবারে তোরে, লো চপলে।
যত যাই তত তুমি, চলিলে অন্তরে,
অপসরার বেশে শেষে মোহিলে অন্তরে।
প্রসারিতকরে ধাই, ব্যাকুলিত প্রাণ,
অমনি হাসিয়ে তুমি হল্যে অন্তর্ধান।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর; দুঃখে হতজ্ঞান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কটক
১ মাঘ ১৭৮৯ শকাব্দা

র, ল, ব,

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"সংযুক্তা-স্বয়ংবর। নাটক। শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত প্রণীত।" এই ক্ষুদ্র নাটকখানি আমাদিগের সমাদরণীয় হইয়াছে। ইহাতে যে ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ণিত আছে তাহা হিন্দু-স্বাধীনতা-উচ্ছিন্ন হইবার একটী প্রধান কারণ। ইহা পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ বিদিত আছে যে হিন্দুরাজন্যবর্গের মধ্যে কেহই সমস্ত ভারতবর্ষে একচ্ছত্রে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষাবিখ্যাত দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত রাজারাও ভারতবর্ষমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন ছিলেন না। পাণ্ডব-চূড়ামণি যুধিষ্ঠির হিন্দুরাজাদিগের মধ্যে এক জন অতিপ্রধান ছিলেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু তাঁহার রাজ্য তাদৃশ বিস্তীর্ণ ছিল এমত কোন প্রমাণ বা প্রবাদ নাই। বিভিন্ন রাজপাট ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর পরস্পর অতি সন্নিকট ছিল; এবং যুধিষ্ঠিরের সমকালে বিরাট, কান্যকুব্জ, কাশী, গুজরাট, মগধ প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র ২ স্বাধীন রাজা সকল বিরাজমান ছিলেন। অশোক রাজার রাজ্য যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অপেক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল; তাহার সীমা দক্ষিণে কটক, পূর্ব্বে ত্রিহুত, উত্তরে হিমালয়, ও পশ্চিমে গুজরাট ও কাবুলের অন্তর্গত কাপর্দগিরি পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অদ্যাপি ঐ সকল স্থানে উক্ত রাজার অনুশাসন-পত্রসকল পাষাণে খোদিত দেখা যায়। অশোকের পরে কোন ভারতবর্ষীয় হিন্দু কি বৌদ্ধ রাজা তাদৃশ বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। যে কালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আগমন করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে এই দেশ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন রাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল; তন্মধ্যে দিল্লীতে চোহান-বংশীয় পৃথ্বীরায় ও কনোজে জয়চন্দ্র প্রধান এবং বীরাগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। উহাঁরা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে সঙ্কল্পিত হইলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতেন। পরন্তু প্রতিবাসীর বিরুদ্ধ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের অত্যন্ত দ্বেষী ছিলেন, এবং পরস্পরের অনিষ্ট-সাধনে কদাপি ত্রুটি করেন নাই। একদা জয়চন্দ্র তাঁহার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর উপলক্ষে এক মহাসভা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপবংশাবতংসেরা [illegible] দি-

* সূর্য্য।

ল্লাধিপতি পৃথ্বীরায় তথায় অনাহূত ছিলেন। তিনি ঐ অবকাশে এক সহস্র পারদক্ষ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া গোপনে কান্যকুব্জে আসিয়া সংযুক্তাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করেন। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত দত্তজ তাঁহার অভিনব নাটক খানি গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহার আদি বর্ণনা "পৃথ্বীরায় রায়সা" নামক হিন্দী মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। ঐ কাব্য পৃথ্বীরায়ের প্রিয়সহচর ও কুলাচার্য্য চাঁদ কবিকর্তৃক বিরচিত, ও কবিত্ব-বিষয়ে অত্যন্ত সুবিখ্যাত। পরন্তু তাহাতে কেবল ঐতিহাসিক ও সৌর্য্যগুণের বর্ণন থাকায় ইদানীন্তনের নির্বীর্য্য হিন্দুদিগদ্বারা অনাদৃত হইয়া উহা অধুনা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। চত্বারিংশ বৎসর হইল সুবিখ্যাত রাজপুত্র-ইতিহাস-লেখক উহার একখানি অনেক ক্লেশে সঙ্গ্রহ করিয়া তাহাহইতে সংযুক্তার স্বয়ংবর-বিবরণ ইংরাজীতে অনুবাদিত করেন। তাহাহইতে দত্তজ আপন নাটকের আখ্যায়িকা সঙ্গৃহীত করিয়াছেন। আমরা স্বয়ং ঐ মূলগ্রন্থ দেখিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসরাবধি চেষ্টান্বিত ছিলাম, এবং সম্প্রতি আমাদিগের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। কাশ্মীর মহারাজের পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ একখানি ছিল, এবং মহারাজের অনুগ্রহে আমরা তাহার দর্শন পাইয়াছি। উহা সম্পূর্ণ কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; বোধ হয় তাহার আরম্ভে কিঞ্চিৎ খণ্ডিত হইয়াছে, যেহেতু তাহাতে কোন মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয় না, এবং আখ্যায়িকা হঠাৎ অনঙ্গপালের দিল্লীতে আগমন-বিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে। পরন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা প্রশস্ত তিন শত অষ্টচত্বারিংশ পৃষ্ঠাপরিমিত, এবং তাহাতে একত্রিংশৎ বিষয়ের বর্ণন আছে; তদ্যথা; ১, অনঙ্গপালের দিল্লীতে আগমন; ২, ঘঘর নদীর যুদ্ধ; ৩, কর্ণাটে বিজয়যাত্রা; ৪, চন্দ্রাবতীর বিবাহ; ৫, জৈতরায়ের রাজ্যগ্রহণ; ৬, কাঙ্গরারাজের পরাজয়; ৭, হংসাবতীর বিবাহ; ৮, পাহাড়রায়ের রাজ্যাপহরণ; ৯, বরুণ-প্রস্তাব; ১০, সোমেশ্বরের বধ; ১১, পজ্জুন-রাজের পরাজয়; ১২, চাঁদ কবির দ্বারকা-যাত্রা; ১৩, কৈমাসের পরাজয়; ১৪, ভীমভট্টের বিনাশ; ১৫, সংযুক্তার হরণ; ১৬, বিনয়-মঙ্গল-বিবরণ; ১৭, শুক-সংবাদ; ১৮, বালুকারায়ের পরাজয় ও বধ; ১৯, পজ্জুনের রাজ্য-গ্রহণ; ২০, পঙ্গসামন্তের যুদ্ধ; ২১, শাপিত শিকার; ২২, দিল্লীর বিবরণ; ২৩, জঙ্গম-কথা; ২৪, ষড়্ঋতুবর্ণন; ২৫, যজ্ঞকালবর্ণন; ২৬, বালুকারায়ের জীবনচরিত; ২৭, কৈমাসের পরাজয় ও বধ; ২৮, কেদারের দুর্গবর্ণন; ২৯, কান্যকুব্জ-বর্ণন; ৩০, বড়াবেড়ী; ৩১, বাণবেধ। এই সকল প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে যে আমাদিগের প্রাচীন কবিরা আধুনিকদিগের ন্যায় কেবল অশ্লীল আদিরসে মত্ত না হইয়া যথার্থ পৌরুষ-ধর্ম্মের অনুগামী ও তাহার অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদিগের পাঠক ও শ্রোতৃবর্গও ঐ রসের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেন; ফলে তাঁহারা স্বয়ং বীর্য্য-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং বীরের মহিমা প্রকৃত অনুভব করিতে পারিতেন। তৎকালের মহিলারাও ঐ রসের সম্যগ্ অনুরাগিণী ছিলেন; এবং তদ্ধেতুই "বীরপ্রসূ হও" এই আশীর্ব্বাদ অপর সকল আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা গরীয়ান্ বোধ করিতেন। হায়! হিন্দুমহিলারা কি আর কখন ঐ আশীর্ব্বাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন! আর সেই ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলের সময় কি পুনরায় উদিত হইবেক।

২। "সুশীলা-বীরসিংহ নাটক। সেক্সপিয়র কৃত নাটক-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বিরচিত।" এই

গ্রন্থখানিও আমাদিগের বিশেষ উপাদেয়। ইহাতে ইউরোপীয়-কালীদাস সেক্‌সপিয়রের অপূর্ব্ব রস-বর্ণনের আভাষ বাঙ্গালীপাঠকদিগের মোদনার্থে দেশভাষায় প্রতিবিম্বিত করা হইয়াছে। সেক্‌স-পিয়রের নাম বোধ হয়, পাঠকবৃন্দ অনেকেই শ্রুত আছেন। ঐ মহাকবি দুই শত বৎসর হইল ইংলণ্ডে বিরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-বৃত্তান্ত বিশেষ প্রচার নাই; এবং যাহাও জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা কোন মতে বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। আমাদিগের কালী-দাসের ন্যায় তিনি বাল্যে বিদ্যাশিক্ষায় বিমুখ ছিলেন, এবং স্বদেশমান্য গ্রীক ও লাতিন ভাষার কোন আলোচনা করেন নাই। পরন্তু কালীদাসের ন্যায় তিনি বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ছিলেন, এবং সেই প্রসাদে কবিত্ব-বিষয়ে অদ্বি-তীয় হইয়াছিলেন। নাটক-রচনাই তাঁহার প্রিয় ছিল, এবং তাহাতে তিনি যেরূপ সিদ্ধসঙ্কল্প ও পারদক্ষ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আর কুত্রাপি কোন কালে কোন কবি হইতে পারেন নাই। গ্রীস-দেশীয় প্রাচীন কবিরা নাটক-বিষয়ে বি-শেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁ-হাদের রচনা সেকসপিয়রের উৎকৃষ্ট রচনার সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না। স্পেন-দেশীয় সুবিখ্যাত কবি লোপদি বাগা প্রায় দুই শত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সদৃশ নাটকপ্রসূ বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর কেহ হয়েন নাই; অপর তাঁহার নাটকসকল স্বদেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল; পরন্তু তাহার মধ্যে কিছুই সেক্‌সপিয়রের উৎকৃষ্ট কোন নাটকের সহিত তুল-নীয় হইতে পারে না। ফ্রান্‌স-দেশে অনেক নাটক-কার হইয়া গিয়াছেন, এবং প্রহসন-বিষয়ে তাঁহা-দের কোন২ রচনা বিশেষ আদরণীয় বটে; পরন্তু তাহাও সেক্‌সপিয়রের নাটকের সহিত তুলনীয় নহে। আমাদিগের ইহা সামান্য গরিমার বিষয় নহে যে আমাদিগের কালীদাসকৃত "শকুন্তলা" সেক্‌সপিয়রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের সর্ব্বতোভাবে তুল্য হইয়াছে। হাব ভাব কবিত্ব কৌশল কোন বিষয়েই শকুন্তলা সেক্‌সপিয়রের রচনা-অপেক্ষা কনিষ্ঠ নহে। পরন্তু কালীদাসের দুই খানি মাত্র নাটক বর্ত্তমান আছে, এবং তদুভয়ই আদিরস-বর্ণনে নিযুক্ত; তাহাতে অন্যরসের বিশেষ বি-ন্যাস নাই। সেক্‌সপিয়রের ত্রিশতটী নাটক বর্ত্ত-মান আছে, এবং তাহাতে বীর করুণ রৌদ্রাদি সকল রসেরই প্রাধান্য দেখা যায়; ঐ সকল রস অপূর্ব্ব চমৎকারিতার সহিত বর্ণিত হই-য়াছে, তাহার সাদৃশ্য অন্য কোন গ্রন্থে প্রাপ্য নহে। অপর তাঁহার নাটকে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের যাহার যে ভাব উদ্দেশ্য হইয়াছে তাহার এরূপ অসদৃশ লক্ষণ বিনিযুক্ত হইয়াছে যে তাহা তত্ত-দ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠা মনে হয় আমাদিগের দেশে প্রবাদ আছে যে উৎকৃষ্ট গায়ক সঙ্গীতস্বরে রা-গরাগিণীর স্বস্বশরীরে আবির্ভাব করিতে পা-রেন; সেক্‌সপিয়র সেই রূপ বাক্যবিন্যাসে কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা দ্বেষ অসূয়া প্রভৃতি সকল ভাবের মূর্ত্তিমান্ উদয় করিয়াছেন। এ কথা এতদ্দেশীয় অনেকের প্রতি অসম্ভব হইতে পারে। পরন্তু যাহারা সেক্‌সপিয়রকৃত "হামলেট" কি "মেকবেথ" কি "ওফেলো" কি "রোমিও এণ্ড জুলিএট" নামক নাটক বুঝিয়া পাঠ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অনায়াসেই সম্যক্ অনুভূত হইবে যে ঐ সকল নাটক স্বস্ব-বিষয়ে পৃথিবীতে আদর্শস্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহাদের সহিত তুলনায় কোন নাটক তাহার কি পর্য্যন্ত নিকটে আসিতে পারে তদনুসারে তাহার গুণের নির্ণয় হয়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৮ খণ্ড

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্।

খ্রীষ্টীয় শকের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সংস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন এরূপ কেহই মনে করেন নাই যে, এই ব্যবসায়ী লোকেরা এতদ্দেশীয় নরপতিদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগের একাধিপত্য সংস্থাপন করিবেক, এবং হিমাচলহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আর সিন্ধু নদের পশ্চিম-পার্শ্বহইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপার্শ্বপর্য্যন্ত, যার পর নাই বিপুল সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্ব্বক, মোগলদিগের অপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খলরূপে এবং আফগানদিগের অপেক্ষা প্রবলপরাক্রমে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিবেক। ইউরোপের পশ্চিমাংশে আৎলান্তিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপদ্বয়হইতে সমাগত কতিপয় বণিকেরা যে এই ভারতভূমির

ভূপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এবং ভাগ্যদেবীর কি অপার শক্তি! যাঁহারা পূর্ব্বে সনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা উপহার প্রেরণপূর্ব্বক সম্রাটদিগের নিকট অবনতশিরঃ হইয়া অগ্রসর হইতেন, যাঁহারা অত্যল্প ভূমির অধিকার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও অবশেষে ধনলিপ্সু প্রতিনিধিগণের নিকটে অশেষবিধ অবমাননা সহ্য করিতেন, তাঁহারাই এক্ষণে এই ভারতভূমির সন্তানদিগের ভাগ্যনিয়ন্তা, এবং নরপতিদিগের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছেন—তাঁহাদেরই মুখাপেক্ষ হইয়া কত শত সিংহাসনচ্যুত নরপতি বৃত্তিভোগে জীবন যাপন করিতেছেন!

যে ব্যক্তির পরাক্রমে ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যে এ বিশাল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল তাঁহার নাম রবর্ট ক্লাইব্। মোগল-রাজ্যের চরমদশা উপস্থিত হইলে, যখন পশ্চিমদিগ্‌হইতে এক বিজিগীষু পারশ্য ভূপতি ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক দিল্লী নগর লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করিয়া সিন্ধু নদের অপরপারে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; যখন এক জন আফ্‌গান পূর্ব্ববিজয়ীর অনুগামী হইয়া বারত্রয় উপদ্রবের পর মোগল-রাজ্যের অবশিষ্ট ঐশ্বর্য্য একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর অধীশ্বরকে নিঃসত্ব করিয়াছিলেন; যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুসংখ্যক হয়-সাহায্যে চতুর্দিক্‌স্থপ্রদেশ সকল স্বাধীন করিয়া ভারতবর্ষের রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল; যখন সম্রাট্‌দিগের এতাদৃশ দুরবস্থা সন্দর্শনে রাজ্যান্তর্গত প্রদেশস্থ প্রতিনিধিরাও অভ্যুত্থানে প্রণোদিত এবং স্বাধীনতালাভ-মানসে সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিল; ফলে যখন সকলেই অরাজকরূপ সুযোগ পাইয়া স্ব স্ব অবস্থার উন্নতিসাধনজন্য নানা উপায়োদ্ভাবন করিতেছিল, তখন উপরি উক্ত তরুণবয়স্ক ইংরাজপুরুষ প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কয়েক বৎসর কোম্পানির বাণিজ্য-কার্য্যে কালক্ষেপ করিয়া তিনি সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন, এবং অল্পকালমধ্যে স্বীয় অনুপম বুদ্ধি-কৌশলে ও অসামান্য-সাহস-সহকারে দক্ষিণদেশীয় বিগ্রহে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে, তিনি নবাব শিরাজুদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজদিগের রাজ্যের সূত্রপাত করেন, এবং অবশেষে পলাতক দিল্লীশ্বরকে বক্‌সর প্রদেশে পরাভূত করিয়া বাঙ্গলা বেহার এবং উড়িষ্যা এই প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়েন। ক্লাইব্ ভারতবর্ষহইতে প্রতিগমন করিলে তদীয় উপার্জ্জিত রাজ্য দৃঢ়ীভূত করেন, যিনি এদেশের প্রথম গবর্ণর জেনেরল হন, যিনি নানাবিধ ন্যায়বিরুদ্ধ অহিতাচরণদ্বারা স্বীয় নাম চিরনিন্দনীয় করেন, যিনি অযোধ্যার বিধবা বেগমদিগের স্বত্ব বিলুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পরিপূরিত করিয়াছিলেন, যিনি নিরীহ রোহিলাদিগের প্রাণবধের নিমিত্ত অযোধ্যাধিপতিকে স্বীয়সৈন্য সামন্ত এক প্রকারে বিক্রয় করিয়াছিলেন, যিনি আপনি নিষ্কণ্টক হইবার জন্য রাজা নন্দকুমারকে বিচারের ষড়যন্ত্রে অভিভূত করিয়া অবশেষে উদ্বন্ধনদ্বারা তাহার প্রাণনাশের অনুমতি প্রদান করেন, যিনি দশ বৎসর রাজ্যশাসনের পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় অভিযুক্ত হইয়া কএক বৎসর পরে কেবল স্বদেশীয় কএক জন প্রধানের অনুগ্রহে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই দুর্বিখ্যাত শাসনপতির জীবন বৃত্তান্ত আমরা এই প্রস্তাবে সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিব।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত উষ্টর প্রদেশে ডেলিস্‌ফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। তথায় অতি প্রাচীন কালাবধি প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত এক ঘর

ভূম্যধিকারী বাস করিত। লোক-পরম্পরায় কথিত আছে যে, সুবিখ্যাত নরপতি আল্‌ফ্রেডের পূর্ব্বেও উক্ত বংশ সাতিশয় প্রভাবশালী ও গৌরবান্বিত ছিল। এতাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত বংশ সসম্মানে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া প্রথম-চার্লসের সময়ে রাজ্যান্তর্গত বিগ্রহসম্বন্ধে উচ্ছিন্ন প্রায় হয়। সেই বিপুলবংশে একমাত্র বংশধর অবশিষ্ট ছিলেন, এবং তিনিও গ্রামস্থ লোকের এক সামান্য পৌরোহিত্য-কার্য্যে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হোআর্ড অতি সচ্চরিত্র ও সৎগুণশালী, ও কনিষ্ঠ পিনাষ্টন অতি উগ্র-স্বভাব ছিল; শেষোক্তটী হিতাহিত বিবেকশূন্যতাপ্রযুক্ত ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বৎসরদ্বয়মধ্যে এক শিশু সন্তান রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই পিতৃহীন শিশুর নাম ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৬ষ্ঠ দিবসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মাতারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তিনি পিতামহের আশ্রয়ে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

ওয়ারেন্ বাল্যাবস্থায় গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে কৃষক সন্তানগণের সহিত একাসনে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন; কিন্তু প্রথমাবধি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিশক্তি, অনুপম সাহস ও অন্যান্য সুলক্ষণসকল বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল। পাঠে তিনি যৎপরোনাস্তি মনোনিবেশ করিতেন, এবং বিদ্যালয়ে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিসকল শ্রবণ করিতে তিনি সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, এবং ডেলিস্‌ফোর্ড গ্রামের অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্ত পৈতৃক নাম তিনি পুনরায় প্রকাশিত করিবেন, এই আশা তাঁহার মনোমধ্যে সতত উদ্ভূত হইত। আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হোআর্ড তাঁহার অধ্যয়ন-ব্যয়ের ভারগ্রহণে সম্মত হইলে, তিনি লণ্ডন নগরীস্থিত নিউইংটন্ নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। পরে দুই বৎসর তথায় অবস্থিতি করিয়া ডাক্তর নিকলসের অধীনস্থ বিখ্যাত ওয়েষ্টমিনিষ্টর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে হেষ্টিংস্ সমধিক যত্ন ও আয়াস সহকারে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হন। তদীয় নাম বিদ্যালয়ের বৃহৎ শয়নাগারের পার্শ্বে সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ণে খোদিত হইয়া অদ্যাপিও তাঁহার সেই সম্মান-সূচক ঘটনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সন্তরণ, নৌকাচালন এবং অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামেও তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন, এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীরা সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর ও স্নেহ করিত। কাউপর, চর্চহিল্, কোলমান্, কম্বরলণ্ড এবং ইলাইজা ইম্পে এই কয়েক ব্যক্তির সহিত হেষ্টিংসের বিশেষ বন্ধুত্ব ও পরম সৌহৃদ্য ছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালপর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিয়া তিনি ক্রাইষ্ট চর্চ নামক কালেজের বৃত্তিলাভমানসে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এমত সময়ে এক অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে বিদ্যোপার্জ্জনে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠতাত হোআর্ড এই সময়ে মানব-লীলা সংবরণ করেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক দূরস্থিত আত্মীয়ের গলগ্রহস্বরূপ রাখিয়া যান। ওয়ারেন্ সেই অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বণিকের কার্য্যালয়ে কয়েক মাস কালযাপন করেন, এবং অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতবর্ষে এক সামান্য লেখনীজীবীর

কর্ম্মে নিযোজিত হন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং প্রায় ছয় মাস পরে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া, কলিকাতা নগরে সেক্রেটরির আফিসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। হেষ্টিংস্ কলিকাতায় দুই বৎসর কাল সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, তাঁহাকে ভাগীরথীতীরে মুরশিদাবাদের সন্নিকটস্থ কাসিমবাজার নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। তথায় ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থে বহুকালাবধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কোম্পানির ব্যবসায়-কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য হেষ্টিংস্ তথায় নিযোজিত হন, এবং যত্ন ও পরিশ্রম প্রযুক্ত উপরিস্থিত কর্ম্মচারিদিগের নিকট তিনি সাতিশয় সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে ভারতীয় মহাকার্য্যক্ষেত্রে নানাবিধ শুভাশুভ ফলোৎপাদিকা ঘটনার উৎপত্তি-জনক কারণসকল সঞ্চার হইতেছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে কর্ণাট রাজ্যের উত্তরাধিকারসম্বন্ধে যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে সুবিখ্যাত ক্লাইবের প্রভাবে ইংরাজদিগের পরাক্রমের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তদীয় হীনবল পৌত্র পিতামহের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্দ্দান্ত নরপতি নানা অত্যাচারদ্বারা প্রজাদিগকে প্রপীড়িত এবং অশেষবিধ অনিষ্টোৎপাদক উপায়াবলম্বনে রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়া, অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হন। কাসিমবাজারস্থ ইংরাজদের কুঠীসকল লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করিয়া তিনি বহুসঙ্খ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ নগর অবরুদ্ধ করিয়া তত্রত্য বিদেশীয় বণিক্‌দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

নবাব কাসিমবাজার আক্রমণ করিলে হেষ্টিংস্ এবং অন্যান্য ইংরাজকর্ম্মচারীরা সেই যবনের হস্তে পতিত হন, কিন্তু কেবল ওলন্দাজদিগের অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ কারাবাসহইতে রক্ষা পান। তথাপি মুরশিদাবাদে পরাধীনরূপে তাঁহাদের কালযাপন করিতে হইয়াছিল। হেষ্টিংস্ অব্যবহিত পরে কোন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অতি গোপনভাবে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভাগীরথীর সঙ্গমসন্নিহিত পলতা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হন। সেই ভীষণ অরণ্যাবৃত জলময় বিজন স্থানে কলিকাতাহইতে পলায়িত ইংরাজেরা অবস্থিতি করিতেছিল। হেষ্টিংস্ তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন যে, নবাবের বিনাশের নিমিত্ত ষড়যন্ত্র কিয়ৎকালপূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছে, এবং অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তে ও সাতিশয় আহ্লাদসহকারে সেই পরামর্শিদিগের মনস্কামসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মান্দ্রাজহইতে সুবিখ্যাত ক্লাইব এবং রণপোতাধ্যক্ষ ওয়াটসন্ কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে উল্লিখিত দ্বীপতটে উপনীত হন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে সকলে সমবেত হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং ঐ নগর হস্তগত করিয়া অল্পকালমধ্যে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাস্ত করেন। শিরাজুদ্দৌলা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত ইংরাজকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া অতি হীনবেশে ও দীনভাবে পলায়ন করিলে, বৃদ্ধ মীর্ জাফর সকলের সম্মতিক্রমে তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। হেষ্টিংস্ সেই নূতন নবাবের রাজধানীতে প্রা[illegible]তিনিধিস্বরূপে

অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং এই বর্ষচতুষ্টয়মধ্যে তিনি চতুরতা বিচক্ষণতা ও রাজকার্য্য-দক্ষতা প্রভৃতি গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন।

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাস্থ শাসনপতির সভার এক সভ্যপদে মনোনীত হন, এবং তন্নিমিত্ত মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বান্‌সিটার্ট নামে এক জন কোম্পানির প্রাচীন কর্ম্মচারী সুবিখ্যাত ক্লাইবের পদে অধিরূঢ় হইয়া ইংরাজদিগের নূতন রাজ্যের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। তদীয় শাসনসময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীমাত্রেই এতদ্দেশীয় প্রজাদিগকে নানা রূপে প্রপীড়িত করিত, আর অশেষবিধ অত্যাচারদ্বারা কেবল অর্থোপার্জ্জনে সতত তৎপর থাকিত। হেষ্টিংস্ যদিও সর্ব্বদা সৎপথের পান্থ ছিলেন না, এবং যদিও তাঁহার মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় প্রবল ছিল, তথাপি তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ন্যায় অন্যায় অর্থোপার্জ্জন-দোষে সম্পূর্ণ দূষিত হন নাই। যৎকিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া তিনি ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার মানসে, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক অর্ণবপোতে যাত্রা করেন, এবং কয়েক মাস পরে নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হন। আমরা হেষ্টিংসকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিলাম। এতাবৎ কালপর্য্যন্ত তিনি উত্তমরূপে সর্ব্বসাধারণের পরিজ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত এখনও অনেক অবশিষ্ট রহিল, আমরা অপর সংখ্যায় তৎসমুদায় সঙ্কলিত করিতে সচেষ্টিত হইব।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সেঁউতী বাই।

বহুদিন হইল অগ্রবন প্রদেশে সিংহরাজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্মীদাস নামে এক পুত্র ছিল। নরপতি ঐ পুত্রটীকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন। যুবরাজ দেখিতে অতি সুরূপ ছিলেন, এবং পার্ব্বতী বাই নাম্নী এক পরম রূপবতী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিংহরাজের মন্ত্রীর সেঁউতী নামে একটী কন্যা ছিল। ঐ কন্যাটী যেমন অলোকসামান্য-রূপবতী তদনুরূপ গুণবতীও ছিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মীদাস ঘটনাক্রমে মন্ত্রিকন্যাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু এই বৃত্তান্ত সিংহরাজের কর্ণগোচর হইলে, তিনি একেবারে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং যুবরাজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মীদাস, আমার রাজ্যে উৎকৃষ্ট অথবা মহার্হ এমন কিছুই নাই যাহাহইতে আমি তোমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি; বিশেষতঃ তোমার সহধর্ম্মিণী পার্ব্বতীও আশানুরূপসুন্দরী; কিন্তু তথাপি তুমি দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছ; ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহা হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, বরং আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, আমার চতুঃপার্শ্বস্থ রাজগণের শত শত কন্যা আছে; তাহারা তোমার মহিষী হইতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া মানিবে। অতএব যদি ইচ্ছা হয় তাহাদিগের কাহাকে বিবাহ কর। মন্ত্রিকন্যাকে বিবাহ করা তোমার মত লোকের একান্ত অগৌরবের বিষয়। ইহা জানিয়াও যদি

তুমি একার্য্যে অগ্রসর হও, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি তোমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিব। স্নেহের অনুরোধ কখনই আমাকে এ বিষয় হইতে বিরত করিতে পারিবে না।"

লক্ষ্মীদাস পিতার এই ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সেঁউতী বাইকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। নরপতি শুনিবামাত্র অবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্য-পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। কিন্তু অপত্যস্নেহের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা, তথাপি তিনি যুবরাজের সঙ্গে অনেকগুলি হস্তী, অশ্ব ও যান বাহনাদি পাঠাইলেন।

এই রূপে যুবরাজ লক্ষ্মীদাস তাঁহার দুই মহিলার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহার নিজ হস্তীটী এবং তাঁহার মহিষীদিগের পালকী ব্যতীত আর সমুদায় অনুযাত্রিকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তৎপরে একাকী অরণ্যমধ্যদিয়া নূতন আবাসের অন্বেষণে চলিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল স্থানের কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, সুতরাং কিছুদূর যাইতে যাইতেই পথ হারাইলেন। কষ্টের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ফল, মূল ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়া দিন দিন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে সকলে বনচর শ্বাপদ জন্তুগণের ভীষণ চীৎকারে ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক দিন রাত্রিযোগে তিনি মহিষীদ্বয়ের কষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এবং তাঁহাদিগের দুর্দ্দশাদর্শন আর সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফকীরের বেশ ধারণ করিয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে চলিয়া গেলেন।

যুবরাজের গমনের কিছুকাল পরেই সেঁউতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন পার্ব্বতী দীনভাবে রোদন করিতেছে। সেঁউতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এ কি?" পার্ব্বতী বলিলেন "আর বোন! দুর্ভাগ্যের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি এইমাত্র স্বপনে দেখিলাম যেন আমাদের স্বামী ফকীরবেশে নিবিড় অরণ্যে চলিয়া গেলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, যথার্থই তাহা ঘটিয়াছে। তিনি আমাদিগকে অসহায় রাখিয়া পলায়ন করিয়াছেন। এরূপ দুর্দ্দশায় পড়া অপেক্ষা যদি আমাদিগের মৃত্যু হইত তাহা হইলেও বরং ভাল ছিল।" সেঁউতী কহিলেন, "চুপ কর, কাঁদিও না, এখন কাঁদিলে নিস্তার নাই। কারণ আমাদিগের পালকীর বেহারারা যদি আমাদিগকে এরূপ অসহায় বলিয়া অবগত হয়, তাহা হইলে তাহারাও আমাদিগকে এই অরণ্যমধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিবে; তাহা হইলে আর আমাদিগের বাহির হইবার উপায় থাকিবে না। মন প্রফুল্ল রাখ, অবশ্যই কোন উপায় হইবে। আর আমরা যে স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিব না তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে তাঁহার রাজবেশ ধারণ করি, এবং লোকের নিকট সেঁউতীরাজ বলিয়া আপনার পরিচয় দিব। আর তোমাকে মহিষী বলিয়া জানাইব। বেহারারাও আমাকে যুবরাজ ভাবিয়া আমার আদেশানুসারে বনহইতে বহির্গত হইবে।"

সেঁউতীর এই বাক্য শ্রবণে পার্ব্বতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বোন! বেস বলিয়াছ, তোমার বড় সাহস। ভাল আমিই তোমার মহিষী হইব।"

অনন্তর সেঁউতী স্বামীর বেশ পরিধান করিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে যুবরাজের হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাহকগণকে বনহইতে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন। বাহকগণ সেঁউতীর অদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তাকুলচিত্ত হইল, এবং [illegible] "ধনীদের মন

কি স্বার্থপর ও চঞ্চল। দেখ আমাদের যুবরাজ সেই মন্ত্রিকন্যার বিবাহের জন্যই এত বিপত্তি ঘটাইলেন, এবং তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে হিংস্রজন্তুতে ভক্ষণ করিল কি না এক বারও অনুসন্ধান করিলেন না।"

বাহকগণ পরস্পর এই রূপ বলাবলির পর মন্ত্রিকন্যার আদেশানুসারে কিছু দিন বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এক সমতল ভূভাগে উপস্থিত হইল। ঐ ভূভাগের উপর একটী রাজধানী ছিল। নগরবাসী লোকেরা সেঁউতীর হস্তী দর্শন করিবামাত্র সেই দিকে ধাবমান হইল, এবং অনতিবিলম্বে কেহ কেহ তথাহইতে ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগের নরপতির নিকট কহিল, "মহারাজ! একটী সুরূপ ও সুবেশ রাজপুত্র গজারোহণে পুরীর অভিমুখে আগমন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আছেন, তিনিও পরম রূপবতী।" রাজা শুনিবামাত্র সেঁউতীর নিকট গমন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সেঁউতী বাই কহিলেন, "আমার নাম সেঁউতীরাজ; কোন কারণবশতঃ পিতা আমার প্রতি কুপিত হইয়া আমাকে রাজ্যহইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আমি সস্ত্রীক পথ ভুলিয়া বহুদিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।"

এই কথা শ্রবণে নরপতি এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, এমন সাহসী ও প্রিয়দর্শন রাজপুত্র প্রায় লক্ষিত হয় না। অনন্তর নরপতি সেঁউতীকে কহিলেন, "যদি তুমি আমার অধীনে কোন কর্ম্ম করিতে অভিলাষ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে আশানুরূপ অর্থ প্রদান করিতে সম্মত আছি।" অমাত্যকন্যা সেঁউতী বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি কখন কাহারও অধীনে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করি নাই; কিন্তু আজি আপনি আমাদিগকে যেরূপ সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বিপদের সময় যেরূপ আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে আপনার অধীনে যে কর্ম্ম বলেন, করিতে সম্মত আছি।"

ইহা শ্রবণ করিয়া নরপতি সেঁউতীকে বাৎসরিক ২৪,০০০ টাকা বেতন দিতে অঙ্গীকৃত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের অবস্থানের নিমিত্ত একটী সুন্দর বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি সেঁউতীর উপর অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন; প্রায় সমুদায় গুরুতর ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করিতেন না। তাঁহার দয়া ও নম্রতা-গুণে তাঁহার প্রতি কাহারও হিংসা বা বিরক্তি ছিল না। বরং তাঁহাকে সকলেই ভাল বাসিত এবং সম্মান করিত। এই রূপে রাজকন্যাদ্বয় সেই রাজধানীতে কএক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সেঁউতী যে, বাস্তবিক রাজপুত্র নন তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তিনি, পাছে পার্ব্বতী কাহারও সহিত কথাপ্রসঙ্গে আপনাদিগের গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তাহাকে লোকের সহিত অধিক আনুগত্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই নগরের রাজবাটী পূর্ব্বোক্ত বনের দিকে ছিল; এবং এক দিন নিশীথসময়ে সেই বনের দিকহইতে কাতর নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। সেই রবে রাজমহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজ্ঞী নরপতির নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! বনের দিক্‌হইতে যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছেন, উহাতে আমার বড় শঙ্কা জন্মিতেছে। কোন ক্রমেই নিদ্রা হইতেছে না। অতএব একটা লোক পাঠাইয়া জানুন ব্যাপারটা

কি?” রাজা তাঁহার অনুচরদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, “তামরা এক বার বনের দিকে গিয়া দেখিয়া আইস কোথাহইতে এই ঘোর শব্দ উত্থিত হইতেছে।” কিন্তু একে রজনীর গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে আবার ঘোরতর শব্দ, সেরূপ সময়ে বনে প্রবেশ করিতে কেহই সাহসী হইল না, এবং সবিনয়ে নরপতিগোচরে এই নিবেদন করিল, “মহারাজ! এ সময়ে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না। সেঁউতীরাজ আপনার নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়-পাত্র; অতএব তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রেরণ করুন। তিনি আমাদিগের সকল অপেক্ষা সাহসী, এবং আমাদিগের সকল অপেক্ষা অধিক বেতন পান। যদি এরূপ সময়ে তাঁহাদ্বারা কোন উপকার না দর্শে, তবে তাঁহাকে এত বেতন দিবার প্রয়োজন কি?” তৎপরে তাহারা সকলে সেঁউতীর মন্দিরে গমন করিয়া সমুদয় বিষয় তাঁহার গোচর করিল। সেঁউতী শুনিবামাত্র বনগমনে প্রস্তুত হইলেন।

এই বনের নিকটে পূর্ব্বদিন একটী চোরকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। একটা রাক্ষস সেই ফাঁসি কাষ্ঠের অধোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মৃতদেহটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অধিক উচ্চে থাকাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া রুষ্ট ও হতাশ হইয়া চীৎকার করিতেছিল। কিন্তু মন্ত্রিকন্যা তন্নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন যে, একটী বৃদ্ধা তথায় উপবিষ্টা আছে। একখানি অত্যুজ্জ্বল মহামূল্য শাটী তাহার পরিধান-ছিল। সেঁউতী তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃদ্ধা, ব্যাপার কি?” ঐ বৃদ্ধা-রূপী রাক্ষস উত্তর করিল, “হায়! আমার পুত্র ঐ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতেছে। আমি বার্দ্ধক্যের জন্য নিতান্ত জর্জ্জর ও অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং রজ্জুচ্ছেদ করিয়া নামাইতে পারিতেছি না।” করুণহৃদয়া সেঁউতী কহিল, “ভাল তুমি আমার স্কন্ধে উঠ, তাহা হইলে তোমার পুত্রের দেহ ধরিতে পাইবে।” এই বলিয়া সেঁউতী সেই রাক্ষসকে স্কন্ধে করিয়া লইলেন, এবং নিজে দৃঢ় রূপে তাহার শাটী ধরিয়া রহিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ এই রূপে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া রহিলেন; কিন্তু তথাপি তাহার কার্য্য শেষ না হওয়াতে মনে সন্দিহান হইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ সময় চন্দ্র মেঘান্তরালহইতে বিনির্গত হইয়া অল্প অল্প কিরণ বিস্তার করিতেছিল। সেই আলোকে সেঁউতী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার স্কন্ধে সে বৃদ্ধা নয়, এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস; অনবরত সেই শবের গলিত মাংস ছিঁড়িয়া আহার করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শনে সেঁউতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাক্ষস পলায়ন করিল, কিন্তু তাহার শাটী সেঁউতীর হস্তেই রহিল।

সেঁউতী এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা মহিষীর কর্ণগোচর না করাই বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর তথাহইতে প্রত্যাগত হইয়া কেবল সেই শবনিম্ন-বর্ত্তিনী বৃদ্ধার কথাই মহিষী-গোচরে নিবেদন করিলেন। পরে স্বীয় আবাস-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। পট্ট বস্ত্র খানি পার্ব্বতীই প্রাপ্ত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদা রাজার দুইটী কন্যা পার্ব্বতীকে দেখিতে আসিতেছিল, তৎকালে তিনি সেই রাক্ষসের বিচিত্র শাটী পরিধান করিয়া গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজকন্যারা সেই বিচিত্র শাটী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া পথি-মধ্যহইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং স্বীয় জননীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “দেখ মা, সেঁউতীরাজের স্ত্রীর

একখানি অতি চমৎকার শাড়ী আছে। অমন শাড়ী আমরা কখন দেখি নাই। ঠিক যেন সূর্য্যের মত জ্বলজ্বল করিতেছে; দেখিলে চক্ষু ঠিকরিয়া পড়ে। আমাদের তার অর্দ্ধেক সুন্দর শাড়ীও নাই। মা তুমিত রাজরাণী, একখান তেমনি শাড়ী কেন না কেন?"

পার্ব্বতীর শাটীর কথা শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীর সেইরূপ এক খানি শাটী পরিবার ইচ্ছা জন্মিল, এবং তিনি অনতিবিলম্বেই রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার রাণীর অপেক্ষা আপনার ভৃত্যের স্ত্রী অধিক মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। শুনিতে পাই পার্ব্বতী বাইর যেমন এক খানি শাড়ী আছে তেমন শাড়ী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; অতএব আমি এই নিবেদন করি যে, আমার জন্য সেইরূপ এক খানি শাড়ী আনাইয়া দেন। আমি যতদিন সেইরূপ একখান শাড়ী না পাইব ততদিন সুস্থির হইতে পারিতেছি না।"

নরপতি মহিষীর নিকট এই কথা শুনিবামাত্র সেঁউতীকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর, তোমার পত্নী সেরূপ শাটী কোথায় পাইলেন? সেইরূপ শাটী একখান আনাইবার জন্য মহিষীর নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" সেঁউতী বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ, সে শাটী অতি দূরদেশহইতে আসিয়াছে, অথবা বলিতে কি উহা রাক্ষসদিগের দেশহইতে আনীত। এখানে সেরূপ শাটী পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর। তবে যদি মহারাজের অনুমতি হয় রাক্ষসদিগের দেশহইতে অনুসন্ধান করিয়া আনিতে পারি।" রাজা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সেই শাটীর অনুসন্ধানার্থ অনুমতি করিলেন। সেঁউতী স্বীয় আবাস-মন্দিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পার্ব্বতী[illegible]টিহইতে বিদায় লইলেন, এবং বারংবার তাঁহাকে সাবধান থাকিতে কহিয়া বাটীহইতে বহির্গত হইলেন। বাটীহইতে বহির্গত হইবার পর তিনি কয়েক দিবস বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রায় ১০ ক্রোশ করিয়া যাইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে পথপার্শ্ববর্ত্তী এক এক ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেন। অবশেষে বহু দিনের পর এক রমণীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই রাজপুরী এক মনোহর নদীতীরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরীয় প্রায় প্রত্যেক প্রাচীরে অতিবিচিত্র ও বৃহৎ অক্ষরে কিছু লিখিত রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য লোকসকল কহিল যে আমাদিগের এখানে রাজার একটী দুর্দ্দান্ত অশ্ব আছে, যে ব্যক্তি সেই অশ্বকে বশীভূত করিতে পারিবে, নরপতি তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। সেঁউতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্যাবধি কি কেহই তাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই?" তাহারা কহিল, "না, অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ অশ্বটী রাজকুমারীর সহিত একদিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ঘোটকটী এরূপ দুষ্টস্বভাব যে, উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা দূরে থাকুক, কেহ উহার নিকট যাইতেও সমর্থ হয় না। রাজকুমারী উহার এইরূপ উগ্রস্বভাবের কথা শ্রবণ করিয়া অবধি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি উহাকে বশীভূত করিতে না পারিবেন, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন না। যাঁহার ইচ্ছা হয় চেষ্টা করিতে পারেন।"

সেঁউতী কহিল, "কল্য আমাকে সেই ঘোটকটী দেখাইও। আমার বোধ হয় আমি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব" তাহারা কহিল, "আপনি অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু সে অতিভয়ানক, আপনারও বয়ঃক্রম অত্যল্প

দেখিতেছি, অতএব আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না।" তিনি "জগদীশ্বর দুর্ব্বলের বল," এই কথা বলিয়া সে রজনীতে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। পরদিন রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই রাজকর্ম্মচারিরা ডিণ্ডিমদ্বারা পথে পথে এই ঘোষণা করিতে লাগিল যে, আর এক ব্যক্তি রাজার সেই দুর্দ্দান্ত অশ্বটীকে দমন করিতে আসিয়াছেন। এই ঘোষণা-শ্রবণে সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদ্দর্শনার্থ ধাবমান হইল। অনতিবিলম্বেই তথায় আর জনতার অবধি রহিল না। ঘোটকটী নদীর উপকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে দণ্ডায়মান ছিল। মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী সেই দিকে যাইতে আরম্ভ করিলে ঘোটক পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি আগমন করিতে লাগিল। সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি দৃঢ়রূপে তাহার কেশর ধারণ করিলেন। তুরঙ্গম সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে তিনি অবসরক্রমে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তখন অশ্ব আর কোন দুষ্টতা না করিয়া একেবারে তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইল। তিনি স্বীয় শিক্ষানৈপুণ্য-প্রদর্শনার্থ যেমন পাদুকামূল-সন্নিবেশিত কণ্টকদ্বারা অশ্বকে আঘাত করিলেন, অমনি সেই অশ্ব লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই নদী পার হইল। নদীটীর প্রশস্ততা সার্দ্ধৈকশত পাদের ন্যূন ছিল না। সমুদায় লোক কৌতুকদর্শনার্থ তাহার তীরে গমন করিল। পুনরায় অশ্ব পরপারে আসিবামাত্র সকলে আহ্লাদ-কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং সেই বিজয়ী সেঁউতীরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া নরপতিগোচরে উপস্থিত হইল। রাজা তাঁহাকে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় দেখিয়া যুগপদ্ বিস্ময় ও হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "এই পৃথিবীতে তুমিই অদ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং আমার কন্যার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।" এই বলিয়া রাজা সেঁউতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং যথোচিত সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে মহামূল্য রত্ন মহার্হ বস্ত্র ও অসংখ্য যান বাহনাদি প্রদান করিলেন। রাজকন্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরদিন বিবাহ হইবে বলিয়া সকলেই কৃতসঙ্কল্প হইল; কিন্তু মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী বিনীতভাবে কহিলেন, আমি আমার রাজার অচিরসম্পাদ্য কার্য্যে বদ্ধ আছি; অতএব যৎকালে আমি সেই কার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যাগমন করিব তৎকালে এই পরিণয় কার্য্যে সম্মত আছি। এই কথা শ্রবণে সকলেই তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাজা কহিলেন, "এ অতি উত্তম কল্প; কিন্তু আমরা তোমার আগমনে উন্মুখ রহিলাম, তুমি প্রত্যাগমন করিয়া এই সমুদায় দ্রব্য এবং কন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, অতএব তুমি যত শীঘ্র পার আসিতে চেষ্টা করিবে।" এই কথা বলিয়া পথপ্রদর্শনার্থ কিয়দ্দুর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

সেঁউতী বাই এইরূপে তথাহইতে বহির্গত হইয়া রাক্ষসদিগের দেশ অন্বেষণার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে আর এক মনোহর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তথায় এক পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজার এক পরম রূপবতী কন্যা ভিন্ন আর সন্তান সন্ততি ছিল না। নরপতি কন্যাটীকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং তাহার স্নানার্থ চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রস্তরময়-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত এক স্নান-দীর্ঘিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রাজকন্যা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে [illegible] লম্ফনপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান

করিয়া এই দীর্ঘিকা অতিক্রম করিবে আমি তাহার গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব।" কিন্তু কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়ে কন্যার প্রতিজ্ঞানিবন্ধন সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন "বৎসে, যদি তুমি বিবাহ না কর তাহা হইলে আমরা তোমার-সমক্ষেই প্রাণ ত্যাগ করিব।" রাজকন্যা কহিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইলে আমি বিবাহ করিব না।" সুতরাং নরপতি অগত্যা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে আমার কন্যার স্নান-দীর্ঘিকা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে আমি তাহাকে পরম সমারোহে কন্যাদান করিব।" এই ঘোষণা সেঁউতী বাইর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কহিলেন, "কল্য আমি এই স্নান-দীর্ঘিকা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব।" তচ্ছ্রবণে নাগরিক লোকেরা কহিল, "কেন তুমি বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ, উহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।" তিনি উত্তর করিলেন, "জগদীশ্বরের প্রতি আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে; তিনি দুর্ব্বলের বল; অতএব তিনিই আমাকে সাহায্য দান করিবেন।"

অনন্তর পরদিন প্রভাতে সেঁউতী বাই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বীয় অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া রাজভবন-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং অবলীলাক্রমে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাজকন্যার স্নানদীর্ঘিকা তিন বার অতিক্রম করিলেন। নরপতি সেঁউতীর এই লোকাতীত কার্য্যদর্শনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমার, এই পৃথিবীমধ্যে তোমাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি আমার কন্যাকে পণে পরাস্ত করিয়াছ; এক্ষণে তোমার নাম কি বল?" মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আমার নাম, সেঁউতীরাজ। আমি [illegible] নরপতির নিয়োগানুসারে রাক্ষসদিগের দেশান্বেষণার্থ অনেক দূরদেশহইতে আগমন করিয়াছি; অতএব যদি আমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি তাহা হইলে এই নগরমধ্যদিয়া যাইব, এবং তৎকালে এই উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। নরপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন।"

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টির প্রকরণ-সম্বন্ধে প্লেতোর মত।

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে প্লেতো অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তুল্য দার্শনিক তৎকালে বা তৎপূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অদ্যাপিও তাঁহার দার্শনিক মত অতিসমাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পরন্তু পদার্থবিদ্যায় তাৎকালিক লোকদিগের তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না! তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রায় উপহাসাস্পদ বোধ হয়। তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এই স্থলে প্লেতোর একটী মত প্রকাশ করিতেছি; তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্লেতো বলেন, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় মানব-জাতির স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি লিঙ্গভেদ ছিল না। তৎকালে মানবকে লিঙ্গাবচ্ছেদাবচ্ছেদেই "মানব-প্রকৃতি" বলিলে পর্য্যাপ্ত হইত। স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্র আকার, স্বতন্ত্র প্রকৃতি, স্বতন্ত্র লক্ষণাদি কিছুই ছিল না। মনুষ্যই পুরুষ, আর মনুষ্যই প্রকৃতি ছিল। মানবশব্দ লিঙ্গবাচক, অথচ তাহা কোন বিশেষ লিঙ্গবোধক প্রাণীমধ্যে গণ্য ছিল না। কিন্তু তৎকালের মনুষ্য হস্ত পদ অবয়ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট সচেতন অপর সকল জীবহইতে

সুসম্পন্ন প্রকৃতি, সুসম্পন্ন মতি, এবং সম্পূর্ণ তেজস্বী ছিল। মনুষ্যের শরীর মণ্ডলাকার মাংসপিণ্ডের ন্যায় ছিল; এবং তাহাতে চারিটী হস্ত, চারিটা পদ, দুই তুণ্ড, দুই মুণ্ড ইত্যাদি অবয়ব ছিল। লিঙ্গ-হীন অথবা জন্ম উৎপত্তি রহিত মনুষ্যের জীবদ্দশায় তাহার শরীরে অসম্ভব বল ও গতিশক্তি ছিল। বেগবান্ তুরঙ্গাদি কোন পশুর দ্রুত গতির অতিক্রম করিবার মানস করিলে সে অক্লেশে তাহা পারিত। অতিবেগে ধাবমান হইবার সময় আবর্ত্তহীন একখান চক্রের ন্যায় চারি হস্ত চারি পদদ্বারা উহা অতি দ্রুতভাবে ভ্রমণ করিত। পরন্ত অসাধারণ-বীর্য্য-প্রভাবে ঐ মনুষ্যেরা দেবতাদিগের সন্নিধানে নিরতিশয়-দাম্ভিকতা-প্রকাশ-পুরঃসর তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া মনুষ্যের দেহ বজ্রদ্বারা দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। এই রূপ ছেদনে যে দুই খণ্ড হইল তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক কবন্ধ, দুই পদ, দুই হস্ত, এক তুণ্ড ও এক মস্তক সংলগ্ন রহিল। ইহাতেই বর্ত্তমানের দুই-পদ-বিশিষ্ট মনুষ্য উৎপন্ন হয়। অপর উক্ত দুই খণ্ডের এক খণ্ড নর ও অপর খণ্ড নারী হয়। তাহাতেই স্ত্রী পুরুষ ভেদ হয়। অধিকন্তু এই দুই হস্ত দুই পদ বিশিষ্ট মনুষ্য পূর্ব্বের অবস্থাহইতে অধিক বিভিন্ন হইল। তাহার পূর্ব্ববৎ চক্রের ন্যায় গতিশক্তি রহিল না। সিংহের সহিত রণ এবং হরিণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়াও তাহার অসাধ্য হইল। অতঃপর দুই পদে ধাবিত হইবার পরিবর্ত্তে মন্দ মন্দ গতির অভ্যাস করাই শ্রেয়ঃ হইল। পূর্ব্বে চারি হাত চারি পদদ্বারা পরমসুখে ভ্রমণ, নিদ্রা, ক্রীড়া, বিশ্রাম সম্পন্ন হইত; এক্ষণে দুই পদে অধিককাল পর্য্যটন বা অবস্থিতি করা সমধিক ক্লেশকর হইয়া উঠিল; সুতরাং শয়ন করিবার আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ পূর্ব্বের মত সুখের অবস্থা আর কিছুই রহিল না। ত্রিদশগণের অভিশাপেই মনুষ্যের ঈদৃশ দুরবস্থা সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

পরন্ত ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থায় মনুষ্যের একটা বিশেষ তুষ্টি উৎপাদনের উপায় ছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে রমণীই তাহাদিগের অর্দ্ধাঙ্গ এবং তদবধি প্রণয়াশ্রুপাত-সহকারে তাহাদিগের প্রতি অর্দ্ধাবয়ব, প্রাণপ্রিয়ে, প্রিয়তমে প্রভৃতি কোমল সাদর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। পরন্ত ইহাতেও এক ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। যে শরীরের যে অর্দ্ধাঙ্গ তাহার প্রতিই তাহার বিশেষ ঐক্য প্রেম ও সৌহার্দ্য জন্মে, এক শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ অপর শরীরের অর্দ্ধাঙ্গের সহিত তাদৃশ মেল হইতে পারে না; অথচ ইন্দ্র যখন বজ্রদ্বারা চতুষ্পদ পিণ্ডাকার আদিম মনুষ্যদিগকে কাটিয়া ফেলেন তখন তাহাদের পরস্পর অর্দ্ধাঙ্গসকল এমত মিশাইয়া গিয়াছিল যে তাহা বাছিয়া লওয়া ভার হইল। কে কাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্থির করিতে অপারগ হইয়া সকলেই পরস্পারের অর্দ্ধাঙ্গ লইয়া টানাটানী করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে যাহারা আপন২ অর্দ্ধাঙ্গ পাইল তাহারা অনন্যপ্রেমে কালযাপন করিতে লাগিল। যাহারা পরের অর্দ্ধাঙ্গ পাইল তাহাদের মধ্যে মনের মেল না হওয়াতে পরস্পার বিবাদ হইতে লাগিল। এই প্রযুক্ত তাদৃশ হতবীর্য্য হইয়াও মনুষ্যেরা পুনশ্চ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে চীৎকারারম্ভ করিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া বলিলেন, "হে মানব, যদি ইহাতেও ক্ষান্ত না হও, তবে এরূপ দণ্ড পুনর্ব্বিধান করিব, যে এক পদে চলিতে হইবে।" ইহাতেই মানবগণ নিরুত্তর হইয়া স্ত্রী পুরুষে বিবাদ করিয়াও চুপ করিয়া কালাতিপাত করিতেছে।